পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1707, Saturday, November 28, 2026 FREE www.parichoy.com



কংগ্রেসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হয়ে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন হাকিম জেফ্রিস

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ৭বিশ্বের পাসপোর্টের শক্তি ও ভ্রমণসুবিধা নিয়ে আর্টন ক্যাপিটলের পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯২তম- ৫ম পাতায়
- স্ত্রীর 'পরকীয়া কাজে লাগিয়ে' ১ বিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য গড়লেন স্বামী - ৬ষ্ঠ পাতায়
- "ট্রাম্পকেয়ার" নিয়ে আলোচনার জন্য সিনেটর এল-সায়েদের সঙ্গে দেখা করবো বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- ভোটার তালিকা থেকে মুসলিমদের বেশি বাদ দিচ্ছে ভারত সরকার জানাল আমেরিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন -৮ম পাতায়
- খাবার থেকে শুরু করে ওষুধ, বাড়তি ব্যয়ের চাপে বাংলাদেশের পরিবারগুলো -৯ম পাতায়
- "আমরা অভিবাসনকে আমাদের দেশ ধ্বংস করতে দেব না"- প্রসিডেন্ট ট্রাম্প ১০ম পাতায়
- ওয়াশিংটন ডিসিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে নিউ জার্সি ফেরা হলো না, বিমানবন্দরে আটক প্রিন্সটনের চীনা গবেষক শিক্ষার্থী -১১ পাতায়



বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

চীন, ভারতসহ ১৬ অর্থনীতির ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর ফেরার পরিকল্পনা, কার্যকারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল



বিস্তারিত ১৫ পৃষ্ঠায়



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934




GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst · elderplan · Anthem · Hamaspik · RiverSpring Living · MetroPlus Health · SWH





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● "তাদের আনা প্রতিটি প্রস্তাবে আমি ভেটো দেব; আমার মনে হয়, এক পর্যায়ে তারা নিজেরাই আলোচনার আগ্রহ দেখাবে।"- ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কাজ করার কৌশল সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-কে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**



● গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করাই আমার কাজ।'
- ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স



● কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংঘাতকে উস্কে দিতে পারে। - জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের "দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের যুগে সংঘাত নিরসন" শীর্ষক একটি উচ্চ-পর্যায়ের উন্মুক্ত বিতর্কে **জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস**



● আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন এবং মানুষের এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে দেশে প্রবেশ করা উচিত নয়। - ওয়াশিংটন পোস্টকে **টেক্সাসের নবনির্বাচিত ডেমোক্র্যাট গভর্নর জিনা হিনোজোসা।**



● 'বিয়ে করুন, বেশি সন্তান নিন, তাদের গির্জায় বড় করুন এবং আমেরিকাকে ভালোবাসতে শেখান।' - বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের **সাবেক প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট**



● ভালো চুক্তির সুযোগ থাকলে কানাডা এগোবে। তবে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকবে না অটোয়া। - যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে **কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি**



● 'সবার আগে বাংলাদেশ' চেতনায় ঐক্যবদ্ধ থাকলে বাংলাদেশকে আর কেউ কখনো তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার সাহস পাবে না। - **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান**



শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক Dilemma



সৈয়দ কামরুল

আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে বিজেপি সরকার একটা বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। সেটা ছিল asymmetric trade relationship বা অসম বানিজ্যিক সম্পর্ক।

অক্ষম, অদক্ষ ও অসভ্য দেশের সঙ্গে সক্ষম, সমৃদ্ধ ও দক্ষ দেশের সম্পর্কটা এমনই হয়। নেতৃত্ব যদি হয় আদর্শহীন, নীতিহীন ও দেশদ্রোহী, সেক্ষেত্রে এই ধরণের চুক্তিটা হয় জাতিধ্বংসী। যেমন হয়েছে মার্কিনীদের সঙ্গে NDA দাসত্ব শৃঙ্খল চুক্তি- যে চুক্তি servitude এর অটুট শিকলে জাতিকে বেঁধে দিয়েছে।

বিজেপি সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে business-centric হওয়ায় তারা পারস্পরিক সম্পর্কের বনিয়াদ, রাজনৈতিক সম্পর্কের অনিবার্যতা ও অবিচ্ছেদ্য দিকটাকে গৌণ করে ফেলেছিল।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের বানিজ্যিক সম্পর্কের নিরুদ্বিগ্ন চলমানতার জন্য বিজেপির উচিৎ ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাইক্রোমনিটরিং এর পর্যায়ে সার্বক্ষণিক নজরদারি জারি রাখা এবং বাংলাদেশের perpetuated political crisis conductive অবস্থায় রাখা। বিজেপি সেটা নিশ্চিত করতে পারেনি।

অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থিতিশীল সম্পর্কের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক। কারণ, বাংলাদেশের শাসননীতিতে রয়েছে Military tutelage অর্থাৎ সামরিক অভিভাবকত্ব বা রাজনীতির ওপর সেনাবাহিনীর লৌহমুষ্টি।

বিজেপি এমন কোনো নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম হয়নি যেখানে সেনাবাহিনী হাসিনা সরকারের শাসনকে টিকিয়ে রাখবে। বরং হয়েছে তার উল্টোটা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কটা যে নদী ও জলের মতো অবিচ্ছেদ্য এবং জলের প্রবাহ না থাকলে নদী যে স্থবির গহ্বর হয়ে যায়, ভারত কেনো সেটা বুঝতে চায়নি?

ভারত কি পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা নজরদারির ক্ষেত্রে অদক্ষ? নাকি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের লাইট-স্পীড বানিজ্যনীতির নয়া পোলারাইজেশন ভারতকে বাংলাদেশের প্রতি নিস্পৃহ করে তুলেছিল?

সে কারণেই ভারত হয়তো একটা strategic distancing বা কৌশলগত উপেক্ষা তৈরি করেছিল।

সেটা হতেই পারে।

এই জায়গায় একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়। এই ভ্যাকুয়ামে চীন তার "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভূরাজনৈতিক 'কিংমেকিং' এর অদৃশ্য খেলাটা সুনিপুণ দক্ষতায় খেলে যায়। দেখলেন না, বাংলাদেশে সরকার বদলালেও বেইজিং তার প্রভাব ধরে রেখেছে।

শেখ হাসিনার সরকার ২০২৪ সালের জুলাইয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বে উন্নীত করে।

ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের মার্চে সেই অংশীদারত্বের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

তারেক রহমানের সরকার ২০২৬ সালে বেইজিংয়ের সঙ্গে মোংলা বন্দর আধুনিকায়নে সহযোগিতা এগিয়ে নেয় এবং তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করে। চীনের geopolitical king-making রাজনীতিটা মাও এর সময়ে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু শি জিনপিং "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" (বিআরআই) প্রকল্পের আড়ালে জিওপলিটিক্যাল কিং-মেকিং রাজনীতির আধুনিক স্থপতি হিসাবে সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে।

আফ্রিকা ও এসিয়ার কয়েকটি দেশে তার প্রমাণ মিলেছে। চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ব আফ্রিকার দেশ, যাকে বলা হয়, হর্ণ অব আফ্রিকা, জিবুতির বন্দর ও পণ্য পরিবহন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জিবুতিকে ইথিওপিয়ার সঙ্গে সংযোগকারী রেলপথ স্থাপন। ২০১৭ সালে চীন জিবুতিতেই বিদেশে তার প্রথম সামরিক ঘাঁটি চালু করে। বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে চীন রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে সরাসরি স্থানীয় সরকারগুলোর ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ারে পরিণত করে।

জিওপলিটিকাল কিং-মেকিং এর দৌড়ে ভারত চীনের অনেক পিছনে পড়ে আছে। চীন উপলব্ধি করতে পেরেছে, কোনো দেশে asymmetric trade relationship বা অসম বানিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে সেদেশে ভূরাজনৈতিক 'কিংমেকিং' এর অদৃশ্য খেলাটা সুনিপুণ দক্ষতায় খেলতে হয়। ভারত সেটা খেলতে পারেনি বাংলাদেশে।

ভারত সেটা খেলতে পারেনি নাকি খেলতে চায়নি?

সে যাই হোক, ভারত শেখ হাসিনাকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক dilemma তে আছে। শেখ হাসিনাকে রাখা নিয়ে বিজেপির ওপর অভ্যন্তরীন ও বাইরের চাপ আছে। আবার ঢাকার ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে তাকে ফেরত দেয়াও বিজেপির জন্য কৃতঘ্নতা হবে।

শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছেন ভারত তার জন্য, তার দলের জন্য বাংলাদেশের মতো বিশাল একটা অসম বানিজ্যের বাজার হারাবে না। বিশ্ব মোড়লদের চাপে পড়ে ভারত শেখ হাসিনাকে অন্য কোনো দেশে পাঠানোর চেষ্টা করবে। সেটা সম্ভব না হলে ভারত শেখ হাসিনাকে প্রত্যার্পণের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখবে। এটা আমেরিকা এবং পাকিস্তানেরও মহা-খায়েশ।

শেখ হাসিনা ভারতের এই মনস্তত্ত্ব তর্জমা করতে পেরেছেন। তিনি নিজের সুবর্ণ রাজনৈতিক অর্জনকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন না। তাঁর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সেটা করতে দেবে না। বরং তিনি জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে মহান মৃত্যুবরণ করবেন।

কিন্তু রাজাকারদের অপবিত্র হাতে মৃত্যুবরণ তাঁর মতো মহান নেতার জন্য মহান হবে না। তাহলে কী করবেন তিনি? তিনি কি রুপার্ট ব্রুক এর মতো বলবেন,

"If I should die, think only this of me
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England" বাংলাদেশ!

নিউ ইয়র্ক, নভেম্বর ২০২৬

নিউ ইয়র্কে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তদের অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসায় সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে গত মঙ্গলবার মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) আয়োজিত একশঅনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দলের নেতাকর্মীদের প্রত্যাশার বিপরীত বক্তব্য দিয়েছেন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথি, প্রধান আলোচক বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস।

উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহতদের স্মরণ, গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বিভিন্ন দেশে আওয়ামী লীগের প্রচারণার অংশ হিসেবে 'ঢাকা কোন পথে: বাংলাদেশ আজ ও আগামীকাল' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানের



আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান আলোচকই ছিলেন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস। তাঁর বক্তব্যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তন এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা উঠে আসে, যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলটির নেতাকর্মীদের জন্য

বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়



'অন্যায্য উৎপাদন চর্চা' ও 'অপর্যাপ্ত শ্রম সুরক্ষা'র অভিযোগ এনে বাংলাদেশি পণ্যে ১৮ শতাংশ নতুন শুল্কের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'অন্যায্য উৎপাদন চর্চা' ও 'অপর্যাপ্ত শ্রম সুরক্ষা'র অভিযোগ এনে পরিচালিত এক বাণিজ্য তদন্তের পর বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ পর্যন্ত নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত বুধবার (২৫ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ার এই ঘোষণা দেন। ওয়াশিংটন যাকে উৎপাদন খাতে 'কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উৎপাদন' হিসেবে বর্ণনা করছে, সেই অভিযোগে ১৪টি অর্থনীতিকে লক্ষ্য করে 'সেকশন ৩০১'-এর আওতায় নেওয়া বিস্তৃত বাণিজ্য সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

ইউএসটিআর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশের নীতিমালা 'অযৌক্তিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়



কম দামে সরবরাহের প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি তুলা আমদানিতে আগ্রহ বাড়ছে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তুলা সংগ্রহে আগ্রহ বাড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। প্রচলিত সরবরাহব্যবস্থার তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম দামে তুলা সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়ায় এ আগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন আমেরিকার তুলা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান "আমেরিবাংলা করপোরেশনের" প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আমেরিবাংলা করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আসওয়ার রহমান বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তুলা সংগ্রহের সুযোগ থাকায় আমরা প্রচলিত সরবরাহব্যবস্থার তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম দামে তুলা দিতে পারছি। এ কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে তুলা কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।"

গত শনিবার

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

অনেক হয়েছে, ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে নেব আমরা' হুমকি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর



পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ দখল করে নেবে বলে দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং। বাংলাদেশে কথিত 'হিন্দু হত্যার' প্রতিশোধও নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। গত ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া

বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের পাসপোর্টের শক্তি ও ভ্রমণসুবিধা নিয়ে আর্টন ক্যাপিটলের পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯২তম

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের পাসপোর্টের শক্তি ও ভ্রমণসুবিধা নিয়ে আর্টন ক্যাপিটলের পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯২তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। বুধবার (২৫ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত হালনাগাদ সূচকে এ তথ্য উঠে এসেছে।

আর্টন ক্যাপিটলের সূচকে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্টের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের গতিশীলতা স্কোর ৬৫। এই স্কোর অনুযায়ী, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা ১৭টি দেশে ভিসা ছাড়াই



প্রবেশ করতে পারেন। এ ছাড়া ৬৬টি দেশে পৌঁছানোর পর ভিসা নিয়ে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ১১৫টি গন্তব্যে যেতে আগাম ভিসা নিতে হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেয়েও কঠিন অর্থনৈতিক যুদ্ধের মুখোমুখি ইরান- প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

পরিচয় ডেস্ক: ইরান বর্তমানে 'নীরব অর্থনৈতিক যুদ্ধের' মুখোমুখি, যা ক্ষেপণাস্ত্রের যুদ্ধের চেয়েও কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।

গত শনিবার (২১ নভেম্বর) রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা প্রচারিত এক বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিনিয়োগকারী ও উৎপাদকদের সঙ্গে



এক বৈঠকে পেজেশকিয়ান বলেন, একটি গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে ইরানকে দুর্বল ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। তবে, দেশটির ব্যবসায়ীরা বাজার পরিস্থিতি ভালোভাবে সামাল দিয়েছেন। পেজেশকিয়ান আরও বলেন, শীতকালে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বা লোডশেডিংয়ের মতো পরিস্থিতিতে যেতে না হয়, সে জন্য কাজ করছে ইরান।

খবর আল-জাজিরার।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ভ্যান্সের ওপর কেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন ট্রাম্প, প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর প্রার্থিতার কী হবে? - প্রশ্ন নিউইয়র্ক টাইমস এর

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় পরাজয়ের কারণ হিসেবে ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তাঁর ওই বক্তব্যে প্রথমে তেমন আপত্তি না জানালেও এখন ভ্যান্সের বক্তব্যের ধরন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মনে করেন, ভ্যান্সের বলা উচিত ছিল, ইরানে যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

আবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর প্রশংসা করছেন ট্রাম্প। তাঁকে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবেও বিবেচনা করছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভ্যান্স নির্বাচনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্টে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমরা হেরেছি যুদ্ধের কারণে।' নির্বাচনের আগে প্রশাসনের প্রচার-প্রচারণা ও বক্তব্য নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি। ভ্যান্সের ওই পোস্টের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, কথাগুলো বেশির ভাগই সত্য।'

তবে গত দুই সপ্তাহে ভ্যান্সের বক্তব্য নিয়ে ট্রাম্পের অসন্তোষ বেড়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভ্যান্সের বলা উচিত ছিল, ইরানে যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশ্যে ভ্যান্সের প্রতি বিরক্তিও প্রকাশ করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, সামাজিক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

২০১৬ সালে ভ্যান্স ট্রাম্পের কড়া সমালোচক ছিলেন। তখন তিনি ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনের অযোগ্য বলেছিলেন। পরে ট্রাম্পের সমর্থক হন এবং ২০২২ সালে ওহাইও থেকে সিনেট নির্বাচনে তাঁর সমর্থন চান। ট্রাম্প তাঁকে সমর্থন দেন এবং ভ্যান্স নির্বাচনে জয়ী হন।





বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খ্রিস্টানদের বেশি সন্তান নেওয়ার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরে খ্রিস্টানদের বেশি সন্তান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাবেক প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট। সন্তানদের গির্জার শিক্ষা ও খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধে বড় করে তোলার পাশাপাশি তাদের আমেরিকার প্রতি ভালোবাসা শেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া তাঁর এই বার্তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লেভিট লেখেন, 'বিয়ে করুন, বেশি সন্তান নিন, তাদের গির্জায় বড় করুন এবং আমেরিকাকে ভালোবাসতে শেখান।' পোস্টের সঙ্গে তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের একটি শিরোনামের স্ক্রিনশট যুক্ত করেন। সেখানে বলা হয়েছিল, 'গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা খ্রিষ্টানদের ছাড়িয়ে যাবে।'

লেভিটের বার্তায় খ্রিস্টানদের বিয়ে, পারিবারিক জীবন ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পোস্টটি প্রকাশের পর অনলাইনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ কেউ পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মের ওপর তাঁর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। অন্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, জনপরিচিত ব্যক্তিদের এভাবে নির্দিষ্ট জীবনধারা বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণের আহ্বান জানানো কতটা সমীচীন।

সমালোচকদের একাংশ যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, শিশুদের পরিচর্যার খরচ এবং তরুণ পরিবারগুলোর *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

কংগ্রেসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হয়ে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন হাকিম জেফ্রিস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট হিসেবে পরিচিত কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার পদে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির হাকিম জেফ্রিস। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

আগামী ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি প্রতিনিধি পরিষদের নতুন স্পিকার নির্বাচন হবে। ওই দিন থেকেই নতুন মেয়াদ শুরু হবে। আর তখন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ডেমোক্র্যাটদের হাতে।



স্পিকার পদটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পর পদাধিকার অনুযায়ী স্পিকারের অবস্থান।

জেফ্রিসের স্পিকার হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে গেছে। শেষ পর্যন্ত জেফ্রিস নির্বাচিত হলে কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদে সবচেয়ে বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করবে তাঁর দল। সেই সঙ্গে উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণও থাকবে ডেমোক্র্যাটদের হাতে।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের জেফ্রিস বলেন, 'এটি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। একই সঙ্গে এটি আমার জন্য বিশেষ সুযোগ।'

গত বুধবারের (১৮ নভেম্বর) হালনাগাদ হিসাব অনুযায়ী, আগামী বছর প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের আসনসংখ্যা দাঁড়াবে ২৫৭। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ২১৮টি *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রীর 'পরকীয়া কাজে লাগিয়ে' ১ বিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য গড়লেন স্বামী

পরিচয় ডেস্ক: স্ত্রীর সঙ্গে এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াংয়ের পরকীয়ার সম্পর্ক নিয়ে যখন তুমুল আলোচনা চলছে, তখন সামনে এসেছে তার স্বামী কাং ওয়েইয়ের বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের তথ্য। চীনে সরকারি সহায়তায় ডেটা সেন্টার গড়ে তুলেছেন এই ব্যবসায়ী।

২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ক্যাং ওয়েইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডেটা সেন্টার প্রকল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয় প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার। এসব প্রকল্পে চীনা সরকারের আর্থিক ও অবকাঠামোগত সহায়তা ছিল। অন্যদিকে, তার স্ত্রী অ্যালিস হুয়াং এনভিডিয়ার উন্নত কম্পিউটিং চিপ সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। চীনের সরকারি নথি ও বিভিন্ন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*



চীন, ভারতসহ ১৬ অর্থনীতির ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির কারণে অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন ও কম দামে পণ্য রপ্তানির অভিযোগে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১৬টি অর্থনীতির ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত দুই ব্যক্তি জানিয়েছেন। তবে নতুন শুল্ক কার্যকরের সময়সূচি পরিবর্তিত হতে পারে। প্রকাশ্যে মন্তব্য করার অনুমতি না থাকায় ওই দুই ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস ও ইউএসটিআর কোনো মন্তব্য করেনি।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৬টি অর্থনীতির শিল্প খাতে সরকারি ভর্তুকি নিয়ে কয়েক মাসের তদন্তের ফল প্রকাশ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন শুল্কের আওতায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে ভারতও থাকতে পারে। গত ১১ মার্চ তদন্ত শুরুর সময় ইউএসটিআর যে ১৬টি অর্থনীতির নাম উল্লেখ করেছিল, ভারত সেগুলোর একটি।



গত বছর আরোপ করা বিস্তৃত শুল্কের বিকল্প হিসেবে নতুন এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ওই শুল্কগুলোকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করে দেন। এর আগে মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও নতুন শুল্ক পরিকল্পনার খবর প্রকাশ করে।

হোয়াইট হাউসের অভিযোগ, এসব দেশে সরকারি ভর্তুকির কারণে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। কম দামে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানির ফলে মার্কিন কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন পদক্ষেপটি ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক পুনর্বহালের প্রচেষ্টার দ্বিতীয় ধাপ। এর আগে গত বছরের এপ্রিলে ঘোষিত শুল্ক বাতিলের পর চলতি বছরের জুলাইয়ে ৬০টি বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্য নিষিদ্ধের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে কার্যকর না করার অভিযোগে এসব শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে এ মাসে রিপাবলিকান পার্টির বড় পরাজয় হলেও ট্রাম্প প্রশাসন নতুন শুল্ক আরোপের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

“ট্রাম্পকেয়ার” নিয়ে আলোচনার জন্য সিনেটর এল-সায়েদের সঙ্গে দেখা করবো বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প



পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, তিনি নবনির্বাচিত সিনেটর আব্দুল এল-সায়েদের (ডেমোক্র্যাট-মিশিগান) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হলো-‘সিঙ্গেল-পেয়ার’ স্বাস্থ্যসেবা বিল (যা ‘মেডিকেয়ার ফর অল’ নামেও পরিচিত) নতুন করে ‘ট্রাম্পকেয়ার’ (TrumpCare) নামে অভিহিত করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা।

নিউ ইয়র্ক পোস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই নতুন নামকরণের জন্য এল-সায়েদকে ‘খুবই বুদ্ধিমান’ বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, মিশিগানের এই ডেমোক্র্যাট নেতা ‘ভালো কাজ করেছেন; আসলে তিনি খুবই ভালো কাজ করেছেন।’

“আমি জানি যে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে,” সাংবাদিকদের বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। “হয়তো মাঝামাঝি কোনো জায়গা আছে যেখানে আমরা যেতে পারি।”

যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি, তবে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি এবং ডেমোক্র্যাট ককাস মিলে “অনেক ভালো কিছু” করতে পারেন।

কংগ্রেসে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*



মহাকাশে ডেটা সেন্টার স্থাপনে মাস্কের পরিকল্পনা অনুমোদন ট্রাম্প প্রশাসনের; পাঠানো হবে ১ মিলিয়ন স্যাটেলাইট

পরিচয় ডেস্ক: মহাকাশে ডেটা সেন্টার স্থাপনে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে এফসিসি - যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

গতবুধবার (২৫ নভেম্বর) ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (এফসিসি) প্রতিষ্ঠানটির ১ মিলিয়ন স্যাটেলাইট স্থাপনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়। এসব উপগ্রহ কক্ষপথে থেকেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এ ধরনের অনুমোদন এটাই প্রথম।

ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন বা এফসিসি এক বিবৃতিতে জানায়, স্পেসএক্সের তৈরি ‘স্টারমাইন্ড’ নামের এসব উপগ্রহ বা কম্পিউট মডিউল তথ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হবে। সংস্থাটি বলেছে, এই অনুমোদন মানবজাতিকে ‘কার্দাশেভ টাইপ-২ সভ্যতার’ আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে। এ ধরনের সভ্যতা সূর্যের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম।

এফসিসির চেয়ারম্যান ব্রেন্ডন কার বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে সুপার ইন্টেলিজেন্সের যুগে নেতৃত্ব দিচ্ছে।’

পরিকল্পনাটির সমর্থকদের যুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে তাল মেলাতে মহাকাশে ডেটা সেন্টার স্থাপন জরুরি। কারণ, পৃথিবীতে এসব কেন্দ্র পরিচালনায় বিদ্যুৎ ও পানির চাহিদা এবং অবকাঠামোগত ব্যয় অনেক বেশি।

এফসিসির কাছে জমা দেওয়া আবেদনে স্পেসএক্স বলেছে, প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সৌরশক্তি সরাসরি ব্যবহার করে এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমিয়ে এসব উপগ্রহ ব্যয় ও জ্বালানি ব্যবহারে বড় ধরনের দক্ষতা আনবে। পাশাপাশি পৃথিবীতে স্থাপিত ডেটা সেন্টারের কারণে পরিবেশের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

তবে সমালোচকেরা বলছেন, মহাকাশে এ ধরনের ডেটা সেন্টার স্থাপনের প্রযুক্তি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। ফলে বাস্তবে এসব কেন্দ্র স্থাপন করতে আরও অনেক সময় লাগবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

হুয়াংকে পুনর্বহাল করতে ‘আমি রাজি করিয়েছি’, এনভিডিয়া বোর্ডের সঙ্গে ‘সরাসরি ও পরোক্ষভাবে’ কথা বলেছি বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প



পরিচয় ডেস্ক: পদত্যাগের ১১ দিন পর জেনসেন হুয়াংকে এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও পরিচালক পদে পুনর্বহালের সিদ্ধান্তে সরাসরি ভূমিকা রাখার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত সোমবার (২৩ নভেম্বর) সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানিয়েছেন, হুয়াংয়ের পুনর্বহাল নিয়ে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে তিনি ‘সরাসরি ও পরোক্ষভাবে’ কথা বলেছেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ দূর করার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি ওদের রাজি করিয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে কথা বলেছি। বিষয়টি নিয়ে আমার দৃঢ় অবস্থান ছিল। কোম্পানিটির পরিস্থিতি দেখার পর আমার অবস্থান আরও জোরালো হয়েছে। কারণ, আমার কাছে এটি আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এমন হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করা বেশ অস্বাভাবিক ঘটনা। বিতর্কের পর হুয়াংকে সিইও পদে ফিরিয়ে আনার ঘোষণায় শেয়ারবাজারে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম বেড়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতন হয়েছিল। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর হুয়াংকেও ফোন করার *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নতুন বিশ্বযুদ্ধ কড়া নাড়ছে

স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর লেখা



পেদ্রো সানচেজ: গত দশক থেকে যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া শুরু হয়েছে। ইউক্রেন থেকে শুরু করে লেবানন ও ইরান পর্যন্ত আগ্রাসী যুদ্ধ ক্রমে বেড়ে চলেছে। সরকারগুলো ক্রমেই যুদ্ধের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা এবং প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি বলে মনে করছে।

যুদ্ধকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়ার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই হতে পারে না। এটি মানব-ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা সেই পুরোনো নিয়মে ফিরে যাওয়ারই নামান্তর, যখন যুদ্ধই ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক নীতি।

তবু বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সেই পুরোনো ব্যবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। যুদ্ধকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি বৈধ হাতিয়ারের বদলে একটি বেআইনি কর্মকাণ্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুদ্ধকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাত।

তবে সম্প্রতি সরকারগুলোর এই অঙ্গীকার দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০০৩ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের প্রতিবাদে শত শত শহরের রাস্তায় লাখ লাখ মানুষ নেমে এসেছিল, তবু যুদ্ধ থামেনি। মিথ্যা অজুহাতে এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে চালানো সেই যুদ্ধ ইরাকে ধ্বংস ডেকে এনেছিল, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা বাড়িয়েছিল এবং পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি ক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদকে উসকে দিয়েছিল। সেই সংঘাত ছিল একটি বড় বাঁকবদল।

এই পথের শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করছে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ- সেই মহাবিপর্যয়, যা প্রতিরোধ করার জন্যই বিশ শতকের বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল।

এই মুহূর্তে আমার নিজের দেশ স্পেনসহ প্রতিটি দেশের দায়িত্ব হলো এমন সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া, যা যুদ্ধ বাধানোর সক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে।

এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করবে এক বিস্তৃত বহুপক্ষীয়তাবাদের ওপর, যাকে আমি বলি 'ম্যাক্সিল্যাটারালিজম' (সর্বব্যাপী বহুপক্ষীয়তা)। অর্থাৎ ছোট ও সাময়িক জোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যত বেশি সম্ভব দেশকে সঙ্গে নিয়ে সহযোগিতা গড়ে তোলা। এর লক্ষ্য হলো যুদ্ধকে ক্রমে অবাস্তব, এমনকি অকল্পনীয় করে তোলা।

উত্তেজনা বিপজ্জনক বৃদ্ধি

যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯২৮ সালের 'কেলগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তি'-র মাধ্যমে। এতে ১৫টি দেশ স্বাক্ষর করেছিল এবং পরে আরও ডজনখানেক দেশ এতে যোগ দিয়েছিল। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভোটার তালিকা থেকে মুসলিমদের বেশি বাদ দিচ্ছে ভারত সরকার জানাল আমেরিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন



পরিচয় ডেস্ক: ভারতে ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিশানা করার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতজুড়ে এ প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে কয়েক কোটি মানুষের নাম বাদ পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক কমিশন এমন অভিযোগ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক কমিশনের (ইউএসসিআইআরএফ) চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত সরকার মুসলিম নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁদের 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত করছে। এখন তাঁদের অবৈধভাবে দেশ থেকে বেরও করে দিচ্ছে।

ভারতের ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৩ কোটি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশটির ইতিহাসে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা। বাদ পড়া মানুষের সংখ্যা মেক্সিকোর মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান।

মুসলিমদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ

তথ্য-উপাত্তে দেখা গেছে, এ প্রক্রিয়ায় ভারতের বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের নাম তুলনামূলক বেশি বাদ পড়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভাষ্য, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুসলিমরা বর্জনমূলক নীতি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*



৩ বছরের মধ্যেই বিশ্ব দখল করবে এআই, ধ্বংস করবে মানবজাতি: এআই 'গডফাদার' - হিন্টন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী তিন বছরের মধ্যে সুপার-ইন্টেলিজেন্ট বা অতি-বুদ্ধিমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পুরো বিশ্ব দখল করে নেবে এবং সময়মতো থামানো না হলে তা মানবজাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে- ইউরোপীয় নেতাদের সামনে এমন এক 'ভয়াবহ' চিত্র তুলে ধরে সতর্কবার্তা দিতে যাচ্ছেন 'এআইয়ের গডফাদার' হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক জিওফ্রে হিন্টন।

নিউরাল নেটওয়ার্ক উন্নয়নে তাঁর কাজের জন্য পরিচিত ব্রিটিশ-কানাডীয় নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক জিওফ্রে হিন্টন শুক্রবার ডাবলিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি অনানুষ্ঠানিক ইউরোপিয়ান কাউন্সিল সম্মেলনে এই চরম আশঙ্কার কথা জানাবেন।

এর আগে টরন্টোতে 'এআই সেফটি ফাউন্ডেশন'-এর হিন্টন লেকচার্সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়; যেখানে বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠার ঝুঁকি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অ্যালাইনমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পল ক্রিস্টিয়ানো সতর্ক করে বলেন, এআই ব্যবস্থা যদি একবার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তবে বহু মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আগামী তিন বছরের মধ্যে এআইয়ের ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার চরম ঝুঁকি রয়েছে, এমনকি আগামী ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যেও এটি বাস্তব হয়ে ওঠার জোরালো শঙ্কা রয়েছে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এমনকি আমরা নাও মরতে পারি, কিন্তু এআইয়ের ক্ষমতা দখল করা মানেই মানবজাতির সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অবসান; যা এড়ানোর জন্য আমাদের অবিশ্বাস্য মাত্রায় কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।'

'আমি মনে করি এই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তাদের সুরক্ষা দিতে হবে' বললেন অস্ট্রেলীয় এমপি





পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য জুলিয়ান লিজার। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সরকারের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গত ১৪ নভেম্বর (শনিবার) অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত 'বিজয়া সম্মিলন ২০২৬'-এ পাঠানো এক ভিডিওবার্তায় এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে থাকার প্রত্যয় জানান এই অস্ট্রেলীয় আইনপ্রণেতা।

ভিডিওবার্তায় জুলিয়ান লিজার বলেন, 'আপনারা জানেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি আমি নিয়মিত ফেডারেল পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমার উদ্বেগের কথাও বিভিন্ন সময়ে আপনাদের সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরেছি।'

ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি উল্লেখ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

১৬ বছরে ভাড়া বাসায় থাকা মানুষের পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক হওয়ার হার কমেছে প্রায় ৪৬ শতাংশ

ভাড়াটিয়াদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব বাড়ি কেনার স্বপ্ন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে



পরিচয় ডেস্ক: বাড়ির উচ্চমূল্য, গৃহঋণের সুদ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ভাড়াটিয়াদের জন্য নিজস্ব বাড়ির মালিক হওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৯ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ভাড়া বাসায় থাকা মানুষের পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক হওয়ার হার প্রায় ৪৬ শতাংশ কমেছে।

ট্রান্সইউনিয়নের প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, ২০০৯ সালে ভাড়া বাসায় থাকা মানুষের মধ্যে পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক হওয়ার হার ছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে সাধারণ মানুষের বাড়ি কেনার সামর্থ্য নিয়ে এই পরিসংখ্যান নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

গবেষণাটি ট্রান্সইউনিয়নের ২০২৭ সালের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বিমা খাতের বার্ষিক পূর্বাভাস প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

গত ১৭ নভেম্বর ২০২৬ প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে আবাসন ও গাড়ির বাজারে মানুষের পরিবর্তিত আচরণ এবং বিমা খাতের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তবে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ বলতে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ভাড়াটিয়া মানুষের মধ্যে বাড়ির মালিকের সংখ্যা বোঝানো হয়নি। বরং নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া বাসায় থাকা মানুষের কত অংশ পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক হয়েছেন, সেই হার বোঝানো হয়েছে। ফলে এই পরিসংখ্যানকে দেশটির সামগ্রিক বাড়ির মালিকানার হার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বড় বাধাগুলোর একটি হলো ক্রয়ক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ির দাম মানুষের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এর সঙ্গে গৃহঋণের সুদ, বাড়ির প্রাথমিক জমার অর্থ, সম্পত্তি কর এবং বাড়ির বিমার খরচ যুক্ত হয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহী তরুণ চাকরিজীবী ও নতুন পরিবারগুলো বেশি সমস্যায় পড়ছে। নিয়মিত আয় থাকলেও অনেকের পক্ষে বাড়ি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। আবার কেউ কেউ ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেও মাসিক কিস্তি, অন্যান্য ঋণ এবং পরিবারের দৈনন্দিন খরচ বিবেচনা করে বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছেন।

গৃহঋণের সুদের হার বাড়লে একই দামের বাড়ি কেনার মোট খরচও বেড়ে যায়। বেশি সুদের কারণে মাসিক কিস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা সম্ভাব্য ক্রেতাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

খাবার থেকে শুরু করে ওষুধ, বাড়তি ব্যয়ের চাপে বাংলাদেশের পরিবারগুলো



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাজধানীর মিরপুরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হাবিবুর রহমানের মাসিক বেতন ৪৫ হাজার টাকা। পূর্ণকালীন চাকরি করার পরও এই আয়ে তিনি আর নিজের পরিবার চালাতে পারছেন না। মাস শেষ হওয়ার অনেক আগেই তাঁর বেতনের টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফলে কেবল মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতেই তিনি প্রতিমাসে ধারকর্য বা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। মা, স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে চার সদস্যের এই সংসার চালাতে হাবিবুরের প্রতি মাসে ৫৫ হাজার টাকারও বেশি খরচ হচ্ছে। এর মধ্যে কেবল বাসা ভাড়াতেই চলে যায় ১৮,০০০ টাকা; আর বাকি টাকা খরচ হয় খাবার, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল, যাতায়াত, সন্তানের পড়াশোনা এবং চিকিৎসা ব্যয়ে। ফলে প্রতি মাসে তাঁর অন্তত ১০,০০০ টাকা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। হাবিবুর রহমান বলেন, "বেতনের টাকায় এখন আর মাস চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছি।" হাবিবুরের এই দুর্দশা কেবল তাঁর একার নয়, বরং পুরো রাজধানী জুড়েই ক্রমবর্ধমান এক সংকটের প্রতিচ্ছবি। খাদ্য, জ্বালানি এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান খরচ- মজুরি বৃদ্ধির হারকে অনেক পেছনে ফেলে দেওয়ায়, প্রায় সব আয়ের পরিবারই এখন সঞ্চয় ভাঙতে, ধারকর্জ করতে, পুষ্টিকর খাবার *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*



প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির প্রশংসা

কানাডাকে কাছে টানতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মূলে বাণিজ্য চুক্তি

পরিচয় ডেস্ক: বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনার জন্য চীনের শেনঝেনে বসেছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে দরিদ্রদের আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগই চলে যায় ভ্যাটে- জানা গেল গবেষণায়



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ পরিবারের আয়ের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগই চলে যায় মূল্যসংযোজন কর বা ভ্যাট দিতে। অন্যদিকে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবার তাদের আয়ের মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ ভ্যাট হিসেবে দেয়।

একটি নতুন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে এই চাপ আরও বেশি। গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর আয়ের ২৩ শতাংশের বেশি ভ্যাটেই চলে যায়। আর শহরের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ।

গত শনিবার (২১ নভেম্বর) ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এই গবেষণার তথ্য তুলে ধরেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। গবেষণাটি যৌথভাবে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের কিস্তি বছরে ৭.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে, নতুন কৌশলে তারেক রহমানের সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বিপুল ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ বাড়ছে বাংলাদেশের ওপর। গত অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ বাবদ ৪.৪৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে তারেক রহমানের সরকার। আগামী বছরগুলোতে এই পরিশোধের পরিমাণ বছরে ৫.৫ বিলিয়ন ডলারে এবং পরবর্তী সময়ে ৭.৬ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

এ পরিস্থিতিতে ঋণের উৎস বহুমুখীকরণ, দেশীয় বন্ডবাজারের উন্নয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে সরকার।

গত সোমবার (১৬, নভেম্বর) কক্সবাজারে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ঋণ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাশেদ আল তিতুমীর এসব কথা বলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রভাব তুলে ধরে তিতুমীর বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

“আমরা অভিবাসনকে আমাদের দেশ ধ্বংস করতে দেব না”- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: একজন সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কংগ্রেসে সদস্য মারিয়া সালাজার এবং তাঁর ডেমোক্র্যাট বন্ধুদের কি ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন বা তারও বেশি অবৈধ অভিবাসীকে” বৈধতা দেওয়ার সুযোগ দেবেন কি না, এবং তিনি এমন কোনো বিল এলে তাতে ভেটো দেবেন কি না। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি “কোনো সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) নয়”-এমন কথা না বললেও বলেন, “আমরা সবচেয়ে খারাপ অপরাধীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছি। আপনারা জানেন, আমরা খুনি এবং মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বের করে দিচ্ছি।” এরপর তিনি যোগ করেন, “আমরা অভিবাসনকে আমাদের দেশ ধ্বংস করতে দেব না। আমরা খারাপ মানুষদের আমাদের দেশে ঢুকতে দেব না।”

তিনি বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করে বলেন, তারা কঙ্গো, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া



মানুষদের আমাদের দেশে ঢুকতে দিয়েছে। তবে তিনি আলোচনার একটি ক্ষীণ সুযোগও খোলা রাখেন: “এখন, এমন কিছু মানুষ আছেন যারা আইন ভেঙেছেন... কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কেউ কেউ হয়তো বহু বছর আগেই এখানে এসেছেন। এখন আমাদের কী করা উচিত? তাঁরা ভালো কাজ করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেন।” সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কংগ্রেসে সদস্য মারিয়া সালাজার এবং তাঁর ডেমোক্র্যাট বন্ধুদের কি ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন বা তারও বেশি অবৈধ অভিবাসীকে” বৈধতা দেওয়ার সুযোগ দেবেন কি না, এবং তিনি এমন কোনো বিল এলে তাতে ভেটো দেবেন কি না। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি “কোনো সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) নয়”-এমন কথা না বললেও বলেন, “আমরা সবচেয়ে খারাপ অপরাধীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছি। আপনারা জানেন, আমরা খুনি এবং মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বের করে দিচ্ছি।”





ভিসার মেয়াদ শেষে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার সতর্কতা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা কিংবা দেশটিতে অবস্থানের অনুমোদিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করলে ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে দেশটিতে প্রবেশের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে সতর্ক করেছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস।

শনিবার (২১ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ সতর্কবার্তা জানায় দূতাবাস। পোস্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত সময়সীমা অতিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেশটি থেকে ফেরত পাঠানো হতে পারে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগও স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দূতাবাসের বার্তায় ভিসাধারীদের অনুমোদিত সময়সীমার বিষয়ে সতর্ক থাকার এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের ক্ষেত্রে ভিসা ও অভিবাসনসংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার বিষয়েও সতর্ক করেছে দূতাবাস।

অভিবাসীরাই কানাডা গড়ে তুলেছেন, অর্থনীতি ও নির্মাণ খাতে অবদান রাখছে বললেন অভিবাসন মন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার অর্থনীতি, অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির অভিবাসনমন্ত্রী লেনা মেটলেজ ডায়াব। তাঁর মতে, অভিবাসীরা কানাডায় বসবাসের পাশাপাশি নিজেদের শ্রম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে দেশের অর্থনীতি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করছেন। নির্মাণ খাতের প্রায় ২৩ শতাংশ কর্মী ইমিগ্র্যান্ট বা অভিবাসী বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কানাডার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে অভিবাসনবিষয়ক আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি জানান, নির্মাণ ও ঠিকাদারি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*



ওয়াশিংটন ডিসিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে নিউ জার্সি ফেরা হলো না, বিমানবন্দরে আটক প্রিন্সটনের চীনা গবেষক শিক্ষার্থী



পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পিএইচডি গবেষক ইভা ই শিয়েকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা। গত ১৯ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দরে তাঁকে আটক করা হয়। স্নায়ুবিজ্ঞানবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণা উপস্থাপন শেষে নিউ জার্সিতে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতির সময় তিনি আটক হন।

২৪ বছর বয়সী ইভা চীন থেকে ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নায়ুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয় মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, তিনি গত ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত স্নায়ুবিজ্ঞানবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে নিজের গবেষণা উপস্থাপন করেছিলেন। সম্মেলন শেষে বিমানবন্দরে পৌঁছালে অভিবাসন কর্মকর্তারা তাঁকে আটক করেন। পরে তাঁকে ভার্জিনিয়ার চ্যান্টিলিতে একটি অভিবাসন আটককেন্দ্রে রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, ইভাকে ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি বিশেষ অভিযানের সময় আটক করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমোদিত সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং পড়াশোনার জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছিল না। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর বিরুদ্ধে ডিপোর্টেশন বা বহিষ্কারসংক্রান্ত আইনি কার্যক্রম চলবে।

তবে তাঁর আইনজীবী কেরি ডয়েল ট্রাম্প প্রশাসনের এই অবস্থানের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইভার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে আসার এক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিল। সেই আবেদন এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। তাঁর বৈধ কর্মসংস্থানের অনুমতিও রয়েছে বলে আইনজীবী জানিয়েছেন।

ইভা ২০১৬ সালে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তখন তিনি শিশু ছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্স'-এ পড়াশোনা করেছেন। সেখানে তিনি অসাধারণ একাডেমিক সাফল্য অর্জন করেন এবং হৃদরোগের চিকিৎসার উন্নতির লক্ষ্যে গবেষণার জন্য একটি জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে (ফাইনালিস্ট) জায়গা করে নেন।

পরবর্তীতে তিনি এমআইটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স ও গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

আইনজীবীর দাবি, আশ্রয়ের আবেদন বিচারাধীন থাকায় ইভার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের আইনি ভিত্তি রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ নেই বলেও জানানো হয়েছে। তবে এসব বিষয় এখনো আদালতে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়নি।

ইভার আইনজীবীরা আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ভার্জিনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় ফেডারেল আদালতে আবেদন করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, যথাযথ পরোয়ানা ছাড়াই তাঁকে আটক করা হয়েছে। আইনজীবীরা আদালতের কাছে তাঁর মুক্তির আবেদন জানিয়েছেন।

২০ নভেম্বর বিচারক অ্যান্থনি ট্রেঙ্গা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। তিনি জানান, পরবর্তী আদালতের আদেশ ছাড়া ইভাকে ভার্জিনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বিচারিক এলাকার বাইরে স্থানান্তর করা যাবে না। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে আইনজীবীদের আবেদনের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের এই নির্দেশকে ইভার মুক্তির আদেশ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি মূলত তাঁর অবস্থান পরিবর্তনের ওপর সাময়িক বিধিনিষেধ। তাঁর মুক্তি এবং আটকের বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আদালতের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইভার জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

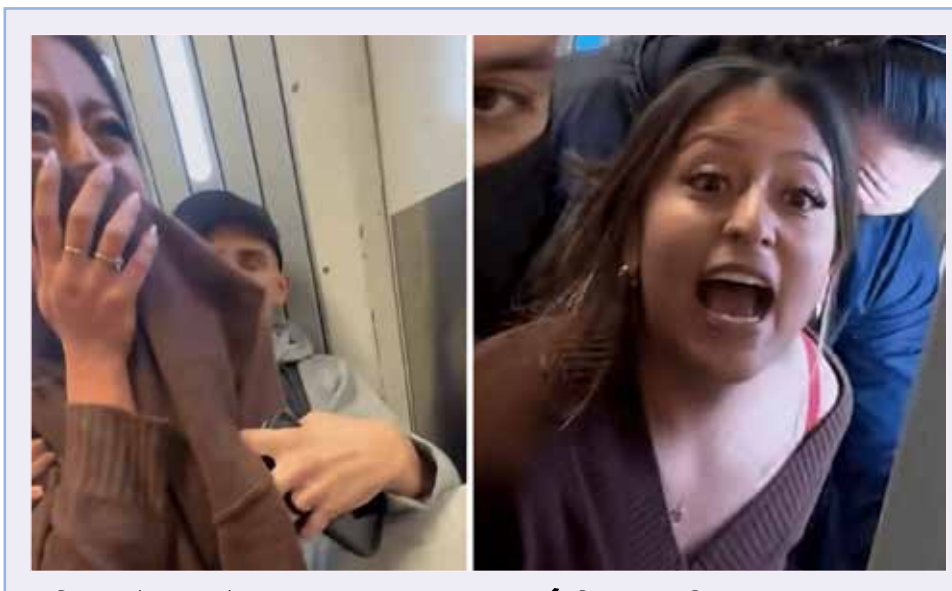

সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার সময় "ওয়ার্ক পারমিট" থাকা দুই যাত্রীকে আটক করেছে ICE

পরিচয় ডেস্ক: : ওয়াশিংটন স্টেটের সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার সময় দুই যাত্রীকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) বা অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা - আইসিই। গত শনিবারের (২১ নভেম্বর) এ অভিযানে অন্তত একজন নারীকে মাটিতে ফেলে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দৃশ্য ভিডিওতে ধরা পড়েছে। ফলে লস অ্যাঞ্জেলেসগামী আলাস্কা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। আইসিইর অভিযানের ধরন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওয়াশিংটন স্টেটের গভর্নরসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সিয়াটল বিমানবন্দরের জেট ব্রিজে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, মুখ ঢাকা ও সাধারণ পোশাক পরা কয়েকজন কর্মকর্তা এক নারীকে আটক করতে গিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। একপর্যায়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। এ সময় ওই নারীকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতিপত্র (ওয়ার্ক পারমিট) রয়েছে। আশপাশে থাকা যাত্রীরা তাঁদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*



পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টারে খালি শয্যার জন্য প্রতি মাসে আইসিই (ICE) প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নজরদারি সংস্থার একটি নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইসিই (ICE) সম্প্রতি অধিগ্রহণ করা পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টার বা আটক কেন্দ্রে খালি শয্যার জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এছাড়া, নয়টি বিশাল গুদামঘরের জন্য তারা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি অর্থ পরিশোধ করেছে-যার বেশিরভাগই এখন এই অভিবাসন প্রয়োগকারী সংস্থাটি হাতছাড়া করার বা বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে, এই গুদামঘরগুলোর পেছনে আইসিই করদাতাদের ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনটি গুদামঘরের ক্ষেত্রে আইসিই যে অর্থ পরিশোধ করেছে, তা সেগুলোর মূল্যায়িত মূল্যের তিন গুণেরও বেশি।

মিশিগানে, আইসিই (ICE) ৩৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যে একটি গুদাম কেনে। গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিবিলিটি অফিস (GAO)-এর হিসাব অনুযায়ী, এই ক্রয়মূল্য ছিল গুদামটির মূল্যায়িত মূল্যের প্রায় পাঁচ গুণ।

এনবিসি নিউজ (NBC News) মন্তব্যের জন্য অনুরোধ জানালে আইসিই কোনো সাড়া দেয়নি। তবে জিএও (GAO)-এর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অভিবাসন বিষয়ক এই সংস্থাটি জানায় যে, তারা প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর সাথে একমত। সুপারিশ অনুযায়ী, আইসিই-এর উচিত তাদের ব্যয় পরিকল্পনাগুলো নিয়মিত হালনাগাদ রাখা এবং কোনো ডিটেনশন সেন্টার বা আটক কেন্দ্র কেনার আগে তার সামগ্রিক ব্যয় মূল্যায়ন করা।



তদারককারী সংস্থাটির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ডিএইচএস (DHS) লিখেছে যে, আইসিই তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি আর্থিক সম্পদের যথাযথ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও সুরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রায় এক বছর আগে, আইসিই বিশাল খালি গুদাম কেনার একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, যেখানে প্রতিটি গুদামে ৮ হাজার পর্যন্ত অভিবাসী বন্দিকে রাখা সম্ভব হতো। কিন্তু স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা এবং কংগ্রেসের কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্য তীব্র বিরোধিতা করলে পরিকল্পনাটি দ্রুত বাধার মুখে পড়ে। জর্জিয়ার আটলান্টার শহরতলি 'সোশ্যাল সার্কেল'-এ একটি আইসিই (ICE) ডিটেনশন সেন্টার বা বন্দিশালা স্থাপনের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে একটি আইনি লড়াই শুরু হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, নতুন এই স্থাপনাটি শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ধারণক্ষমতার চেয়ে বড় হবে, যার ফলে "কল দিয়ে পানি না আসা এবং অপরিশোধিত মানববর্জ্য ছড়িয়ে পড়ার" মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

বেসরকারি কারা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদাররাও একই স্থানে ১,৫০০ জনেরও বেশি বন্দিকে রাখার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মার্চের শেষ দিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম সংস্থাটি ছেড়ে যাওয়ার পর, কর্তৃপক্ষ এই ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত করে দেয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে অন্তত সাতটি এমন স্থাপনা বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে।

জিএও (GAO) প্রতিবেদনের লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, এই গুদাম-সংক্রান্ত উদ্যোগটি এমন একটি "বড় বিনিয়োগের উদাহরণ, যা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং যার ফলে সম্ভবত বড় ধরনের অপচয় ঘটবে।"

আইসিই (ICE) তাদের পরিচালিত আটক কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করেছে, কিন্তু এই কেন্দ্রগুলোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর ঘাটতিতে পড়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ৮৭টি পদের মধ্যে ৫৫টি পদই বর্তমানে খালি রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে, আইসিই যেসব আটক কেন্দ্রের সঙ্গে 'নিশ্চিত অর্থপ্রদানের চুক্তি' (guaranteed-payment agreements) করেছে, সেগুলোতে প্রতিদিন গড়ে ৯,০০০-এরও বেশি বিছানা খালি থাকা সত্ত্বেও তাদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
OPEN 6 Days (M-S)
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

বাংলাদেশগামী জাহাজে ৪০৫ টন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির রাসায়নিক ও লাখ লাখ সিম জব্দ করল ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশগামী একটি বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজ থেকে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের জ্বালানি তৈরিতে ব্যবহৃত ৪০৫ টন রাসায়নিক পদার্থ 'সোডিয়াম পারক্লোরেট' এবং লাখ লাখ অনিবন্ধিত ৪জি এলটিই সিম কার্ড জব্দ করেছে ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী।



আন্তর্জাতিক জাহাজ ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট 'ভেসেল ফাইন্ডার'-এর তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটির গত ৮ নভেম্বর দুপুর ১২টায় মোংলা বন্দরে পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে এই চালানের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

কাস্টমস সূত্র জানিয়েছে, সাধারণত: 'ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট' (আইজিএম)-এর মাধ্যমে আমদানিকারকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়, যাতে আমদানিকারক ও পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। কিন্তু জাহাজটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগেই আটক হওয়ায় আমদানিকারকের পরিচয় নিশ্চিত হতে আরও তদন্ত প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী জানিয়েছে, জাহাজটি নির্ধারিত সময়ে মোংলায় না গিয়ে দেশটির জলসীমায় অননুমোদিতভাবে যাত্রা বিরতি করে। সে সময় জ্বালানি নেওয়ার প্রয়োজনের কথা জানিয়েছিল জাহাজ কর্তৃপক্ষ। তবে জাহাজটির গতিবিধি ও চলাচলে অসংগতি ধরা পড়লে নৌবাহিনীর টহল জাহাজ 'কেআরআই সিগালু-৮৫৭' সেটিকে গতিরোধ করে। অভিযোগ রয়েছে, জাহাজটি নৌবাহিনীর রেডিও যোগাযোগের কোনো জবাব দেয়নি। তল্লাশির পর দেখা যায়, জাহাজটির আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের মেয়াদ স্থগিত ছিল এবং তাদের কাছে থাকা নথিপত্রও ভুয়া বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

জাহাজে থাকা মোট ৩৬টি কনটেইনারে তল্লাশি চালিয়ে ১৫টি কনটেইনার থেকে ৪০৫ টন সোডিয়াম পারক্লোরেট উদ্ধার করে নৌবাহিনীর সদস্যরা। এ ছাড়া ৫৪টি প্যালেটে লাখ লাখ অনিবন্ধিত খালি ফোরজি সিম কার্ড পাওয়া যায়।

ফার্স্ট রিজিওনাল কমান্ডের প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল ডেনি সেপ্টিয়ান জানান, সোডিয়াম পারক্লোরেট হলো একটি শক্তিশালী অক্সিডাইজিং রাসায়নিক এজেন্ট, যা রকেট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের কঠিন জ্বালানি (প্রোপেলান্ট) তৈরিতে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, জব্দ করা এই বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক দিয়ে অন্তত ১০০টি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব।

এই চালানটি বাংলাদেশে কার কাছে পাঠানো হচ্ছিল এবং এর প্রকৃত মালিক কে-তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্র রহস্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজের ক্রু, পণ্যের বিবরণীর গরমিল এবং এসব সামগ্রীর চূড়ান্ত প্রাপক কারা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশে দরিদ্রদের আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগই চলে যায় ভ্যাটে জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ পরিবারের আয়ের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগই চলে যায় মূল্যসংযোজন কর বা ভ্যাট দিতে। অন্যদিকে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবার তাদের আয়ের মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ ভ্যাট হিসেবে দেয়।



একটি নতুন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে এই চাপ আরও বেশি। গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর আয়ের ২৩ শতাংশের বেশি ভ্যাটেই চলে যায়। আর শহরের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। গত শনিবার (২১ নভেম্বর) ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এই গবেষণার তথ্য তুলে ধরেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র□্যাপিড) *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

শ্রমিক আন্দোলনে ১৮ দিনে বাংলাদেশের পোশাক খাতে ৪২৮ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি জানালো বিজিএমইএ

পরিচয় ডেস্ক: গত ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার পর ১৮ দিনে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের ৩১৭টি তৈরি পোশাক কারখানায় ৪২৮ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) এক প্রতিবেদনে।

এতে আরও বলা হয়েছে, স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগের কারণে আন্তর্জাতিক পোশাক খুচরা বিক্রেতা, ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা ২৫৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রয়াদেশ অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছেন। আজ রোববার এক বিবৃতিতে বিজিএমইএ জানায়, তারা ৩১৭টি কারখানায় জরিপ চালিয়েছে। এসব কারখানা নভেম্বরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ ১৬ দিন পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি আরও জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত সব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা আরও বাড়াতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র বললেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী আমেরিকান কোম্পানিগুলো। এ খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব আরও গভীর করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন।



ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং অন্যান্য জ্বালানি সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে পাশে রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ঢাকার গুলশানে রেনেসাঁ হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবি) ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) উদ্বোধনী অধিবেশনে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বর্তমানে সবচেয়ে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

এলডিসি উত্তরণের পরও অস্ট্রেলিয়ায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পরও অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি। একই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া।



গত ২৩ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্টের (টিফা) আওতায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের (জেডব্লিউজি) বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিভাগের (ডিএফএটি) অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রুস সোয়ার।

বৈঠকে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক পর্যালোচনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পণ্য ও সেবার বাণিজ্য, কৃষিপণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, সরাসরি বিমান যোগাযোগ এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা খাতে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর ফেরার পরিকল্পনা, কার্যকারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর ভারত থেকে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। গত মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কী পরিস্থিতি হতে পারে, সরকার আসলে কী চায় - এসব প্রশ্নের উত্তরও খুঁজেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

শুধু রয়টার্স নয়, মঙ্গলবারই (২৪ নভেম্বর) আরেক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি)-ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দুটি প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনার আগামী ১৬ ডিসেম্বর আকাশপথে বাংলাদেশ ফেরার পরিকল্পনার কথা।



রয়টার্সের প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে

ভারতে দুই বছরেরও বেশি দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন শেষ করে শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। মঙ্গলবার (২৪.নভেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। উল্লেখ্য, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৭১ সালে এই দিনেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত জয় সূচিত হয়েছিল।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই প্রথম শেখ হাসিনা দেশে ফেরার সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করলেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে তিনি নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করার পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও আইনি উত্তেজনা বেড়েছে বলেও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দিল্লি চলে যাওয়ার কয়েক মাস পর তার পাসপোর্ট ও অন্যান্য নথিপত্র বাতিল করা হয়। সেগুলো চাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের কাছে শেখ হাসিনা এখন রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে তাকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার আহ্বানও জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলী বলেন, ''২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে যেহেতু বাংলাদেশের একটি বিমানে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাই সরকারের কাছে তিনি এখন দিল্লি থেকে আকাশপথে ঢাকায় ফেরার পরিবহনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানাচ্ছেন।''

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, ''সংবিধান-পরিপন্থী পরিস্থিতিতে তাকে (শেখ হাসিনা) নির্বাসনে পাঠানোয় ১৬ ডিসেম্বর (অর্থাৎ, বাংলাদেশের) বিজয় দিবসে তার বাংলাদেশে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করা এখন সরকারেরই দায়িত্ব।''

শেখ হাসিনার পরিকল্পনা, কার্যকারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল

১৬ ডিসেম্বর ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর 'বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে শেখ হাসিনার পরিকল্পনা কেন বিতর্কিত?' - শিরোনামে একটি এক্সপ্লেইনারও প্রকাশ করেছে রয়টার্স। সেখানে শুরুতেই বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের এক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, দেশে ফিরলে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তাকে ''হাতকড়া পরিয়ে এবং কঠোর নজরদারির মধ্যে'' ফিরিয়ে আনার (প্রত্যর্পণ) চেষ্টা করছে। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকালে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ২০৩২ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা (জিএসপি) অব্যাহত রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কানাডা



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ২০৩২ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা (জিএসপি) অব্যাহত রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কানাডা। একই সঙ্গে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০২৫ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়ে ৪ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার ছাড়িয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের টেকসই উত্তরণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়েও আগ্রহ দেখিয়েছে দেশটি। গত মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও কানাডার ষষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় পরামর্শ সভায় এসব বিষয় উঠে আসে।

সভায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এবং কানাডার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ইন্দো-প্যাসিফিকবিষয়ক সহকারী উপমন্ত্রী

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় ৩ হাজার পরিবেশবান্ধব বাস চালুর পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা দূর করা, যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্যায়ক্রমে ৩ হাজার আধুনিক পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক বাস চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে তারেক রহমানের সরকার। এ উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) মাধ্যমে বাস পরিচালনা শুরু করা হবে। পরবর্তী সময়ে বেসরকারি বাস মালিকদেরও এ ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রজেক্টের (বিসিএপি)' আওতায় রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থায় সংস্কার এবং 'গ্রস-কস্ট' মডেল বাস্তবায়নের বিষয়ে মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় এ পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও যাত্রীবান্ধব করতে পর্যায়ক্রমে ৩ হাজার আধুনিক বৈদ্যুতিক বাস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিআরটিসির মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে এ কার্যক্রম শুরু হবে। একই সঙ্গে

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশের ৮৪ মিশনের যেখানেই হাসিনা যাবেন, সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, ভারতের দিল্লিসহ বিদেশে বাংলাদেশের যেকোনো মিশনে গেলেই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ৮৪টি মিশনের যেকোনো জায়গায়, ইটস কনসিডারড অ্যাজ বাংলাদেশ টেরিটরি। যেখানেই যাবে সেখানেই তাকে অ্যারেস্ট করা হবে। কে কী বলছেন বা তিনি যেখানেই আত্মগোপনে থাকুন না কেন, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশে অবস্থানরত অন্য দণ্ডিত পলাতক আসামিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও একই আইন প্রয়োগ করা হবে।'

শামা ওবায়েদ বলেন, 'শেখ হাসিনা একজন দণ্ডিত অপরাধী। তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিশেষ সুবিধা বা আচরণের সুযোগ নেই।'

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার মতো সক্ষমতা দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আছে কি-না, জানতে চাইলে এই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'উনি যখন থেকে পলায়ন করেছেন, তার পর থেকে

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়



Karnafully Tax Service

এর আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

FULL CARE HOME CARE

(ফুল কেয়ার হোম কেয়ার)

PCA | HHA

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)



Mohammed Hasem, EA, MBA
President & CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

WE ARE A LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

NYS Department of Health Licensed Home Care Services Agency (LHCSAs)

OUR SERVICES

PCA
(Personal Care Assistant)

HHA
(Home Health Aide)

WE SERVE

- Queens
- Nassau
- Suffolk

Queens Office
37-20 74th Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372

Long Island Office
189 Sunrise Hwy, Suite 205
Rockville Centre, NY 11570

347-621-6640
CALL US TODAY

info@fullcare.com
www.fullcare.com

Fax:
347-338-6799



ট্রাম্প এখন দুর্বল, চীনের জন্য বিপদ নাকি সুযোগ



দেং ইউওয়েন

৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটাররা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এক চরম ধাক্কা দিয়েছেন। রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। দুর্বল হয়ে পড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এখন চীনের নেতা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আমার বিশ্বাস, ট্রাম্প সম্পর্কে সি তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনবেন না। তবে আগামী দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ককে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের সক্ষমতা-এবং এ বছর দুই নেতার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের যে নতুন কাঠামো নিয়ে সমঝোতা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে তাঁরা কতটুকু সফল হতে পারবেন-সেটি নতুন করে হিসাব করছেন সি।

বেইজিং হয়তো ট্রাম্পকে এমন একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে শুরু করবে, যিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনার ব্যাপারে এখনো আগ্রহী, কিন্তু বড় কোনো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষমতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছেন।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সি এবং ট্রাম্প উভয়েই রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ব্যক্তিগত কূটনীতিকে বেশ গুরুত্ব দেন। ট্রাম্প গত মে মাসে চীন সফর করেছেন এবং সি সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। চীনা বিবৃতি অনুযায়ী, ওই বৈঠকগুলোতে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের একটি নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠায় একমত হয়েছেন: যা হবে 'সম্মান, ন্যায্যতা ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে একটি গঠনমূলক এবং কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক।'

সি এমন এক সম্পর্কের আহ্বানও জানিয়েছেন, যার বৈশিষ্ট্য হবে 'সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, মতপার্থক্য সামাল দেওয়া এবং শান্তির সম্ভাবনা।'

অন্যদিকে, ট্রাম্প বারবার সির সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা জোর দিয়ে বলেছেন এবং আস্থা প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক সফল হতে পারে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমি ও শাসনদর্শন থাকা সত্ত্বেও সি এবং ট্রাম্প-যাঁরা উভয়েই নিজ দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন-একটি বিশ্বাসে একমত যে শক্তিশালী নেতারা জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেইজিং নিয়মিতই রাষ্ট্রপ্রধানদের মাধ্যমে পরিচালিত কূটনীতির কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রথাগত পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আমলাতন্ত্রকে অবিশ্বাস করেন এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পছন্দ করেন। উভয়েই মনে করেন যে শীর্ষ নেতারা একবার সমঝোতায় পৌঁছালে দুই দেশের মধ্যকার অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

তবে তাঁদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সির স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থান তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত কূটনৈতিক পছন্দগুলোকে সরাসরি চীনা সরকারি নীতিতে রূপান্তর করার সুযোগ দেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বাভাবিক রকমের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প কংগ্রেস, বিচার বিভাগ বা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন না-বিশেষ করে সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের পর।

রিপাবলিকানরা যখন হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেস উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করত, তখন এই পার্থক্যটি খুব একটা দৃশ্যমান ছিল না। ক্ষমতায় ফেরার পর ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে ব্যাপক কর্তৃত্ব ভোগ করেছেন এবং একটি নতজানু কংগ্রেস তাঁর নীতিগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি-এমনকি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ার চেষ্টায় ইউক্রেনপন্থী রিপাবলিকানরা আপত্তি জানানো সত্ত্বেও।

সির কাছে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে ট্রাম্পের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখলে তা ওয়াশিংটনের চীন নীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে এবং দুই নেতার সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোতে মার্কিন অবস্থানের পরিবর্তনও আনা সম্ভব হতে পারে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন সেই সমীকরণ বদলে দিয়েছে। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে যাওয়ায় পররাষ্ট্র বিষয়ে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে চীনা গোয়েন্দারা ঢুকে পড়েছে

উইলিয়াম ইভানিনা

মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে গুপ্তচরবৃত্তির যে গল্প সামনে এসেছে, স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের নজর এখন যৌন কেলেঙ্কারির দিকটির ওপর।

মার্কিন সরকারের মূল্যায়ন বলছে, চীনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াং এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চীনের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির দৌড়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতাকে ফাঁদে ফেলার এই কথিত 'হানি পট' (প্রেম বা যৌনতার ফাঁদ) অভিযান যদি সফল হয়ে থাকে, তবে যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থার জন্য তা হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক সাফল্য।

তবে হুয়াং-কাণ্ড এরই মধ্যে কেন এতটা ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেইজিংয়ের গোয়েন্দা তৎপরতার বৃহত্তর চিত্রটি দেখতে হবে। সেই ছকে অ্যালিস হুয়াং ঠিক কোথায় খাপ খান, সেটিও বোঝা জরুরি। চীন সরকার অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কিন্তু বেইজিংয়ের কাছে অ্যালিসের গুরুত্ব কেবল জেনসেন হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে ছিল না, বরং একজন ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মূল্যবান।

বিশ্ব অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যা কিছু সম্ভব, তার সবই চুরি করতে চাইছে চীন। গত কয়েক বছরে এই চেষ্টায় চীন এমন অগ্রগতি দেখিয়েছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

চীনের এই মেধাস্বত্ব ও বাণিজ্যিক গোপনীয়তা চুরির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে আনুমানিক ৩০ হাজার কোটি থেকে ৬০ হাজার কোটি ডলার। কর পরিশোধের পর চার সদস্যের একটি মার্কিন পরিবারের হিসাবে এই ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৬ হাজার ডলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই ঘটনাকে বিশ্বের ইতিহাসে মেধাস্বত্ব চুরির সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

চীনের এই সাফল্যের পেছনে একটি বড় কারণ হলো 'অপ্রথাগত' (নন-ট্র্যাডিশনাল) তথ্য সংগ্রাহকদের ব্যবহার-কাউন্টারইন্টেলিজেন্সের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা যাঁদের এই নামেই ডাকেন। তাঁরা কোনো সরকারি গুপ্তচর বা প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা পেশাজীবী নন। তাঁরা প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবী; যাঁরা প্রায়ই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষায়তনিক অংশীদার বা যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানে বৈধ কাজ ও গবেষণা করেন। কখনো তাঁরা জেনেশুনেই চীন সরকারের হয়ে কাজ করেন; আবার কখনো নিজের অজান্তেই গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হন।

অ্যালিস হুয়াং সম্ভবত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কুখ্যাত অপ্রথাগত তথ্য সংগ্রাহক। সিঙ্গাপুরভিত্তিক ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠান 'মেগাস্পিড'-এর প্রধান হিসেবে তিনি গত দুই বছরে এনভিডিয়ার কাছ থেকে ৪৮০ কোটি ডলারের এআই চিপ কেনার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছেন বলে জানা গেছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ওই চিপগুলো শেষ পর্যন্ত চীনে পাচার হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

চীনের লক্ষ্য কেবল চিপ নয়। বেইজিংয়ের অঘোষিত গুপ্তচরেরা মার্কিন সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন।

২০২৪ সালে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও অ্যান্ড্রু কুওমোর এক সাবেক সহযোগীর বিরুদ্ধে অঙ্গরাজ্যটির রাজধানী আলবানিতে চীনের অঘোষিত প্রভাব বিস্তারকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ আনেন ফেডারেল কৌঁসুলিরা। এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সন্দেহভাজন এক চীনা গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য এরিক সোয়ালওয়েল।

তবে চীনের অপ্রথাগত তথ্য সংগ্রাহকেরা মার্কিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়েছেন আরও গভীরে। গত কয়েক দশকে মনসান্টো থেকে হাইব্রিড বীজ, ডুপন্ট থেকে সাদা রঙের উপাদান টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড, পিটসবার্গ কর্নিং থেকে গ্লাস ইনসুলেশন এবং জিই অ্যাভিয়েশন থেকে জেট ইঞ্জিনের বাণিজ্যিক গোপনীয়তা চুরির চীনা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন





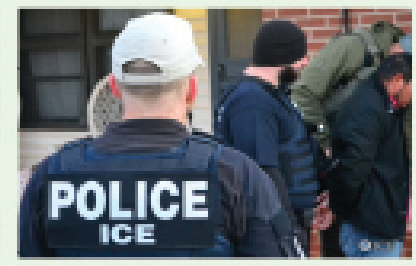



বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি



লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM



১৯৭১ নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিচারণা



সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দিন বা দুটি তারিখ সোনিয়া গান্ধী ভুলতে পারেন না। একটি দিনে তিনি বায়না ধরেছিলেন 'হিরো'কে দেখবেন বলে। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবেন বলে। মনে অনেক দ্বিধা ছিল। অনেক দ্বন্দ্বও ছিল। কিন্তু সব কাটিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন নায়ক-দর্শনে। অন্য দিনটিতে তাঁর কোল আলো করে এসেছিল কন্যা প্রিয়াঙ্কা। সেই দুই দিনের ব্যবধানও ছিল মাত্র দুটি দিন।

আত্মকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অব লাভ'-এর বর্ণিত সেই 'হিরো', তাঁর দেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধীর সাহস ও শৌর্য এবং সেই সময়কার ঘটনাবলি সোনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর নিজের মতো করে। লিখেছেন, 'স্বস্তি ও আনন্দ যখন দেশজুড়ে বয়ে যাচ্ছে, শাশুড়িমা তখন জানালেন শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়েছেন। লন্ডন চলে গেছেন। কিন্তু তার চেয়েও আরও উত্তেজক ছিল যখন শুনলাম, তাঁর নতুন দেশে ফেরার আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য দিল্লি আসবেন।'

সেই দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। তার ঠিক দুদিন পরেই সোনিয়ার কোল আলো করে এসেছিল তাঁর কন্যা, প্রিয়াঙ্কা। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

অথচ বছরটা শুরু হয়েছিল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে সঙ্গী করে। সেই বর্ণনায় সোনিয়া লিখেছেন, 'ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশে ঘন কালো মেঘ ছাইছিল। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে দুই কাশ্মীরি জঙ্গি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি ফকার এফ২৭ প্যাসেঞ্জার বিমান হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যায়। যাত্রী ও ক্রুদের মুক্তি দিলেও জঙ্গিরা বিমানবন্দরেই উড়োজাহাজটি ধ্বংস করে দেয়। সেই জঙ্গিরা পাকিস্তানে সংবর্ধিত হয়েছিল। পাল্টা ব্যবস্থায় পাকিস্তানি উড়োজাহাজের জন্য ভারত তার আকাশপথ বন্ধ করে দেয়।'

বিমান ছিনতাইয়ের সেই ঘটনা গান্ধী পরিবারের জন্য একধরনের ঝুঁকি বয়ে এনেছিল। দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছিল। কারণটি ছিলেন ইন্দিরার বড় পুত্র ও সোনিয়ার স্বামী রাজীব। গোয়েন্দারা ইন্দিরাকে সাবধান করে বলেছিলেন, রাজীব ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের পাইলট। তাঁর ফ্লাইটও হাইজ্যাক করা হতে পারে। তাঁকে পণবন্দী করা হতে পারে। রাজীবের মুক্তির জন্য অস্বাভাবিক সব দাবি করতে পারে। উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলই, ওই খবর গান্ধী পরিবারের আবহ আরও টান টান করে তুলল।

সোনিয়া সেই বর্ণনায় লিখেছেন, 'শাশুড়িমা যখন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করছিলেন, গোয়েন্দারা তাঁকে যা বলেছে তা শোনাচ্ছিলেন, তেমন কিছু হলে তার ফলাফল কী হতে পারে জানাচ্ছিলেন, আমার শরীর তখন শুনতে শুনতে হিম হয়ে যাচ্ছিল। বমি পাচ্ছিল। রাজীব অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমার মন মানছিল না। মন শান্ত হয়েছিল যখন কর্তৃপক্ষ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজীবকে ফ্লাইংয়ের দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।'

এর পরেই সোনিয়া শুনিয়েছেন পাকিস্তান-পর্বের কাহিনি। সেই কাহিনিতে রয়েছে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা, দেশভাগের পর যা প্রথমবার হতে চলেছে। দুই প্রান্তের দুই দেশের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতির ভিন্নতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য-সব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রাধান্য দুই প্রান্তের মধ্যে বিপুল দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। তার উল্লেখ করে সোনিয়া লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের ক্যারিশম্যাটিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ভোটের ফলে প্লাবন ঘটিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই মুজিব প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হয়ে ওঠেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রতিরোধে নামে। আহত ও অপমানিত পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার দাবি জানায়; অবহেলিত, অপমানিত, শোষিত হতে হতে যে বাসনা তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল।'

পাকিস্তানের দুই প্রান্তের নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে উড়িয়ে আনা হয়। মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী করা হয়। শুরু হয় বাঙালি নিধনযজ্ঞ। অবিরাম অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, অত্যাচার। ঘরবাড়ি ও চাষের খেত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। পাটের খেতে জ্বলতে থাকে আগুন, অথচ সেই পাট চাষই তখন সে দেশের অর্থনীতির মূল।

এই বর্ণনা দিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, 'চার মাস ধরে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

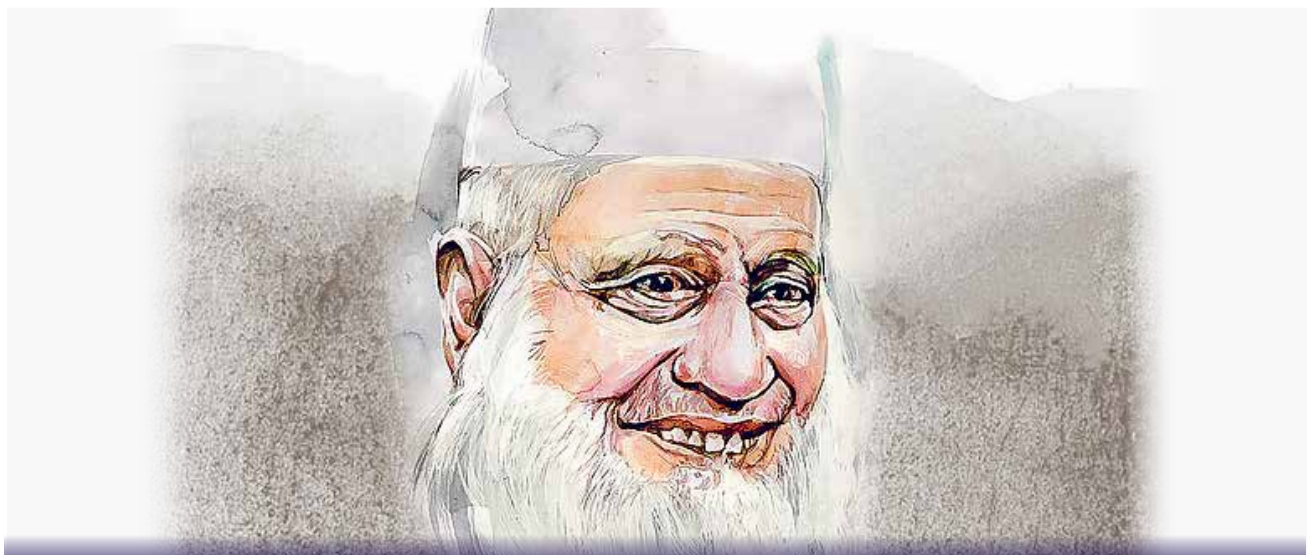

বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা এক মওলানা



মহিউদ্দিন আহমদ

বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের জীবনকে শুধু রাজনীতির ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁরা দল, মতবাদ কিংবা ক্ষমতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর এক মানবিক উপস্থিতিতে পরিণত হন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন তেমনই এক বিরল মানুষ।

তিনি ছিলেন রাজনীতিক, আবার রাজনীতিরও অতীত; তিনি ছিলেন ধর্মীয় নেতা, কিন্তু কেবল ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন; তিনি ছিলেন জননেতা, অথচ ক্ষমতার মানুষ নন। তাঁর জীবন যেন বাংলার নদীর মতো; কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল, কখনো ভাঙন তোলা, কখনো নতুন ভূখণ্ডের জন্ম দেওয়া।

এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই মানুষটি একসময় দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা হয়ে ওঠেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর গড়ে দেওয়া রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেও তিনি নিজে কখনো ক্ষমতার মোহে আবদ্ধ হননি। তিনি যেন সব সময় প্রাসাদের বাইরে দাঁড়ানো এক মানুষ, যাঁর চোখ ছিল মানুষের দিকে; সিংহাসনের দিকে নয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনযাত্রা ছিল অসাধারণভাবে সাধারণ। রাজনীতির আকাশে তিনি ছিলেন এক বিশাল নক্ষত্র, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে একেবারেই অনাড়ম্বর। লুঙ্গি-পাঞ্জাবিই ছিল তাঁর পরিচয়, গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের পোশাক। তিনি প্রাসাদে নয়, কুটিরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। নিজের হাতে টিউবওয়েলের পানি তুলতেন, নিজের খাবার নিজেই রান্না করতেন। রাজনীতিকে তিনি কখনো সম্পদ অর্জনের পথ বানাননি। তাঁর সমসাময়িক অনেক নেতা ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়ে ধনসম্পদ ও প্রভাবের জাল বুনেছেন, কিন্তু ভাসানী রয়ে গেছেন মাটির কাছাকাছি।

এই মাটির সঙ্গেই ছিল মওলানা ভাসানীর আত্মিক সম্পর্ক। তিনি কৃষকের কথা বলতেন। কারণ, কৃষকের জীবন তিনি জানতেন। তিনি মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা বলতেন। কারণ, তাঁদের কষ্ট তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। শহরের সভা-সমিতির চেয়ে গ্রামের হাট কিংবা নদীভাঙা মানুষের কান্না তাঁর কাছে ছিল বেশি বাস্তব।

ভাসানী বুঝতেন, শোষণের রূপ বদলালেও শোষণ অনেক সময় থেকে যায়। জমিদার চলে যায়, কিন্তু নতুন কোনো শক্তি এসে সেই জায়গা দখল করে। তাই তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রে ছিল কৃষক, শ্রমিক ও বঞ্চিত মানুষ। স্বাধীনতা তাঁর কাছে শুধু পতাকা বা রাষ্ট্রের নাম বদলের প্রশ্ন ছিল না; স্বাধীনতা মানে ছিল শোষণমুক্ত মানুষের জীবন।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের আরেকটি বিস্ময়কর দিক ছিল ভাঙার সাহস। তিনি সংগঠন গড়েছেন, আবার প্রয়োজনে সংগঠন ছেড়েও বেরিয়ে এসেছেন। তিনি দল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার সেই দলের সীমাবদ্ধতারও সমালোচনা করেছেন। কোনো প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক কাঠামোকে তিনি চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মানতে রাজি ছিলেন না। মানুষের স্বার্থ তাঁর কাছে দলের স্বার্থের চেয়ে বড় ছিল।

এ কারণেই মওলানা ভাসানীকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। কেউ তাঁকে বলেছেন মজলুম জননেতা, কেউ লাল মওলানা, কেউ আবার কমিউনিস্ট। অসংখ্য মানুষ তাঁকে পীর বলে মানতেন। আবার শাসকেরা অনেক সময় তাঁকে ভয় পেয়েছেন বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে। একেকজন মানুষ একেক ভাসানীকে দেখেছেন। কিন্তু কোনো একক পরিচয় তাঁকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারেনি।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন যেন একসঙ্গে দরবেশ ও বিদ্রোহী। ধর্মের ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কখনো ভয় পেতেন না। গরিব মানুষের কথা বলতেন, কিন্তু তাঁদের আবেগকে রাজনৈতিক সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতেন না। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু অন্ধ হিংস্রতার পক্ষে ছিলেন না।

পুরো দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভাসানীর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি কেবল বাংলার নেতা ছিলেন না; বিশ্বের পরিবর্তনশীল রাজনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। মাও সে-তুং, ফিদেল কাস্ত্রো, গামাল আবদেল নাসের, জওহরলাল নেহরুসহ বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*



মোহাম্মদ ইসহাকের মৃত্যুতে নিউ ইয়র্কের রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘদিনের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা ও সাবেক ডিআইজি মোহাম্মদ ইসহাকের মৃত্যুতে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক।

ফাউন্ডেশনের সহসভাপতি লুৎফুর রহমান চুন্নুর শ্বশুর এবং "প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা"র লেখক পরিবারের সদস্য ভায়লা সোলিনা লিজার বাবা মোহাম্মদ ইসহাক গত ২১ নভেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। একই সঙ্গে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীর শাশুড়ির মৃত্যুতে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনাতেও এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গত ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে (৭১-২০ রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ) মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মরহুম ও মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আবদুস সাদেক। মাহফিলে লুৎফুর রহমান চুন্নু, ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিপ্লব রাজু সাহা, সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সদস্য এবং কমিউনিটির



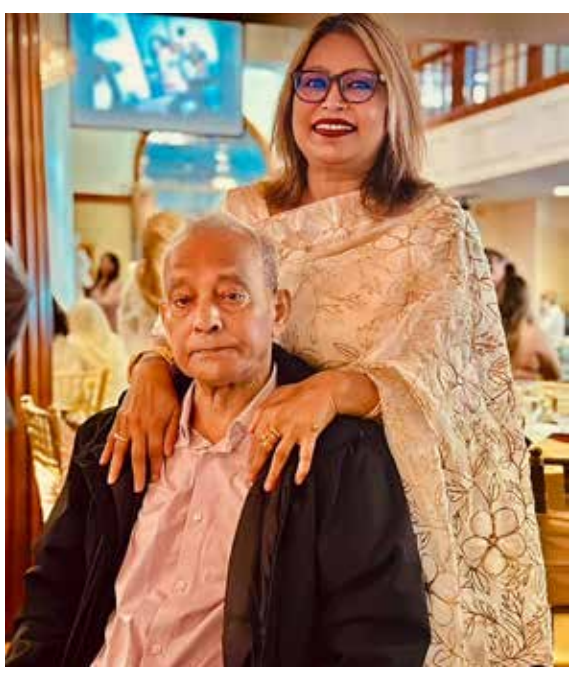

বাবা মোহাম্মদ ইসহাক'র সাথে কন্যা ভায়লা সেলিনা লিজা

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, মৃত্যুকালে মোহাম্মদ ইসহাকের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে রেডিও কন্ট্রোলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি জেলা রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (আরআই) হিসেবে যোগ দেন। ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে তাঁর শেষ পদ ছিল পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)।

চাকরি থেকে পদত্যাগের পর তিনি বিক্রমপুর স্টিল মিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইস্পাত শিল্পের ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৯১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং এরপর আর বাংলাদেশে ফিরে যাননি। তাঁর সহধর্মিণী বছর দুই আগে নিউইয়র্কেই পরলোকগমন করেছেন। জনাব ইসহাকের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন সন্তান, নাতি-নাতনি, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার, ২২ নভেম্বর দুপুরে জানাজার পর সোমবার, ২৩ নভেম্বর তাঁকে সমাহিত করা হয়।





আমার নানা

রজনী

আমার নানা, মোহাম্মদ ইসহাক, ২০২৬ সালের ২১ নভেম্বর ৮৩ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন। আমার নানু, বেগম রওশন আরা, দুই বছর আগে সত্তরের কোঠায় ইন্তেকাল করেন। আমার নানা-নানু সত্যিই একটি অর্থবহ জীবন যাপন করেছেন। তাঁরা বড় হয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সময়ে, যখন বাংলাদেশ একটি দেশ হিসেবে জন্মই নেয়নি, তখনও এটি পূর্ব পাকিস্তান ছিল। তাঁরা চাঁদপুরের গ্রামে বড় হয়েছেন। আমার নানা মাত্র ১৫ বছর বয়সে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং বহু বছর রেডিও কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। জীবনে তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ পুলিশে একজন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। তিনি ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (আরআই) হিসেবে শুরু করেন এবং ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে সর্বশেষ পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বিক্রমপুর স্টিল মিলে যোগ দেন এবং ইস্পাত শিল্পে ব্যবসা শুরু করেন।

আমার নানুও ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, আর দুজন মিলে তাঁরা ছিলেন অসাধারণ দুইজন মানুষ। আমার নানা-নানু চাঁদপুরের গ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁরা নিজেদের অর্থ দিয়ে সারা জীবন অনেক মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের যা দক্ষতা ছিল, তা দিয়ে তাঁরা সবসময় অন্যদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, সাহসী এবং নির্মল হৃদয়ের মানুষ।

১৯৯১ সালে আমার নানা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন, আর ১৯৯৬ সালে আমার মা নাজমা ফেরদৌসী এবং আমি আমেরিকায় তাঁর ও আমার বাবা মোহাম্মদ চুন্নুর কাছে চলে আসি। এর কিছুদিন পরেই আমার নানুও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

আমার নানা-নানু আমাকে আর আমার ভাই ফাহিমকে বড় করেছেন, এবং এতদিন পর্যন্ত তাঁরা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা আমাদের অনেক স্বাধীনতা আর আনন্দ দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের জন্য যে ভালোবাসা রেখে গেছেন, তার জন্য আমি কতটা কৃতজ্ঞ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের পড়াশোনাই ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমার ভাই একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর আমি স্বাস্থ্য বিভাগে একজন এপিডেমিওলজিস্ট। আমার বাবা-মা, এবং বিশেষ করে আমার নানা-নানুর কারণেই আমরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা পেয়েছি, আমেরিকায় আসার পর তাঁদের করা ত্যাগের জন্যই।

অনেক অভিবাসী পরিবারের মতোই, পরিবার সামলাতে সামলাতে আমেরিকায় থিতু হতে তাঁদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমাদের বড় করার জন্য তাঁরা নিজেদের সমস্ত প্রাণ উজাড় করে দিয়েছেন, আর পথে পথে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, যা ইনশাআল্লাহ একদিন আমি আর আমার ভাইও পরের প্রজন্মকে দিয়ে যাব। তাঁরা শিখিয়েছেন সবসময় নিজের পক্ষে দাঁড়াতে, আর কে কী বলল তা নিয়ে মাথা না ঘামাতে। তাঁরা শিখিয়েছেন আমাদের কেউ থামাতে পারবে না, আর সবসময় বড় স্বপ্ন দেখতে, ঠিক যেমন তাঁরা সবসময় দেখতেন।

আমার নানা-নানু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁরা আমাদের এই পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের রেখে গেছেন জ্ঞান, বিনয় আর নীতিবোধ। এটাই সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ, আর তাঁদের দেওয়া সবচেয়ে বড় উপহার।

আমার নানা-নানু কখনোই আমাদের বা কারো জন্য বোঝা ছিলেন না। বরং আমরাই ছিলাম তাঁদের জন্য বোঝা, আর তবুও তাঁরা কখনো আমাদের হাল ছেড়ে দেননি। আপনারা হয়তো শুনেছেন যে গত কয়েক বছর তাঁদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁদের দেখাশোনা করেছি, কিন্তু আমার নানা-নানু যা কিছু অর্জন করেছেন এবং আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন, তার তুলনায় সেটা আমাদের গল্পের খুবই ছোট একটা অংশ।

আমার নানা-নানু আমাকে আর আমার ভাইকে অফুরন্ত ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছিলেন। জীবনে এমন ভালোবাসা পেয়েছি বলে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। এটাই সবচেয়ে মূল্যবান বন্ধন, যা এই পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে যায়।

- রজনী, নিউ ইয়র্ক সিটি, নভেম্বর ২৫, ২০২৬ (মূল লেখা ইংরেজিতে ছিল)।

নিউ ইয়র্কে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তদের অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসায় সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস











৫ পৃষ্ঠার পর

একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। বহুদলীয় গণতন্ত্র বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, একটি দেশের মানুষকেই তা বেছে নিতে হয় বলে মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই রাষ্ট্রদূত। গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের মানুষ সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে হ্যারি টমাস বলেন, ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ওই আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ পর্যন্ত হতে পারে। তাঁদের অনেকেই নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান। পাশাপাশি উত্তেজিত জনতার হামলায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য এবং নিরাপত্তা বাহিনীর আরও আট সদস্য নিহত হন। তাঁদেরও স্মরণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাঈদ এবং নারায়ণগঞ্জে ছাদে সংঘর্ষ দেখার সময় নিহত ছয় বছরের শিশুর কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস বলেন, তাঁদের জীবনের বিনিময়েই বাংলাদেশ আজকের গণতন্ত্র পেয়েছে। তাঁর মতে, যেকোনো বক্তব্যের আগে এই বিষয়টি স্মরণ করা উচিত।

গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফিরে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফল নিয়ে মতভিন্নতা থাকলেও ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়ার বিষয়ে প্রচলিত বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেন সাবেক এই রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে সরে যায়নি। ২০২৬ সালে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দপ্তরের যৌথ তহবিলে ৩০ কোটি ডলার দিয়েছে ওয়াশিংটন। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে প্রায় ১০ কোটি ডলার অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি দেশটির সবচেয়ে বড় দ্বিপক্ষীয় কর্মসূচি এবং এখনো চালু রয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরোধীদলীয় নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন, সেটিও প্রশংসা করেন হ্যারি কে টমাস।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা এখন 'কৌশলগত বাস্তববাদ' ও 'বহুমুখী কূটনীতি' অনুসরণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের সঙ্গে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার এই নীতিকে তিনি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সাবেক শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ. এ কে আবদুল মোমেন, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের জ. নুরান নবী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল জনা বিশেক এর মতো।











কম্পিউটার অ্যাডাপটিভ SHSAT পরীক্ষা সম্পর্কে পরিবারগুলোর যা জানা উচিত

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার, ১৪ নভেম্বর, নিউইয়র্ক সিটির ৩০, ০০০ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো কম্পিউটার-অ্যাডাপটিভ স্পেশালাইজড হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট (SHSAT) দিতে উপস্থিত হয়। অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পিয়ারসনের প্ল্যাটফর্মে কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রবেশ করতে পারেনি। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো তাদের বাড়ি ফেরত পাঠাতে বাধ্য হয়। নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষা বিভাগ (ডিওই) জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন এক তারিখে নেওয়া হবে। যারা পরীক্ষা শেষ করেছে তারা চাইলে আবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে, এবং নতুন তারিখে পরীক্ষা দিলে স্কোর বা ভর্তির সুযোগে কোন প্রভাব পড়বে না। এরপর ১৫, ১৮ ও ২১ নভেম্বর পরীক্ষার কার্যক্রম নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলেছে।

কী ভুল হয়েছিল, সে বিষয়ে পরিবারগুলোর উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে।



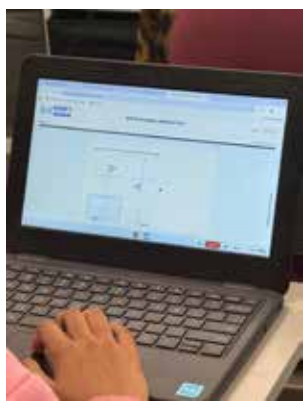

KT KHAN'S TUTORIAL

তবে বড় পরিবর্তনটি স্থায়ী। স্পেশালাইজড হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট (SHSAT) পরীক্ষাটিই এখন ভিন্ন, এবং প্রতি বছর যে প্রায় ৩০, ০০০ শিক্ষার্থী এই পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রস্তুতিও নিতে হবে ভিন্নভাবে।

যে পরীক্ষা উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

এর আগে নেওয়া কাগজের SHSAT-পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী একই প্রশ্নপুস্তিকা পেত। অ্যাডাপটিভ পরীক্ষায় সফটওয়্যার আগের প্রশ্নের উত্তরগুলোর ভিত্তিতে পরবর্তী প্রশ্ন বেছে নেয়। সঠিক উত্তর দিলে সাধারণত পরের প্রশ্নটি কঠিন হয়; ভুল হলে পরের প্রশ্নটি সহজ হতে পারে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এখনও তিন ঘণ্টায় ইংরেজির ৫০টি ও গণিতের ৫০টি প্রশ্নের উত্তর দেয়, কিন্তু পাশাপাশি বসা দুজন শিক্ষার্থী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন পেতে পারে।

পুরনো অভ্যাস, নতুন সমস্যা।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে কঠিন প্রশ্ন বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে, পরে ফিরে আসতে এবং শেষে উত্তরগুলো আবার যাচাই করতে। অ্যাডাপটিভ পরীক্ষায় সাধারণত: পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগেই একটি উত্তর চূড়ান্ত করতে হয়, আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ খুব কম বা একেবারেই থাকে না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতাই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, এবং এতে সময় ব্যবস্থাপনাও বদলে যায়: একটি কঠিন প্রশ্নে বেশি সময় দিলে অংশের বাকি প্রশ্নগুলোর জন্য সময় কমে যেতে পারে।

পরিবারগুলো এখন যা করতে পারে।

১৪ নভেম্বর যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের নতুন পরীক্ষার তারিখের জন্য MySchools পোর্টালে নজর রাখা উচিত। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের, যাদের সন্তান আগামীশরতে অ্যাডাপটিভ SHSAT দেবে, উচিত আগেভাগে প্রস্তুতি শুরু করা, কাগজের পাশাপাশি কম্পিউটারে অনুশীলন করানো এবং সময় ব বেঁধে অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উত্তর বেছে নিয়ে

এগিয়ে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রতিটি ভুল প্রশ্ন পর্যালোচনা করা এবং পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন পরীক্ষা দেওয়া। পরীক্ষার দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া ও দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা গড়ে তলোকে। ১৪ নভেম্বর অনেক পরিবারের জন্য ছিল একটি কঠিন দিন। আগামী বছর সবচেয়ে ভালো করবে সেই শিক্ষার্থীরাই, যারা শুধু পরীক্ষার বিষয়বস্তুর জন্য নয়, বরং পরীক্ষাটি কীভাবে কাজকরে তার জন্যও প্রস্তুতি নিয়েছে।

খান'স টিউটোরিয়াল সম্পর্কে: ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত খান'স টিউটোরিয়াল ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের SHSAT পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করে আসছে

এবং এ পর্যন্ত ৫, ০০৫-এর বেশি শিক্ষার্থীকে শহরের স্পেশালাইজড হাই স্কুলগুলিতে ভর্তি হতে সাহায্য করেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে



মুনা সোশ্যাল সার্ভিসের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসে চার শতাধিক মানুষের মাঝে গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে চার শতাধিক মানুষের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ করেছে মুনা সোশ্যাল সার্ভিস। Metro Plus Health Insurance-এর সহযোগিতায় মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় চার শতাধিক মানুষ উপকৃত হন। বিতরণ করা খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল ফ্রোজেন হালাল চিকেন, চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু, বিভিন্ন ধরনের তাজা ফলমূলসহ দৈনন্দিন রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় আরও নানা ধরনের খাদ্যপণ্য।







খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য সকাল থেকেই উপকারভোগীদের উপস্থিতিতে এলাকায় ব্যস্ততার সৃষ্টি হয়। সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত গ্রোসারি সামগ্রী গ্রহণ করেন।

পুরো খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম। এ সময় মুনার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। আয়োজকরা জানান, কমিউনিটির অসচ্ছল ও প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং মানবিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করাই এ উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। গবঃৎড় চষঁং ঐবধষঃয ওহংঁৎধহপব-এর সহযোগিতায় এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আরও জোরদার হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, মুনা সোশ্যাল সার্ভিস দীর্ঘদিন ধরে মানবকল্যাণ, সামাজিক সহযোগিতা ও কমিউনিটির কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জ্যাকসন হাইটসে প্রায় চার শতাধিক মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের এ উদ্যোগ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মানবিক সেবার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। - ফেরদৌস আলম

বিশ্বের পাসপোর্টের শক্তি ও ভ্রমণসুবিধা নিয়ে আর্টন

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে মালদ্বীপ, ভারত, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। এ অঞ্চলে বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। বিশ্ব সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান হলো, ভারত ১২৮তম, ভুটান ১৬৩তম, শ্রীলঙ্কা ১৮০তম, নেপাল ১৮৩তম, বাংলাদেশ ১৯২তম, পাকিস্তান ১৯৪তম এবং আফগানিস্তান ১৯৮তম। আর্টন ক্যাপিটল একটি বৈশ্বিক আর্থিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি পাসপোর্ট সূচক চালু করে। বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরা কতটি গন্তব্যে ভিসা ছাড়াই, পৌঁছানোর পর ভিসা নিয়ে অথবা ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমোদনের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারেন, তার ভিত্তিতে এ সূচক তৈরি করা হয়।

তবে আর্টন ক্যাপিটল ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের পাসপোর্ট সূচকের মূল্যায়ন পদ্ধতি এক নয়। এ কারণে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত সূচকে একই দেশের পাসপোর্টের অবস্থানে পার্থক্য দেখা যায়।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Black Friday Sale!

$260 OFF

State Exam Prep
Grades 3-6

Applies To
8 & 12-Month Plans

SHSAT Prep
Grades 7-8

Applies To
One-Time Packages

Regents Prep
Alg 1, Geometry, Bio, Chem

Applies To
One-Time Packages

SAT Prep
High School

Applies To
One-Time Packages

Ends Sunday November 29th, 2026

10,000+
State Exam Perfect Scores

5,005+
Total SHSAT Acceptances

32 Years
of Test Prep Excellence

NOW ENROLLING - SPOTS ARE LIMITED

Enroll today
KhansTutorial.com | (718) 938-9451

SCAN TO ENROLL

পেনসিলভেনিয়ায় দুই দিনব্যাপী বাংলা বইমেলার সমাপ্তি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার প্রত্যয়ে শেষ হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'পেনসিলভেনিয়া বইমেলা ২০২৬'। গত শনিবার ও রোববার (২১ ও ২২ নভেম্বর) ফিলাডেলফিয়া সংলগ্ন আপার ডারবির ঢাকা ক্লাব পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ বইমেলা পরিণত হয় লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বইপ্রেমীদের প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

পেনসিলভেনিয়া বইমেলা উদ্‌যাপন পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল- একটি মোড়ে গোটা জগৎ পাই, আমরা যদি বইয়ের কাছে যাই। দুই দিনের আয়োজনে ছিল বই প্রদর্শনী, সাহিত্য আলোচনা, কবিতাপাঠ, সংগীত, নাটক, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা।

মেলার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী সাখাওয়াত হোসেন এবং সদস্যসচিব ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া পলাশ। আয়োজকদের লক্ষ্য ছিল প্রবাসে বাংলা বইয়ের পাঠক তৈরি, সাহিত্যচর্চার প্রসার এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

গত শনিবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে দুই দিনব্যাপী বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক আহমাদ মাযহার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. ফারুক সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সমাজসেবক ড. ইবরুল চৌধুরী, আপার ডারবি টাউনশিপের মেয়র এডওয়ার্ড ব্রাউন, মিলবোর্ন বরোর মেয়র মাহাবুবুল তায়েব, জিনা এইচ. কারি পেনসিলভেনিয়া স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ, ১৬৪তম ডিস্ট্রিক্ট, মোহাম্মদ হোসেন হোসেন মিথুন স্কুল বোর্ড ডাইরেক্টর, আপারডাবী, শিশুসাহিত্যিক ও কবি হুমায়ুন কবীর ঢালী এবং সাহিত্যিক শিব্বির আহমেদসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পেনসিলভেনিয়ার মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- মিশেল বিলাপস আপার ডারবি টাউনশিপ কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট, অ্যাট-লার্জ, ডেভিড ব্যান্টো কাউন্সিলম্যান, আপার ডারবি টাউনশিপের ৬ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের কাউন্সিলর হাফিজ জুনিয়র।

এ ছাড়া স্থানীয় মূলধারার রাজনীতির আরও অনেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বইমেলার প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন বইয়ের স্টলে পাঠক ও দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দেশ ও মানুষ, নারী ও সমাজ, স্মৃতিকথা, জীবনবোধ, চলচ্চিত্র, নাটক ও সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ের বই স্থান পায় মেলায়। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহ আয়োজকদের উৎসাহিত করে।







সাহিত্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর প্রথম দিন

শনিবারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বইসহ, বইবিহীন কতটা এগুলো মানুষ' শীর্ষক সাহিত্য আলোচনা। এতে অংশ নেন আহমাদ মাযহার, শিব্বির আহমেদ, হুমায়ুন কবীর ঢালী ও বদরুজ্জামান আলমগীর।

আলোচনায় বইপড়ার অভ্যাস, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সমাজে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মানুষের মননশীল বিকাশে বইয়ের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে।

সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করেন মুরাদ হোসেন, ঝুমা দাস, বিজয়া সেনগুপ্তা ও জাফর বিল্লাহ।

সন্ধ্যায় ফিলাডেলফিয়ার সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বলাকা' পরিবেশন করে কবিতা আলেখ্য 'সমুখে ঘূর্ণি পারাবার'। কবিতা, আবৃত্তি ও শিল্পসম্মত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়।

বইমেলায় লেখক নাজনীন আখতার পেস্তা রচিত 'চিরকুট' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সোয়ার্তমোর কলেজের অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. ফারুক সিদ্দিকী।

প্রথম দিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত নাট্যকার মামুনুর রশীদের রচিত নাটক 'মানুষ'। শিরীন বকুলের পরিচালনায় মঞ্চস্থ নাটকটি দর্শকদের সামনে মানুষের জীবন, সম্পর্ক ও সামাজিক বাস্তবতার নানা দিক তুলে ধরে।

সমাপনী দিনে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ

রোববার (২২ নভেম্বর) বিকেলে কবিতাপাঠের আসরের মধ্য দিয়ে বইমেলার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই আসরে কবিতা পাঠ করেন- নাজমীন আখতার, সোহেলী আহমেদ দীপ্তি, কাউসারী মালেক রোজী, নিজামউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ। পরে 'সারেগামা'র দলীয় সংগীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

সমাপনী দিনের গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফাইরুজ আদিবা, ফারিশা জামান, নাশিদা ইয়াসমিন এবং কাজী সোয়াদ তাসিন। বাংলাদেশের বাইরে লা ভাষা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ, পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে মাতৃভাষার চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়গুলো এ আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ডা. ফাতেমা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*











নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি (এনবিসি)-র কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

অসহায় পরিবারকে ৫০ হাজার ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটির (এনবিসি) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার, হিকসভিলের মেহফিল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের জন্য ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীসহ প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনবিসির প্রধান উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ ও ড. আসাদুর মিয়া, নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

পুরো অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মো. সোহেল রানা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহেনূর বেগম। নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর আগে সংগঠনের নতুন ১৯ জন আজীবন সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা ও আজীবন সদস্যপদের সনদ প্রদান করা হয়। কমিউনিটির সেবা ও সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে তাঁদের সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।







অনুষ্ঠানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল একটি অসহায় পরিবারের হাতে ৫০ হাজার ডলারের আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া। কমিউনিটির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় সংগৃহীত এই অর্থ মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এনবিসির অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আওকাত হোসেন খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন মিজান রহমান, মীর মাহবুব, ফজলুল হক ও শাহজাহান মাহমুদ। নির্বাচনী কার্যক্রম শেষে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের জন্য ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণা করে।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি মোতাসির মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি চৌধুরী ফারুকী, মোহাম্মদ হাবিব, আব্দুল আজিজ ও মো. আমিনুল হক; সাধারণ সম্পাদক মো. শামীবুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ মো. জিয়াউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হাসিব হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল বাপ্পী, প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মো. সোহেল রানা, যুগ্ম প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহেনূর বেগম, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাফিয়া খান নিশি, ক্রীড়া সম্পাদক মোমিন হুসাইন (মনির), যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক আজমল হোসেন, নারী বিষয়ক সমন্বয়ক রুমানা আখতার এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ তালুকদার (নাঈম), এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. ফিরোজ আহমেদ ও মাকসুদা ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি লং আইল্যান্ডের অন্যতম বৃহৎ বাংলাদেশি কমিউনিটি সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি কমিউনিটির কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আওকাত হোসেন খান নবনির্বাচিত সকল কার্যনির্বাহী সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের নতুন নেতৃত্বের সফলতা কামনা করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোতাসির মিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এনবিসি শুধু আনন্দ-উৎসবের সংগঠন নয়, মানুষের দুঃসময়েরও ভরসার জায়গা হয়ে উঠুক। এই ধরনের মানবিক কাজ আরও বেশি করে করার জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি।"

সাধারণ সম্পাদক মো. শামীবুর রহমান নতুন প্রজন্মকে কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "আমি সকল অভিভাবকদের অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের তরুণ ছেলেমেয়েদের এই গ্রুপে যুক্ত করুন, যাতে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং ভবিষ্যতে আমাদের কমিউনিটির নেতৃত্ব দিতে পারে।"

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি কমিউনিটির ঐক্য সুদৃঢ় করা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব বিকাশ, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

নির্বাচন ও অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করায় সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাচন কমিশন, সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, দাতা ও উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

'অন্যায্য উৎপাদন চর্চা' ও 'অপর্যাপ্ত শ্রম সুরক্ষা'র

৫ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যের ওপর বোঝা সৃষ্টি করছে কিংবা বাণিজ্যকে সীমিত করছে'; বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ তৈরি পোশাক ও অ্যাপারেল খাতে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকেরা আগে থেকেই যে প্রায় ২৫ শতাংশ বিদ্যমান শুল্কের মুখোমুখি হচ্ছেন, নতুন এই শুল্ক তার ওপর অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হবে।

বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের ওপর নতুন শুল্ক ঘোষণা

এর আগে, যুক্তরাষ্ট্র তার কয়েকটি বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর একগুচ্ছ নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার আওতায় থাকা অর্থনীতিগুলো হলো-চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, বাংলাদেশ, জাপান ও ভারত। দেশ ও পণ্যভেদে এই শুল্কের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে। এর মধ্যে চীন সর্বোচ্চ '৪০ শতাংশ পর্যন্ত' শুল্কের মুখোমুখি হচ্ছে; যদিও কার্যকর শুল্কের হার এর চেয়ে কম হতে পারে। থাইল্যান্ড ও ভারতসহ অল্প কয়েকটি দেশ '২৫ শতাংশ পর্যন্ত' শুল্কের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে জাপানসহ আরও কয়েকটি দেশের ওপর '২০ শতাংশ পর্যন্ত' শুল্ক প্রযোজ্য হচ্ছে। তবে ট্রাম্প এর আগে শুল্কের যে সর্বোচ্চ সীমায় সম্মত হয়েছিলেন, তার কারণে এসব শুল্কের কিছু অংশ কার্যত কমে আসবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত ব্যাপকভিত্তিক আমদানি শুল্ক বাতিল করে দিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত এই নতুন শুল্কগুলো আংশিকভাবে সেই বাতিল হওয়া শুল্কের জায়গা নেবে এবং বর্তমানে বহাল থাকা অন্যান্য শুল্কের সাথে যুক্ত হবে। উল্লেখ্য, জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে কথিত দুর্বলতার অভিযোগে সেকশন ৩০১-এর অধীনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিচ্ছে। ইউএসটিআর গত ২৩ জুলাই এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের ঘোষণা দেয় এবং ২৪ জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আগের পর্যায়ের পারস্পরিক শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) বাতিল করার পর 'ট্রেড অ্যাক্ট অব ১৯৭৪'-এর একটি পৃথক ধারার অধীনে যে ১০ শতাংশ অস্থায়ী বৈশ্বিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, জুলাইয়ের এই পদক্ষেপটি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ছাড় সাপেক্ষে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর এই ১০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। 'মোস্ট-ফেভার্ড-নেশন' (এমএফএন) বা সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের আওতায়, বিদ্যমান ১৫ দশমিক ৬২ শতাংশ শুল্কের সাথে এই অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের বড় একটি অংশের ওপর মোট শুল্কহার দাঁড়িয়েছে ২৫ দশমিক ৬২ শতাংশে।

উল্লেখ্য, জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে কথিত দুর্বলতার অভিযোগে সেকশন ৩০১-এর অধীনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিচ্ছে।

ইউএসটিআর গত ২৩ জুলাই এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের ঘোষণা দেয় এবং ২৪ জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আগের পর্যায়ের পারস্পরিক শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) বাতিল করার পর 'ট্রেড অ্যাক্ট অব ১৯৭৪'-এর একটি পৃথক ধারার অধীনে যে ১০ শতাংশ অস্থায়ী বৈশ্বিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, জুলাইয়ের এই পদক্ষেপটি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

তালিকায় নেই কানাডা

আজকের ঘোষণায় যেসব দেশকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, সেই তালিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিয়মিত বাণিজ্যিক লক্ষ্যবস্তু থাকা অনেক দেশই রয়েছে। তবে এই তালিকায় অন্তত একটি উল্লেখযোগ্য দেশের নাম বাদ পড়েছে, আর তা হলো কানাডা। কানাডার বিষয়ে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, পূর্বে উল্লেখিত ওই তদন্তের আওতায় কানাডাকে রাখা হয়নি। তবে এটিকে কানাডার জন্য কোনো 'ছাড়পত্র' হিসেবে দেখা উচিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ওই কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, তালিকায় থাকা অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে 'গুরুতর ও চরম পর্যায়ের ঘটনা' ছিল, যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক দফায় কানাডার ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল। সে সময় ইস্পাত, তামা, গাড়ি ও অ্যালকোহলসহ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর শুল্কের হার সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছিল। এর জবাবে কানাডাও ধাতব পণ্য, সামুদ্রিক খাবার (সিফুড) ও দুগ্ধজাত পণ্যসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিল।

বাণিজ্যে 'সমান সুযোগ তৈরি' করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: ইউএসটিআর

কয়েক দশক ধরে অন্যান্য দেশ 'বাজার ব্যবস্থা ব্যাহতকারী এমন সব চর্চা চালিয়ে আসছে, যা বাণিজ্য ভারসাম্যকে তাদের অনুকূলে রাখে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ভিত্তিকে ক্ষয় করে'। সর্বশেষ এই শুল্ক আরোপ সেই পরিস্থিতিরই জবাব বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ার।

তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, বাণিজ্যিক অংশীদারেরা 'উৎপাদন খাতকে লক্ষ্যবস্তু করা, মজুরি ও শ্রম দমন, আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা এবং বাজার-বহির্ভূত অর্থনীতির উপাদান' ব্যবহার করছে। এ ছাড়া তিনি বলেন, গত ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টরা 'কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উৎপাদন বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য যে হুমকি তৈরি করছে, তা স্বীকার করে আসছেন'। গ্রিয়ারের মতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন 'এই অন্যায্য কর্মকাণ্ড, নীতি ও চর্চাগুলো নির্মূল করতে' পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, 'এভাবে আমরা আমেরিকান কর্মীদের জন্য প্রতিযোগিতার সমান সুযোগ তৈরি করতে পারব এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি নতুন ও আরও টেকসই রোডম্যাপ তৈরি করতে পারব।'

কংগ্রেসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হয়ে ইতিহাস গড়তে

৬ পৃষ্ঠার পর

আসন। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি আসন পেতে যাচ্ছে দলটি। মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাতটি আসনের ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। নিউইয়র্কের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত জেফ্রিস এদিন দলের অভ্যন্তরীণ ভোটে আবারও নেতা নির্বাচিত হন। গোপন ব্যালটে ২৫১ ভোট পান তিনি। বিপক্ষে ভোট পড়ে ১১টি। ২০২৩ সাল থেকে জেফ্রিস প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যালঘু নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'কংগ্রেসনাল ব্ল্যাক ককাস' জেফ্রিসের এ মনোনয়নকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, নির্বাচিত হলে জেফ্রিস হবেন প্রতিনিধি পরিষদে নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম কোনো কৃষ্ণাঙ্গ আইনপ্রণেতা। সিএনএনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জেফ্রিস আগে করপোরেট আইনজীবী ছিলেন। তিনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। দলের কেউ কেউ ব্যক্তিগত আলাপে বলেছেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দ্বিধা করেন। তবে জেফ্রিসের ঘনিষ্ঠদের মতে, স্পিকার হলে তিনি দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ট্রাম্প প্রশাসন আর বড় আমেরিকান কোম্পানি-দুই পক্ষের সঙ্গেই বড় ধরনের সংঘাতে যেতে তিনি প্রস্তুত।

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা জেফ্রিসের জন্য খুব একটা সহজ ও সুখকর হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটদের অনেকের মতে, ট্রাম্পের কাছ থেকে খুব সামান্য সহযোগিতা মিলবে। একেবারেই সহযোগিতা না-ও মিলতে পারে। - বিবিসি





৯০ জন পেল আকর্ষণীয় মেধা পুরস্কার, এ বৃত্তি এলাকায় মডেল হতে পারে’

কক্সবাজার জেলার মাতামুহুরীতে নিউ ইয়র্কের সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি ২০২৬ প্রদান সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের ০৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি-২০২৬’ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২১ নভেম্বর নিবার সকালে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ বৃত্তি কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। সকালে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে দুপুরে ফলাফল প্রকাশ এবং বিকেলে আয়োজন করা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চকরিয়া ও মাতামুহুরী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তকর্তা আলমগীর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাতিত্ব করেন বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথ মিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আমান উল্লাহ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ও রামুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরফানুল কবির।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাগর ফাউন্ডেশনের কর্ণধার এবং সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর ভার্চুয়ালি বৃত্তির কাযর্ক্রম উদ্বোধন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের তার উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল জব্বার, ভেওলা মানিকচর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ, ঢেমুশিয়া মোহছেনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবদুল মোমেন হেলালী, বেতুয়ারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুল মন্নান, সিনিয়র সাংবাদিক এম আর মাহমুদ।

হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরিদা নাছরিন। সহ হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকক রোকেয়া বেগম।

পরিচালনা কমিটির সদস্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্য উছমান গণি, উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ কায়কোবাদ ও ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মো. বেলাল উদ্দিন।

বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ও রামুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরফানুল কবির জানান, ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এবং পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানে এ মেধা বৃত্তি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। বৃত্তির সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছে সাগর ফাউন্ডেশন। বৃত্তির জন্য জনপ্রতি নামমাত্র ৫০ টাকা শুভেচ্ছা ফি নেয়া হয়। এই ফিসও অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর ৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়।










বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ৯০ জন শিক্ষার্থী। তাদের সকলকেই সনদ এবং সাগর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩০জন শিক্ষার্থী উপহার হিসেবে পায় আর্থিক অনুদান, মেডেল, সনদ এবং স্কুল ব্যাগ। বেস্ট স্টুডেন্টকে দেয়া হয়েছে ক্রেস্ট। অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকেও দেয়া হয়েছে ক্রেস্ট।

বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আমান উল্লাহ বলেন, বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্মানি, বৃত্তির অর্থ, অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের আপ্যায়নসহ সব খরচ বহন করেছে সাগর ফাউন্ডেশন। বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষক এবং খাতা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পাশ্ববর্তী ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের। যার কারণে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

তিনি আরো জানান, সাগর ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি জনহিতৈষীমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এটির কার্যালয় নিউইয়র্কে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাগর গ্রুপের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

সাগর ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শাহাব উদ্দিন সাগর একজন সাংবাদিক, সম্পাদক এবং নিউইয়র্কের অগ্রবর্তী অংশের প্রতিনিধিত্বশীল কমিউনিটি নেতা এবং সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর গ্রামের বাড়ি কক্সবাজারের নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের বাজার পাড়া। তাঁর সাংবাদিকতার শেকড় এবং হাতেখড়ি বাংলাদেশ।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমালেও শেকড়ের কথা ভুলেননি। ফলে শাহাব উদ্দিন সাগর এলাকাবাসীর জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গরীবদের মাঝে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এবার তিনি বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন।

বক্তারা আরো বলেন, সাগর ফাউন্ডেশন মেধাবৃত্তিকে এলাকার মডেল বৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করে যেতে পারে। মোহাম্মদ আমান উল্লাহ আরো জানান, এবারের বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে নির্ধারণ করা হয়েছিল মাতামুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের উত্তর-পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে। আগামী বছর পুরো উপজেলা নিয়ে বৃত্তি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতিকেও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।



ডালাস বাংলা উৎসব-৫’ এ বইমেলা ও সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: টেক্সাসের ডালাসের বুকে বাংলা সংস্কৃতির এক বহুমাত্রিক অনুষ্ঠান ‘ডালাস বাংলা উৎসব-৫’ অনুষ্ঠিত হলো গত শনিবার ১৪ নভেম্বর, লুইসভিল গ্র্যান্ড থিয়েটার এ। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে অন্যতম ছিলো বই মেলা ও সাহিত্য আড্ডা।

অনুষ্ঠানস্থলের লবিতে ঢুকতেই সবার নজর কেড়েছে এক অনন্য দৃশ্যপট, যার একদিকে ঢাকার বাংলাবাজারের বইয়ের দোকান, আর অন্যদিকে নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনের এক Bookstore। এ প্রজন্মের প্রবাসীদের জীবনের দুটি অংশের এক চমৎকার মেলবন্ধন- একদিকে প্রিয় জন্মভূমি, অন্যদিকে নিত্যদিনের ভুবন। এ দু’জগতের এ সুন্দর দৃশ্যপটের শিল্পী আর কেউ নন- স্বয়ং ‘ডালাস বাংলা উৎসব’ এর স্বপ্নদ্রষ্টা, এক সময়ের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা কেন (Ken) কাদের ভাই। তিনি তাঁর কল্পনা, প্রজ্ঞা ও গ্রাফিকস এর দক্ষতায় একাই ডিজাইন করেন ঢাকা-ব্রুকলিনের এ চমৎকার যুগল দৃশ্যপট।









বিকেল ৩টায় শুরু হলো বইমেলা। এরপরের অংশ সাহিত্য আলোচনা ও আড্ডা শুরু হলো ৪টায়। বৃহত্তর ডালাসের বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও দক্ষ উপস্থাপক মারুনা রাহী শুরু করলেন সাহিত্য আলোচনা ও আড্ডা তাঁর সুললিত আবৃত্তি .... আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ির তীরে - এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় - হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ....দিয়ে। অনুষ্ঠানে নেমে এলো এক কাব্যিক আবহ!
মারুনা রাহীর নিখুত পরিকল্পনা ও মননশীল সঞ্চালনায় খুবই প্রাণবন্ত আলোচনা ও উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বইমেলা ও সাহিত্য আড্ডা।
সাহিত্য আলোচনায় অংশ নিলেন ডালাসের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ। একে একে আলোচনায় অংশ নিলেন চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ, মোহাম্মদ কবির, আবদুর রব, জাহিদ রেজা, সাঈদা আনোয়ার ডিভা, মিশিগান এর ইশতিয়াক রুপু, লোপামুদ্রা ব্যানার্জি, কানিজ মওলা, নজরুল ভূঁইয়া, ও ফরহাদ হোসেন।
কবিতা আবৃত্তি করেন শাহীন সাদাত, লোপামুদ্রা ব্যানার্জি ও ইশতিয়াক রুপু।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবহ এক পরিবেশনা। তাঁর প্রয়াত মাতা শ্রদ্ধেয়া বেগম নুরজাহান কাদের এর স্মৃতিচারণ করলেন কেন কাদের। বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সেই দুঃসহ সময়ে তাঁর মাতা নিজের হাতে সেলাই করেন বাংলাদেশের পতাকা, যা ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দেশের মুক্তির দিন তাঁদের বাসার ছাদে উত্তোলন করেন ও তাঁর ভাইয়ের সাথে মিলে পতাকাটিকে স্যালুট করেন কেন কাদের। পতাকাটি তিনি সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করলে সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
এরপর বড় হলঘরে চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। - চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ



কানাডার শীর্ষ বেসামরিক সম্মানে ভূষিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডা. প্রোটন রহমান

নজরুল মিন্টো: কানাডার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ‘অর্ডার অব কানাডা’র সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ডা. প্রোটন রহমান। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর কানাডার গভর্নর জেনারেল মেরি সাইমন তাঁর নাম ঘোষণা করেন। আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা ও গবেষণায় অবদান এবং কোভিড মোকাবিলায় নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডর সরকারকে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এই সম্মান পান।
কানাডার শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬৭ সালে ‘অর্ডার অব কানাডা’ চালু হয়। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব এবং সমাজ ও দেশের সেবায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হয়। ‘অর্ডার অব কানাডা’র সদস্য হিসেবে প্রোটন রহমান তাঁর নামের শেষে সি.এম. (C.M.) ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ এখন থেকে তিনি আলআমিন প্রোটন রহমান সিএম।
প্রোটন রহমানের পরিবারের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কের শুরু তাঁর বাবার পড়াশোনার সূত্রে। আজিজুর রহমান ১৯৬২ সালে ঢাকায় তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি নেন। এরপর কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় আসেন। ১৯৬৫ সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও ১৯৬৮ সালে অটোয়ার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। তিনি ঢাকায়ও শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অধ্যাপক হন। পরের বছর যোগ দেন কানাডার মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে। সেন্ট জনসে চার দশকের বেশি সময় শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন তিনি। বৈদ্যুতিক গাড়ির মোটর নিয়ে কাজের জন্য পরিচিতি পান। আজিজুর ও আলতা রহমানের তিন সন্তান ডায়ানা, প্রোটন ও অ্যাডাম। তাঁদের পৈতৃক শেকড় বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহারে।
বাবা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল পড়াতেন, সেখানেই প্রোটন পড়লেন চিকিৎসাশাস্ত্র। ১৯৮৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক ও ১৯৯০ সালে এমডি ডিগ্রি নেন। মেমোরিয়ালেই ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্সি শেষ করেন। এরপর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে রিউমাটোলজিতে ফেলোশিপ করেন। একই সময়ে তিনি শিখলেন, রোগের ঝুঁকির সঙ্গে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক কীভাবে খুঁজে বের করতে হয়। ১৯৯৯ সালে মেমোরিয়ালে ফিরে তিনি রোগী দেখার পাশাপাশি আর্থ্রাইটিস নিয়ে গবেষণা করেন।
কানাডিয়ান রিউমাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন ২০১৬ সালে তাঁকে ‘ডিসটিংগুইশড ইনভেস্টিগেটর অ্যাওয়ার্ড’ দেয়। ২০২২ সালে তিনি পান ‘অর্ডার অব নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডর’। তিনি কানাডিয়ান অ্যাকাডেমি অব হেলথ সায়েন্সেসের ফেলো। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চিকিৎসাশিক্ষা শুরু হয়েছিল, সেই মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি ২০২৬ সালে তাঁকে বর্ষসেরা প্রাক্তন শিক্ষার্থী নির্বাচিত করে।
ডা. প্রোটন রহমান বর্তমানে নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডর হেলথ সার্ভিসেসের রিউমাটোলজি বিভাগের প্রধান। সেন্ট জনসের মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে তিনি জন লুইস প্যাটন ডিস্টিংগুইশড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর। প্রোটনের স্ত্রী ডা. ট্যানিস লি এইডি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা অনুষদে স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসাশিক্ষার সহযোগী ডিন ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডরে চিকিৎসকদের নিবন্ধন ও পেশাগত তদারকির দায়িত্বে থাকা সংস্থার রেজিস্ট্রার হন। বর্তমানে তিনি ওই সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও রেজিস্ট্রার। **নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।**
তথ্যসূত্র: Governor General of Canada, Memorial University, Government of Newfoundland and Labrador

অনেক হয়েছে, ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

শহরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ নিয়ে নেব। অনেক হয়েছে, বাংলাদেশ নিয়ে আর কোনো অজুহাত চলবে না। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, তার বদলা তো আমাদের নিতেই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।’ এদিকে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই তিনি এই মন্তব্য করলেন। সম্প্রতি হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে ঢাকায় ফিরতে চান।



নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: শীতের আগমনে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'মেগা উইন্টার গিভঅ্যাওয়ে' কর্মসূচি গত ২২ নভেম্বর, রবিবার আইসিএনএ রিলিফ (ICNA Relief) এবং ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সভরেন অ্যাভিনিউ স্কুলের জিমনেসিয়ামে বিনামূল্যে শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন কমিউনিটির সব বয়সী মানুষ ও পরিবারের জন্য উন্মুক্ত এ কর্মসূচিতে





বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। শীত মৌসুমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে উপকৃত হন অনেক পরিবার।
মানবিক সহায়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ উদ্যোগ স্থানীয় কমিউনিটিতে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। এই কর্মসূচিতে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, কলিমউল্লাহসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন সংশ্লিষ্ট সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক ও সহযোগিতাকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

কম দামে সরবরাহের প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি তুলা

৫ পৃষ্ঠার পর

(২১ নভেম্বর) ঢাকার একটি হোটেলে প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, এনভয় গ্রুপ, স্কয়ার ও রোজ গোল্ড করপোরেশনসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি তুলা আমদানিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আসওয়ার রহমান বলেন, "ইতোমধ্যে বাংলাদেশের চারটি প্রতিষ্ঠানে তুলা সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। দামে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা থাকায় আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার তুলার তুলনায় আমাদের দাম বেশি প্রতিযোগিতামূলক। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাজিলের তুলার দামের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে পারব বলে আশা করছি।" তিনি জানান, আমেরিবাংলা করপোরেশন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১৪০ টন মার্কিন তুলা সরবরাহ করেছে। আগামী বছর থেকে সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি মাসে ১ হাজার ৬০০ কনটেইনার বা প্রায় ৩২ হাজার টন তুলা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

বাংলাদেশে বিতরণব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরাসরি তুলা সরবরাহ করছে আমেরিবাংলা করপোরেশন। তবে তুলা বিতরণ আরও সহজ ও কার্যকর করতে চট্টগ্রাম এবং গাজীপুরের টঙ্গীতে দুটি গুদাম স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। আসওয়ার রহমান বলেন, "বাংলাদেশ সরকার আনোয়ারায় যে গুদাম স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটির জন্যও আমরা অপেক্ষা করছি।"
তিনি আরও জানান, তুলার পাশাপাশি গুদামভিত্তিক বিতরণব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি গম ও সয়াবিন বাংলাদেশের ক্রেতাদের কাছে সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিবাংলা করপোরেশনের প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বড় পরিসরে তুলা সরবরাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা কাজে লাগিয়ে ব্রাজিলের তুলার সঙ্গে মার্কিন তুলার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।
২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত আমেরিবাংলা করপোরেশন ওই বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, গত দুই বছরে প্রচলিত ব্যবসায়ীনির্ভর সরবরাহব্যবস্থা এড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি বাংলাদেশের ক্রেতাদের কাছে প্রথমবারের মতো তুলা বিক্রির ব্যবস্থা করেছে তারা। এ ছাড়া কটনপোর্ট নামের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভাসমান নিলামব্যবস্থা চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর আওতায় আমেরিকার তুলাবাহী চালান চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছালে আগে থেকে অনুমোদিত ক্রেতারা নিলামের মাধ্যমে তা কিনতে পারেন।

অন্যান্য উদ্যোগ ও কৌশলগত তুলা মজুতের প্রস্তাব

'অল আমেরিকান কটন' উদ্যোগের আওতায় তুলার মান পরীক্ষা ও সনদ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে আমেরিবাংলা করপোরেশন। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের আইসোটোপ পরীক্ষাগার এবং কনটেইনারভিত্তিক তথ্য যাচাই করে তুলার উৎস নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়া 'কটনল্যাব' উদ্যোগের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তুলেছে আমেরিবাংলা। এর লক্ষ্য মার্কিন তুলা ব্যবহার করে পোশাক ও বিশেষ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন কাপড়ের উৎপাদন বাংলাদেশে স্থানান্তর করা।

অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব ছিলেন আদর্শ, নৈতিকতা ও সুশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: নিউইয়র্কে নাগরিক শোকসভায় বক্তারা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ সুশান্ত রঞ্জন দেবকে আদর্শ, নৈতিকতা ও সুশিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন নিউইয়র্কে আয়োজিত তাঁর নাগরিক শোকসভায় বক্তারা। তাঁরা বলেন, একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর কর্মময় জীবন, শিক্ষা ও আদর্শ আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।
সম্প্রতি নিউইয়র্কের জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে আয়োজিত এ শোকসভায় বক্তারা প্রয়াত অধ্যাপকের বর্ণাঢ্য শিক্ষকতা জীবন, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং মানবিক গুণাবলির কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান।



শোকসভার শুরুতে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।
উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণ করেন অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে প্রায় ৩২ বছর শিক্ষকতা করেন। সরকারি সিটি কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, চকরিয়া কলেজ ও সীতাকুণ্ড ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব। তিনি বলেন, তাঁর বাবা চকরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করলেও পরবর্তী সময়ে সীতাকুণ্ডে ফিরে আসেন। এ কারণে সীতাকুণ্ড উপজেলার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি সেখানকার মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।
বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে বক্তব্য দেন অধ্যাপক দেবের সাবেক ছাত্র, সীতাকুণ্ড উপজেলা সমাজকল্যাণ ফেডারেশন ও ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিন এবং বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর। তাঁরা সীতাকুণ্ড কলেজের উন্নয়নে অধ্যাপক দেবের অবদানের কথা স্মরণ করেন। বিশেষ করে কলেজের রজতজয়ন্তী আয়োজন সফল করতে তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।
অধ্যাপক দেবের সাবেক ছাত্র ও নিউইয়র্কে চ্যানেল আইয়ের প্রধান রাশেদ আহমেদ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর শিক্ষকের শিক্ষকতা পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং অনুপ্রেরণামূলক নানা স্মৃতি তুলে ধরেন।
শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন প্রো হেলথ কেয়ারের প্রেসিডেন্ট মামুন রশীদ, গীতিকার মাহফুজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সহসভাপতি মো. নজরুল ইসলাম, সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, চবি অ্যালামনাইয়ের মাহমুদ আহমেদ ও বিষ্ণু গোপ, চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কামাল হোসেন মিঠু এবং অধ্যাপক এমওজি রাসেলসহ অনেকে।
অনুষ্ঠানে চবি অ্যালামনাইয়ের পক্ষ থেকে প্রয়াত অধ্যাপকের পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা তাঁর ছেলে সুদীপ্ত দেবের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
শোকসভায় বক্তারা বলেন, অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীলতা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

মহাকাশে ডেটা সেন্টার স্থাপনে মাস্কের পরিকল্পনা

৭ পৃষ্ঠার পর

অফিস (জিএও) গত জুলাইয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে, মহাকাশভিত্তিক ডেটা সেন্টার পৃথিবীতে এসব কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, বিদ্যুৎ ও পানির চাহিদা কমাতে পারে। তবে এগুলো বাস্তবায়নে প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক বাধা রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেটা সেন্টারে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মহাকাশে কম্পিউটিং যন্ত্রপাতি কার্যকরভাবে ঠান্ডা রাখা কঠিন। এটি বড় ধরনের প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া কক্ষপথে উপগ্রহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে এবং সংঘর্ষের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। এফসিসি জানিয়েছে, অনুমোদিত লাইসেন্স অনুযায়ী স্পেসএক্সকে ২০৩৩ সালের নভেম্বরের মধ্যে উপগ্রহ স্থাপনের কাজ শুরু করতে হবে। ২০৩৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সংখ্যার অন্তত ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১ লাখ উপগ্রহ স্থাপন করতে হবে। আর ২০৩৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে ৫০ শতাংশ। তবে স্পেসএক্স শেষ পর্যন্ত ১ মিলিয়ন উপগ্রহই মহাকাশে পাঠাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রায় ১৭ হাজার উপগ্রহ রয়েছে। নকশা ও পরিকল্পনায় নমনীয়তা রাখার জন্য উপগ্রহ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় বাস্তবে যতগুলো পাঠানোর পরিকল্পনা থাকে, তার চেয়ে বেশি উপগ্রহের অনুমোদন চায়। স্টারলিংক নেটওয়ার্ক চালুর আগে স্পেসএক্স ৪২ হাজার উপগ্রহ স্থাপনের অনুমোদন চেয়েছিল। বর্তমানে এ নেটওয়ার্কে মহাকাশে থাকা উপগ্রহের সংখ্যা ১১ হাজারের কিছু বেশি।
স্পেসএক্সের নতুন পরিকল্পনা অনেকটাই নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী প্রজন্মের পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট 'স্টারশিপ'-এর ব্যয় কমার ওপর। রকেটটি এখনো উন্নয়নাধীন। উপগ্রহগুলো মহাকাশে পাঠাতে এটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। সংবাদসূত্র দ্য গার্ডিয়ান

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

York Holding Realty

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- IMMIGRATION
- NOTARY PUBLIC
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ২০৩২ সাল

১৫ পৃষ্ঠার পর

ওয়েলডন এপ যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পাঁচ দশকের বেশি সময়ের সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। কৃষি, জ্বালানি, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন খাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণকে টেকসই করতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের জন্য কানাডার অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বহাল রাখার আগ্রহের কথা জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে KFC ব্যবসায় লোকমান

৫০ পৃষ্ঠার পর

গল্প খুব সাধারণ নয়।

লোকমান চৌধুরীর জীবনের শুরুর দিকের তথ্য খুব বেশি প্রকাশ্যে নেই। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের ব্যবসায়িক নথিগুলো পাশাপাশি রাখলে একজন উদ্যোক্তার দীর্ঘ পথচলার ছবি ফুটে ওঠে। সেই ছবিতে আছে KFC, আছে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা, আছে বিভিন্ন বিনিয়োগ এবং একের পর এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইতিহাস।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সামনে আসে। ১৯৯৭ সালে ফ্লোরিডায় নিবন্ধিত হয় Chowdhury & Hines Chicken, Inc.। প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত হয় KFC রেস্তোরাঁ পরিচালনার সঙ্গে। সেখান থেকে লোকমানের ব্যবসার পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

KFC তখন অনেক আগেই আমেরিকার সীমানা পেরিয়ে বিশ্বখ্যাত একটি ব্র্যান্ড। কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্সের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই ব্যবসার পরিচিতি পৃথিবীর নানা প্রান্তে। কিন্তু পরিচিত কোনো ব্র্যান্ডের সাইনবোর্ডের নিচে রেস্তোরাঁ চালানো যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবতা ততটা সহজ নয়।

একটি বড় ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ হতে হয় কঠোর নিয়ম মেনে। খাবারের মান থেকে পরিষেবা, কর্মী ব্যবস্থাপনা থেকে হিসাব, সরবরাহ থেকে পরিচ্ছন্নতা, সবকিছুতেই বজায় রাখতে হয় নির্ধারিত মান। একটি রেস্তোরাঁ সফলভাবে পরিচালনা করাই বড় দায়িত্ব। সেই সংখ্যা যখন একের পর এক বাড়তে থাকে, তখন প্রয়োজন হয় বড় ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা। লোকমান চৌধুরী সেই দক্ষতাই দেখিয়েছিলেন। আর ফ্লোরিডার গেইনসভিল হয়ে ওঠে তাঁর ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র।

ততদিনে অবশ্য তাঁর ব্যবসার গল্প একটি রেস্তোরাঁ কিংবা একটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ফ্লোরিডার বিভিন্ন জায়গা ছাড়িয়ে কানেকটিকাটেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁদের KFC কার্যক্রম। একপর্যায়ে প্রায় ৩০টি KFC রেস্তোরাঁ পরিচালনার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠান।

একটি রেস্তোরাঁ মানে একটি রান্নাঘর কিংবা কয়েকজন কর্মী নয়। এর সঙ্গে থাকে ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ, হিসাব, কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিদিন শত শত ক্রেতাকে সামলানোর দায়িত্ব। সেই একটি যখন অনেকগুলোতে পরিণত হয়, তখন সেটি আর ছোট ব্যবসা থাকে না। গড়ে ওঠে বড় একটি ব্যবসায়িক কাঠামো। সেই কাঠামোর কেন্দ্রে জায়গা করে নিয়েছিলেন লোকমান চৌধুরী। KFC ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর উদ্যোগ আর রেস্তোরাঁয় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি প্রবেশ করেন জ্বালানি ব্যবসায়। ২০০৭ সালে ফ্লোরিডায় যাত্রা শুরু করে Chevron of Ocala, Inc.। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাওয়া যায় Lokman G. Chowdhury-র নাম। ততদিনে তিনি ফাস্টফুডের পরিচিত জগৎ থেকে ব্যবসার আরেকটি বড় খাতে পা রেখেছেন।

পরবর্তী সময়ে Integrated Petroleum Inc.-এর পাশাপাশি Lokman Enterprises নামেও ফ্লোরিডায় গড়ে ওঠে একাধিক প্রতিষ্ঠান। একটির পর একটি ব্যবসা গড়ে ওঠার এই ধারাই লোকমান চৌধুরীর উদ্যোক্তা জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক।

তিনি একটি সফল ব্যবসা পেয়েই থেমে থাকেননি। রেস্তোরাঁ থেকে জ্বালানি, সেখান থেকে অন্যান্য বিনিয়োগ, সময়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। আমেরিকার ব্যবসার জগতে তিনি ধীরে ধীরে নিজের একটি পরিসর তৈরি করেছেন। এই দীর্ঘ পথচলায় তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী সানজিদা এন. চৌধুরী। আর তাঁর পথচলা এমন একটি সময়ে শুরু হয়েছিল, যখন উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটি আজকের মতো বড় ছিল না। এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি বড় শহরে বাংলাদেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়। কয়েক দশক আগে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। সেই সময় আমেরিকার মূলধারার একটি বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের ব্যবসায় প্রবেশ করে ধীরে ধীরে বড় পরিসরে পৌঁছানো তাই আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

লোকমানের গল্পের আরেকটি দিক কর্মসংস্থান। অনেকগুলো রেস্তোরাঁ পরিচালনার অর্থ বহু মানুষের কাজের সুযোগ। প্রতিটি KFC-তে ম্যানেজার থেকে রান্নাঘরের কর্মী, ক্যাশিয়ার থেকে অন্যান্য কর্মী, নানা পর্যায়ে লোকবলের প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে যোগ হয় সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার কাজ। ফলে তাঁর গড়ে তোলা ব্যবসার সুফল কেবল একজন উদ্যোক্তার আয় কিংবা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বহু মানুষের জীবিকা।

লোকমান চৌধুরী নিজের নামে কোনো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড তৈরি করেননি। কিন্তু তিনি এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছিলেন, যেখানে আন্তর্জাতিক একটি ব্র্যান্ডের ব্যবসায় তাঁর নিজের নাম ও প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানেই তাঁর অর্জনের বিশেষত্ব।

অভিবাসী জীবনের সাফল্য সব সময় একই পথে আসে না। কেউ গবেষণাগারে নতুন কিছু আবিষ্কার করেন, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, কেউ হাসপাতালের নেতৃত্ব দেন, আবার কেউ ব্যবসার ঝুঁকি নিয়ে নিজের পথ তৈরি করেন। লোকমান চৌধুরী সেই শেষের পথটির মানুষ। তাঁর এই পথচলা উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি অভিবাসীদের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসের একটি অধ্যায়। নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

তথ্যসূত্র: Florida Department of State, U.S. business records

শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর ফেরার

১৫ পৃষ্ঠার পর

এমন মন্তব্য করেন। য়টার্সের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''পয়সা দিয়ে ভাড়া করে এসব খবর হয়তোবা দেখায়, দেখাতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা আর ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। বাস্তবতা হলো, সন্ত্রাসীদের শুধু বিচারের মুখোমুখি করতেই দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। কারো মনের ইচ্ছা হতে পারে, শয়নকক্ষে শুয়ে কেউ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারেন, তিনি বিমানবন্দরে আসছেন, ট্রেনে চড়ছেন। কিন্তু তিনি কোনো সাধারণ যাত্রী নন। তাকে শুধু হাতকড়া পরিয়ে অথবা বিচারের মুখোমুখি করতেই দেশে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। এটাই কথা।''

শেখ হাসিনা কেন ভারতে?

শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ভারতে নির্বাসিত হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক প্রাণঘাতী গণঅভ্যুত্থানের মুখে তার দীর্ঘ শাসনামলের অবসান ঘটে। তার শাসনামলে ভিন্নমত দমন এবং গণতান্ত্রিক ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধ্বংস করার ব্যাপক অভিযোগ উঠেছিল, যদিও সব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন।

রয়টার্সের এক্সপ্লেইনারে বলা হয়, শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক বিরোধী দলীয় নেতাও বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন বিরোধী দলগুলো প্রায়ই নির্বাচন বর্জন করতো।

২০২৪ সালে বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার দায়ে গত বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশের একটি আদালত শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গণআন্দোলনের সময় প্রায় ১৪শ মানুষ নিহত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও তারেক রহমান প্রসঙ্গ

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে তার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। এ কারণে দলটি গত ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। সেই নির্বাচনে বিপুল জয় পায় বিএনপি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে 'শেখ হাসিনার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়ার ছেলে' হিসেবে উল্লেখ করে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার শাসনামলে তিনি (তারেক রহমান) লন্ডনে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

শেখ হাসিনা যা চাইছেন

মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দেশে ফিরতে চান শেখ হাসিনা। রয়টার্স বলছে, শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন, আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে তিনি তার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন। এর পাশাপাশি তার দেশে ফেরা (আওয়ামী লীগ) দলের অন্য নেতা ও কর্মীদের আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসতে এবং তার দেখানো পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে বলেও মনে করেন তিনি।

গত জুলাই মাসে রয়টার্সকে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ''মৃত্যু যদি আসেই, তাহলে তা যেন আমার নিজের মাটিতেই আসে - যেখানে আমার বাবা-মা সমাহিত এবং যেখানে তাদের রক্ত ঝরেছিল।'' সেই সাক্ষাৎকারে তিনি আরো জানিয়েছিলেন, প্রাণনাশের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করতে চান।

শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করে রয়টার্সের প্রতিবেদনে ১৯৭৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। ওই সময় বিদেশে (জার্মানিতে) থাকায় বেঁচে যাওয়া পাঁচ বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রয়টার্সকে আগেই জানিয়েছেন, তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছেন এবং তিনি চান, তার সহকর্মীরাও যেন শেষ পর্যন্ত একই পথ অনুসরণ করেন।

বাংলাদেশ সরকার কী চায়?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ''তিনি (শেখ হাসিনা) কেবল প্রত্যর্পণ চুক্তির মাধ্যমে-হাতকড়া পরা অবস্থায় এবং কঠোর নজরদারির মধ্যেই দেশে ফিরতে পারেন।''

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক উপদেষ্টা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, 'কর্তৃপক্ষ' শেখ হাসিনার সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করবে না।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে গত এপ্রিল মাসে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ বিষয়ক অনুরোধটি তারা পর্যালোচনা করছে।

গত ৯ নভেম্বর আইনজীবীরা ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসে শেখ হাসিনার পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র আবার ইস্যু করার অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তিনি দেশ ছেড়ে আসার কয়েক মাস পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল করে দেয়।

আইনজীবীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশি নাগরিকত্ব এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে তাকে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানালেও (রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী) জবাবে বলা হয়, বাংলাদেশ ''কোনো সন্ত্রাসীকে পাসপোর্ট দেয় না।''

শেখ হাসিনা এমন এক দিনে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন, ১৯৭১ সালে যে দিনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, সেদিন শেখ হাসিনার সমর্থকদের উজ্জীবিত করে তোলার মতো কোনো ঘটনা ঘটুক বাংলাদেশ সরকার তা চায় না।

কী হতে পারে?

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৯ নভেম্বর নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানানোর খবর প্রকাশের পর শেখ হাসিনার পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভের সময় সহিংসতায় ক্ষমতাসীন দল বিএনপির দুজন সদস্য নিহত হন এবং গোপালগঞ্জে একই দলের দুজন আইনপ্রণেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সরকারের এক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী এই সহিংসতাকে শেখ হাসিনার 'রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া' দলের টিকে থাকার কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রভাবে বাংলাদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, জ্বালানি ও বিদ্যুতের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

এছাড়া হামের প্রাদুর্ভাব, পোশাক শ্রমিকদের উচ্চ মজুরির দাবিতে আন্দোলনও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন তার দলের সমর্থকদের সংগঠিত করতে পারে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় - জটিল এই প্রশ্নের মুখোমুখিও দাঁড় করাতে পারে সরকারকে। রয়টার্স মনে করে, শেখ হাসিনার প্রতি বড় ধরনের সমর্থন প্রদর্শন দেশে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং অস্থিরতা উসকে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। - সংবাদ সুত্র রয়টার্স, এপি, দৈনিক প্রথম আলো, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে।

ঢাকায় ৩ হাজার পরিবেশবান্ধব

১৫ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি বাস মালিকদেরও নতুন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

তিনি বলেন, ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় কেবল বাসের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, বরং পুরো পরিচালন পদ্ধতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে একটি সমন্বিত, পরিকল্পিত ও জবাবদিহিমূলক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে কাজ করতে হবে। পুরো ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পাশে রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস পরিচালনার বিদ্যমান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিভিন্ন রুটে বাস পরিচালনা, যাত্রী ওঠানো-নামানো, ভাড়া আদায় এবং বাসের মধ্যে যাত্রী সংগ্রহের প্রতিযোগিতা নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে।

একই রুটে একাধিক পরিবহনের বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা, নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ না করা, যত্রতত্র বাস থামানো এবং সড়কে যানজট সৃষ্টির মতো সমস্যাও নগরবাসীর দৈনন্দিন ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব সমস্যা কমিয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক গণপরিবহন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 'গ্রস-কস্ট' মডেল বাস্তবায়ন। এ মডেলে প্রচলিত রুট পারমিট পদ্ধতির পরিবর্তে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), বাস অপারেটর এবং যানবাহন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে বাস পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে জ্বালানি

১৪ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোর একটি হলো 'স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রিস্টেনসেন। সম্মেলনে আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং ব্র্যাক বাংলাদেশের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, গত মে মাসে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী মার্কিন জ্বালানি কোম্পানিগুলোর জন্য সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) পর্যায়ে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে বড় মার্কিন কোম্পানিগুলোর উপস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শেভরন দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্ধেকের বেশি উৎপাদন করে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনভিত্তিক কোম্পানি এক্সিলারেট বাংলাদেশের দুটি ভাসমান সংরক্ষণ ও পুনঃগ্যাসীকরণ ইউনিট (এফএসআরইউ) পরিচালনা করছে। জিই ভার্নোভাও দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে।

তিনি বলেন, 'আমেরিকান কোম্পানিগুলো আরও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।' বাংলাদেশের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা বাড়াতে ওয়াশিংটনের প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি।

জ্বালানি খাতের বাইরে আমেরিকান বিনিয়োগ আকর্ষণে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (এআরটি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন করপোরেশনকে (ডিএফসি) দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, গত ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত এআরটি স্বচ্ছ শুল্ক প্রক্রিয়া, ব্যবসার জন্য পূর্বানুমানযোগ্য বিধিবিধান এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের মাধ্যমে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করবে। আমদানি করা খাদ্য ও কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা কমানোর আহ্বান জানান তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে ইতোমধ্যে নিরাপদ হিসেবে স্বীকৃত এসব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে বারবার নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন নিতে হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

ট্রাম্প এখন দুর্বল, চীনের জন্য বিপদ

১৭ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব থাকলেও সির সঙ্গে তাঁর যেকোনো বড় চুক্তি এখন কংগ্রেসের কঠোর যাচাই-বাছাই ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। বিশেষ করে তাইওয়ান এবং উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে-বিশেষত জেনসেন হুয়াং কেলেঙ্কারির পর-ডেমোক্র্যাটরা চীনের প্রতি রিপাবলিকানদের চেয়ে খুব একটা নমনীয় নন। ট্রাম্প যদি এসব ক্ষেত্রে বেইজিংকে বড় কোনো ছাড় দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে ডেমোক্র্যাটরা শুনানি, তদন্ত, বাজেট ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁকে বাধা দিতে পারে-এবং এমন যেকোনো ছাড়কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

এটি একটি স্ববিরোধী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের মাধ্যমে নিজের নেতৃত্ব প্রমাণ করার তাগিদ ট্রাম্পের মধ্যে আরও প্রবল হতে পারে, যা তাঁকে সির সঙ্গে একটি বড় চুক্তিতে পৌঁছাতে আরও আগ্রহী করে তুলবে। কিন্তু এমন চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা যত বাড়বে, চীনকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ তাঁর জন্য ততই সংকুচিত হবে। তাঁর দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থান একদিকে যেমন চুক্তি করার আগ্রহ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ছাড় দেওয়ার পরিসরও কমিয়ে দিচ্ছে।

সি সম্ভবত বিষয়টি বুঝতে পারছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুরুত্ব কমানোর পরিবর্তে তিনি বরং যোগাযোগের এই সরাসরি মাধ্যমটি ধরে রাখতে আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারেন। ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদদের তুলনায় ট্রাম্প এখনো যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ককে লেনদেন বা লাভ-ক্ষতির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে বেশি আগ্রহী এবং নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট নীতিতে পরিবর্তন আনতে বেশি প্রস্তুত। চীনা নেতাদের দৃষ্টিতে তিনি এখনো এমন একজন ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে সমঝোতা করা যায়, যদিও সেই সমঝোতা বাস্তবায়নের সক্ষমতার ওপর তাঁদের আর পূর্ণ আস্থা না-ও থাকতে পারে। তবু তিনি এমন একজন প্রেসিডেন্ট যাঁর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া অর্থবহ।

সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প-সি বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসের তেমন কোনো আপত্তি ছাড়াই বেইজিং কূটনৈতিক ভাষা নির্ধারণ করেছিল। বেইজিংয়ের দৃষ্টিতে, এই কাঠামো কেবল সাম্প্রতিক বছরগুলোর তীব্র বাণিজ্য সংঘাত কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি কিছু। চীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে ওয়াশিংটন চীনকে একটি সমকক্ষ কৌশলগত শক্তি হিসেবে মেনে নিতে শুরু করেছে এবং দ্বিপক্ষীয় প্রতিযোগিতাকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে ইচ্ছুক। বেইজিং স্পষ্টতই আশা করে যে 'সম্মান' এবং 'কৌশলগত স্থিতিশীলতার' নীতিগুলো তাইওয়ান এবং প্রযুক্তির মতো চীনের মূল স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতেও প্রসারিত হবে।

কিন্তু ট্রাম্প এই কূটনৈতিক ভাষা মেনে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে পুরো মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এর সঙ্গে একমত। ট্রাম্প নিজেও হয়তো চীনা ভাষার গভীর তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। ওয়াশিংটনের কাছে কৌশলগত স্থিতিশীলতা মানে মূলত সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করা, মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করা এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বজায় রাখা।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া বেইজিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। ট্রাম্পের রাজনৈতিক পরাজয় নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে হওয়া সমঝোতাগুলো বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা এবং তাঁদের গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে চীনের আগ্রহের ওপর জোর দিয়েছেন।

সি যেসব কূটনৈতিক অর্জনে বিপুল রাজনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন, কেবল যুক্তরাষ্ট্রের একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের কারণে তিনি তা বাতিল করবেন এমন সম্ভাবনা কম। বরং এই কাঠামোটি পুনর্ব্যক্ত করার এবং দুই নেতার মধ্যে হওয়া সমঝোতাগুলো সম্মান করার জন্য ওয়াশিংটনকে চাপ দেওয়ার যথেষ্ট কারণ তাঁর রয়েছে।

তবে আমার সন্দেহ হয়, বেইজিং তার কূটনৈতিক বক্তব্যে এই কাঠামোর ওপর যত বেশি জোর দেবে, বাস্তব প্রয়োগে ততই সতর্ক হয়ে উঠবে। এটি আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের সামনে নিয়ে আসে: সি নিজে মার্কিন রাজনীতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?

২০২৪ সালে ট্রাম্প যখন পুনর্নির্বাচিত হন, তখন রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষই দখল করেছিল এবং গণমাধ্যমগুলো ট্রাম্পবাদের এক নতুন আধিপত্যের যুগের জয়গান গাইতে ব্যস্ত ছিল। মাত্র দুই বছর পর, ডেমোক্র্যাটরা কয়েক প্রজন্মের মধ্যে তাদের সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জন করেছে। এই নাটকীয় পটপরিবর্তন সির এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে যে মার্কিন রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে।

তবে সি যদি মার্কিন রাজনৈতিক বিভাজনকে চীনের জন্য এক বড় কৌশলগত সুযোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, তবে তিনি ভুল করবেন। মার্কিন রাজনীতিতে দুই দল অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব নিয়ে তীব্র লড়াই করলেও চীনের সঙ্গে কৌশলগত প্রতিযোগিতার প্রশ্নে তাদের মধ্যে যথেষ্ট ঐকমত্য রয়েছে।

আমি ধারণা করছি, আগামী দুই বছরে বেইজিং তার যুক্তরাষ্ট্র নীতির গুরুত্বের জায়গাগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন করবে। তারা ট্রাম্পের সঙ্গে সির ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখবে, বিদ্যমান চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে এবং বাণিজ্য বা নিরাপত্তা নিয়ে নতুন কোনো বড় সংঘাত এড়িয়ে চলবে। একই সঙ্গে, শীর্ষ নেতাদের কূটনীতি যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের মৌলিক দিক পরিবর্তন করতে পারবে, এমন প্রত্যাশা তারা কমিয়ে আনবে। এর পরিবর্তে, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত প্রতিযোগিতার সময়ে মার্কিন নীতির পরিবর্তনের ফলে চীনের যে ঝুঁকি তৈরি হয়, তা কমানোর প্রচেষ্টা বেইজিং আরও জোরদার করবে।

এই পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে সি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক সংঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেহেতু বেইজিং ক্রমেই বুঝতে পারছে যে এই প্রতিযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাই পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূলে আসার আগে সরাসরি সংঘাত এড়ানোর পেছনে তাদের আরও জোরালো কারণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কে মৌলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এখনো চীনের নিজস্ব উন্নয়নের জন্য সময় কেনার একটি কৌশল।

তাই এ বছর সি এবং ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠিত নতুন কাঠামোটি সহজে পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বেইজিংয়ের এখনো এটি প্রয়োজন, এবং ট্রাম্পেরও। তবে এই কাঠামো ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশা ক্রমেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। সি চান এই কাঠামো চীনকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্থিতিশীলতা দিক, অন্যদিকে ট্রাম্প এটিকে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক সামাল দেওয়া এবং তাঁর প্রেসিডেন্ট মেয়াদের বাকি সময়ে কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখতেই বেশি আগ্রহী।

সির জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের মূল শিক্ষা হতে পারে এটাই যে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত আস্থা গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কেবল ট্রাম্পের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না।

দেং ইউওয়েন চীনা লেখক ও গবেষক। ফরেন পলিসি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

ওয়াশিংটন ডিসিতে আন্তর্জাতিক

১১ পৃষ্ঠার পর

স্নাতকোত্তর বিভাগের ডিন রডনি প্রিস্টলি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পরিবার, আইনজীবী এবং গবেষণাগারের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। ইভার গবেষণা উপদেষ্টারাও তাঁর মেধা ও গবেষণার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, তিনি একজন দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল গবেষক। তাঁর গবেষণা স্নায়ুবিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এদিকে নিউ জার্সির দুই সিনেটর অ্যান্ডি কিম ও কোরি বুকারের কার্যালয়ও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করেছে। অ্যান্ডি কিমের কার্যালয় জানিয়েছে, তারা ইভার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছে। অন্যদিকে কোরি বুকারের কার্যালয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছে।

ইভার আটকের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও বিদেশি গবেষকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের অভিবাসনসংক্রান্ত জটিলতা এবং তাঁদের আইনি অধিকার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের অবস্থান, পড়াশোনার অনুমতি এবং অভিবাসনসংক্রান্ত নথিপত্রের বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শিক্ষার্থীর আশ্রয়ের আবেদন বিচারাধীন থাকলে তাঁর আইনি অবস্থান কী হবে, সেটিও নির্দিষ্ট আইন ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক শিক্ষার্থীর আটক এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারি অভিযোগ, আইনজীবীদের বক্তব্য এবং আদালতের নির্দেশ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসবে। আপাতত তাঁর মুক্তি নিশ্চিত হয়নি। আদালতের পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করছে ইভার ভবিষ্যৎ।

শি (Xie)-এর আটক হওয়া প্রসঙ্গে আইসিই (ICE)-এর বক্তব্য

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) গভীর রাতে 'নিউজউইক'-এর কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) জানিয়েছে যে, ১৯ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসির রিগান ন্যাশনাল বিমানবন্দরে তারা একটি সুনির্দিষ্ট অভিযান চালিয়ে শি-কে আটক করে। বিভাগটি তাকে "চীন থেকে আসা একজন অবৈধ অভিবাসী" হিসেবে অভিহিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শি ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ অস্থায়ী ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এবং তার দেশত্যাগের নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০১৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। কোনো আবেদন বিচারাধীন থাকলেই তা কাউকে বৈধ মর্যাদা দেয় না-এ কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার জন্য শি-র কখনোই কোনো বৈধ অনুমতি ছিল না।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ডিএইচএস (DHS) বাইডেন-যুগের সেই ভয়াবহ নীতিটি বাতিল করেছে, যা আমাদের দেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশিদের দেশের ভেতরে বিমানে যাতায়াতের সুযোগ দিত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে, ডিএইচএস আর কখনোই এমনটি বরদাস্ত করবে না। বর্তমান প্রশাসন কঠোরভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে আমাদের দেশে অবৈধভাবে থাকা বিদেশিরা আর বিমানে ভ্রমণ করতে না পারে-তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করার উদ্দেশ্যে বিমান ব্যবহার করে, কেবল তখনই তা সম্ভব হবে।"

ডিএইচএস (DHS) উল্লেখ করেছে যে, তারা আটক ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার (সেলফ-ডিপোর্টেশন) সুযোগ হিসেবে বিনামূল্যে বিমান ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং ৩,০০০ ডলার প্রদান করে থাকে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "শি (Xie) যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুযোগ পাবেন এবং তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইসিই (ICE)-এর হেফাজতে থাকবেন।"

সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক

১১ পৃষ্ঠার পর

লাগেজ হাতে নিয়ে ঘটনাটি দেখছিলেন।

২১ নভেম্বর শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল আলাস্কা এয়ারলাইনসের ১৩০৬ নম্বর ফ্লাইটটির। আটকের ঘটনায় উড়োজাহাজটির যাত্রা বিলম্বিত হয়।

উক্ত অভিযান সম্পর্কে আগে থেকে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে আলাস্কা এয়ারলাইনস। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে আলাস্কা এয়ারলাইনস বলেছে, এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী ও যাত্রীদের জন্য তারা উদ্বিগ্ন। কী ঘটেছে এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে সিয়াটল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে তারা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও সরাসরি উদ্বেগের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সিয়াটল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও আটক হওয়া পরিবার ও সহযাত্রীদের জন্য ঘটনাটিকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছে। কী ঘটেছিল, তা জানতে ফেডারেল সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা জানিয়েছে সিয়াটল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

আইসিইর ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিলেন মেক্সিকোর নাগরিক রিকার্ডো লারোন্দো মেন্দোজা। তাঁর বিরুদ্ধে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অভিযোগ রয়েছে।

আটক হওয়া আরেক যাত্রী সোফিয়া হার্নান্দেজ মেহিয়ার বিরুদ্ধে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে গরম কফি ছুড়ে মারার অভিযোগ করেছে আইসিই। সংস্থাটির দাবি, তিনিও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ফেডারেল কর্মকর্তাকে আক্রমণের অভিযোগে মামলা হতে পারে।

ঘটনার ভিডিওতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাটিতে থাকা এক ব্যক্তির ধস্তাধস্তি করতে দেখা যায়। তাঁদের কয়েক ফুট দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্য যাত্রীরা। তবে আইসিই-র এই অভিযানের কড়া সমালোচনা করেছেন ওয়াশিংটন স্টেটের গভর্নর বব ফার্গুসন। আইসিইর কৌশলকে তিনি 'গভীরভাবে আমেরিকাবিরোধী' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং সংস্থাটি বিলুপ্ত করার আহ্বানও জানিয়েছেন।

অভিবাসীরাই কানাডা গড়ে তুলেছেন,

১০ পৃষ্ঠার পর

খাতে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো অঞ্চলে এ খাতে অভিবাসী কর্মীর হার আরও বেশি। দক্ষ কর্মীর ঘাটতি পূরণেও তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেটলেজ ডায়াব আরো বলেন, কানাডায় স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত কর্মী পাওয়া না গেলে অভিবাসীরা বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক পেশায় যুক্ত হয়ে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে সহায়তা করেন। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে অভিবাসন ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা জরুরি। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, কানাডার কৃষি, নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, পরিবহন, উৎপাদন ও ব্যবসায়িক খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অবদান রয়েছে। নতুন অভিবাসীরা বিভিন্ন পেশায় কাজ করার পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বিনিয়োগ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমেও অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন।

অভিবাসীদের অংশগ্রহণ কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমবাজারকেও শক্তিশালী করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মীসংকট মোকাবিলায় দক্ষ অভিবাসীদের আকৃষ্ট করা এবং তাঁদের ধরে রাখার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। কানাডা সরকার অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও টেকসই ও কার্যকর করার পাশাপাশি নতুন অভিবাসীদের বসতি স্থাপন ও সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করার উদ্যোগের কথাও বলছে। ভাষা শিক্ষা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলনের মতো বিষয়গুলো নতুন অভিবাসীদের কানাডায় প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

মেটলেজ ডায়াবের মতে, দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অভিবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করা জরুরি।

এর আগে ২০২৬ সালের ১ জুলাই কানাডা দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতেও অভিবাসীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নতুন অভিবাসী ও তাঁদের বংশধরেরা কানাডার সাফল্যে অবদান রেখে চলেছেন। দীর্ঘদিনের বাসিন্দা কিংবা নতুন নাগরিক, সবাই কানাডার ইতিহাস ও ভবিষ্যতের অংশ।

সংশ্লিষ্টদের মতে, অভিবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি দেশটির বহুসাংস্কৃতিক সমাজে তাঁদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে পারে। অভিবাসীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি, কর্মদক্ষতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে কানাডার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছেন। - সংবাদ সূত্র ওয়েব পোর্টাল প্রজন্ম কথা।

বাংলাদেশে দরিদ্রদের আয়ের পাঁচ

১৪ পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। গবেষণাটি যৌথভাবে করেছেন র্যাপিডের গবেষণা পরিচালক মো. দীন ইসলাম ও সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট তাহসিন রিফাত।

আয়করের বড় সম্ভাবনা ধনীদের কাছে

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৪০ শতাংশের বেশি আসে শীর্ষ ১০ শতাংশ পরিবারের কাছ থেকে। বর্তমান করহার অনুযায়ী, সম্ভাব্য মোট ব্যক্তি আয়করের ৯৩ শতাংশের বেশি তাদের দেওয়ার কথা। অন্যদিকে নিচের দিকের ৭০ শতাংশ পরিবারের ওপর আয়করের কোনো দায়ভার নেই।

দেশে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে মাত্র ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ মানুষ নিয়মিত আয়কর দেন। ই-টিআইএনধারীদের মধ্যেও রিটার্ন দাখিলের হার কম। ব্যক্তিপর্যায়ে এ হার ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ। এম এ রাজ্জাক বলেন, রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে বৈষম্য দ্রুত বাড়ছে। সমপরিমাণ আয়ের ওপর সমহারে কর এবং বেশি আয়ের মানুষের ওপর বেশি কর আরোপ করা হলে করব্যবস্থা বৈষম্যহীন হবে এবং রাজস্ব প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে।

অনুষ্ঠানে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদি সাত্তার বলেন, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে ডলারের বিপরীতে টাকার মান প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী শুল্ক রাজস্ব বাড়েনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। তিনি বলেন, সরকার রাজস্ব পুনরুদ্ধারের উপায়গুলো খতিয়ে দেখবে।

অর্থসচিব জানান, এ বছর সম্পদ কর চালুর প্রস্তাব সরকার বাদ দিয়েছে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দামি সম্পদের ওপর কর দেওয়ার মতো নগদ অর্থ অনেক মালিকের কাছে না-ও থাকতে পারে। এর বদলে বিদ্যমান সারচার্জ পুনর্বিন্যাসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। - ডেইলি স্টার



প্রথম এনআরবি-পিবিও পেশাজীবী সম্মেলন-২০০৭-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ, হোটেল শেরাটন, ঢাকা

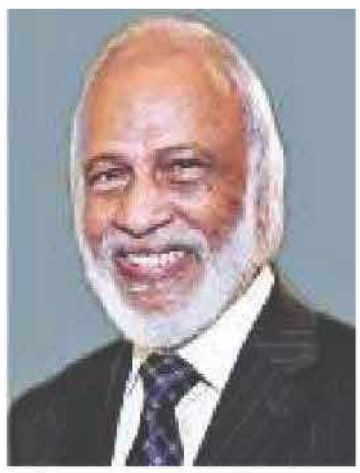

১৫ অক্টোবর ২০০৫
স্কলার্স বাংলাদেশ ডটকমের
শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন
আব্দুল মঈন খান
মাননীয় মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



প্রথম এনআরবি-পিবিও পেশাজীবী
সম্মেলন-২০০৭-এর উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



প্রথম NRB মানবসম্পদ উন্নয়ন ও
সম্ভাবনা সম্মেলন-২০০৯ অনুষ্ঠানে
উপস্থিত থেকে উদ্বোধন
ঘোষণা করেন
মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

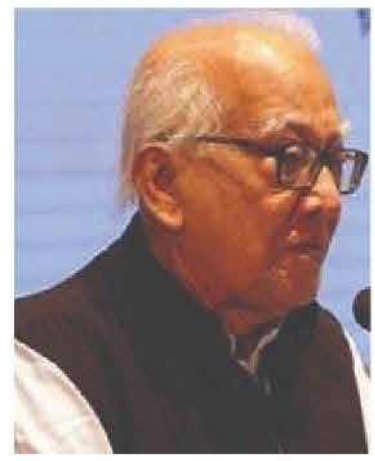

প্রথম এনআরবি-পিবিও সাহিত্য ও
সংস্কৃতি সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠানে
উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বার্তা
প্রদান করেন
অধ্যাপক পবিত্র সরকার
সাবেক উপাচার্য
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়



অধ্যাপক ফজলে হোসেন – যুক্তরাষ্ট্র, ইকবাল কাদির – যুক্তরাষ্ট্র, ড. এ. বি. এম. ফজলুল করিম – নেদারল্যান্ডস, হরিপদ কাপালী – বাংলাদেশ,
অধ্যাপক ড. এম. আর. খান – বাংলাদেশ, কলিম শরাফী – বাংলাদেশ, মনিরুল ইসলাম – স্পেন, ড. জামাল নজরুল ইসলাম – যুক্তরাজ্য

প্রথম এনআরবি-পিবিও পেশাজীবী সম্মেলন-২০০৭-এর বর্ষসেরা স্কলার

যুক্তরাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে চীনা

১৭ পৃষ্ঠার পর

চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জানা ঘটনাগুলোর মধ্যে এগুলো সামান্য কিছু উদাহরণ মাত্র। মনসান্টোর ঘটনায় আইওয়ার একটি খামারের মাটি খুঁড়ে বীজ চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন এক চীনা নাগরিক।

চীন একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র বলেই এ ধরনের অপ্রথাগত তথ্য সংগ্রাহকদের মাঠে নামাতে পারে। দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা আইন অনুযায়ী, সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও নাগরিক চীনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করতে বাধ্য। চীন সরকার কিংবা জাতীয়, সামরিক বা জননিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ যেকোনো তথ্য বা উপাত্ত চাইলে তা সরবরাহ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত-যেমন কোনো ডিজিটাল খুচরা বিক্রেতা বা যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের হাতে থাকা আর্থিক লেনদেন, ই-মেইল ও ফোনের রেকর্ড। বিষয়টি অনেকটা এমন, কোনো মার্কিন কোম্পানি অন্য দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি বা অংশীদারত্বে গেলে তাদের হাতে থাকা সব তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ), সিআইএ এবং এফবিআইকে দিতে বাধ্য থাকবে। এই বিস্তৃত তৎপরতার বিরুদ্ধে দেশ কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? এ ক্ষেত্রে সরকারি কাউন্টারইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতেরও সমান ভূমিকা রয়েছে। বেইজিংয়ের আগ্রহের শীর্ষে থাকা শিল্প খাতগুলোর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও পরিচালনা পর্ষদকে সবার আগে এই হুমকিটি বুঝতে হবে। আপনি যদি একজন মার্কিন ব্যবসায়ী হিসেবে চীনের ভেতরের বা চীনা কোনো কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়াতে চান, তবে আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে আপনার তথ্য সম্ভবত সংগ্রহ করা হবে এবং চীন সরকারের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

চুরি করার জন্য বেইজিংয়ের পছন্দের তালিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণে রয়েছে মহাকাশ প্রযুক্তি, গভীর সমুদ্রের প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি), তথ্যপ্রযুক্তি, উৎপাদন খাত, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি (ক্লিন এনার্জি), বৈদ্যুতিক ব্যাটারি প্রযুক্তি এবং ডিএনএ বা জিনোমিকস।

একটি মার্কিন কোম্পানি একাই এই সব খাতে বিশ্বমানের একটি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে-এমন প্রত্যাশা অবাস্তব। চীনের কর্তৃত্ববাদী ও 'সমগ্র সমাজকে কাজে লাগানোর' কৌশলের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজস্ব গণতান্ত্রিক জবাব তৈরি করতে হবে। দেশের স্বার্থ রক্ষায় প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালনা পর্ষদগুলোকে এখন জাতীয় নিরাপত্তা প্রচেষ্টার নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে।

শুরু হিসেবে আমি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠনের সুপারিশ করছি। তাঁরা কংগ্রেস, গোয়েন্দা সম্প্রদায় এবং মার্কিন সরকারি সংস্থাগুলোকে নিজেদের মুখোমুখি হওয়া জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পরামর্শ ও তথ্য দেবেন।

এই প্যানেলের সদস্যপদে বৈচিত্র্য থাকতে হবে; যেখানে আর্থিক সেবা, টেলিযোগাযোগ, জ্বালানি, বায়োফার্মাসিউটিক্যাল, উৎপাদন, মহাকাশ, পরিবহন, প্রাইভেট ইকুইটি ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল খাতের প্রতিনিধিরা থাকবেন। এর লক্ষ্য হবে যেমন প্রতিযোগিতার দিকে মনোযোগ ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা, তেমনি অপ্রথাগত গুপ্তচরদের প্রতিটি চেষ্টা কীভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, সেই কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা।

একই সঙ্গে মার্কিন সরকারকে দেশীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা আমূল বাড়াতে হবে। করপোরেট নেতারা কোন ধরনের হুমকির মুখে আছেন, শুধু সেই তথ্যই নয়; বরং ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখা ও ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল সম্পর্কিত কার্যকর গোয়েন্দা তথ্য দ্রুত তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অ্যালিস হুয়াং এবং তাঁর চীনা নিয়ন্ত্রকেরা জেনসেন হুয়াং ও এনভিডিয়ার বিরুদ্ধে যে 'হানি পট' অভিযান চালিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার সাফল্যকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এই ঘটনার পর মার্কিন পাল্টা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এখন হন্যে হয়ে বের করার চেষ্টা করবেন-নিজের করপোরেট কৌশল ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সম্পর্কে জেনসেন হুয়াং অ্যালিসকে কী কী বলেছিলেন। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও এবং বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল, সেসব বিষয়ে তিনি অ্যালিসকে কী জানিয়েছিলেন, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে।

তবে এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের রক্ষা করার কাজ শুরু করতে হলে আমাদের সবার আগে বুঝতে হবে, চীন আমাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি চালাচ্ছে এবং এর বিস্তৃতি কতটা গভীর। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই জাতীয় নিরাপত্তা। আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দেশকে সুরক্ষিত রাখার কার্যকর ও গণতান্ত্রিক উপায় খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের ভেতরে ও বাইরে থাকা আমাদের সবার। এই অরক্ষিত অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে তার চড়া মূল্য দিতে হবে।

উইলিয়াম ইভানিনা ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্টারইনটেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। এর আগে তিনি সিআইএর কাউন্টারএসপিওনাজ বিভাগের প্রধান এবং এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: **রাফসান গালিব**

১৯৭১ নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর

১৯ পৃষ্ঠার পর

চলে ওই অত্যাচার। পুরুষ, নারী ও শিশুদের তাড়া করে করে মারা হয়। প্রাণে বাঁচতে লাখে লাখে অসহায় মানুষ ভারতে পালিয়ে আসেন। উদ্বাস্তুদের অবিরাম স্রোত। দেখতে দেখতে এক কোটি নর-নারী পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে আশ্রয় নেন। সেই পাশবিক ঘটনাবলির খবর দিল্লিতে নিত্যদিন আসতে থাকে। ঢাকায় ছাত্র-ছাত্রী বুদ্ধিজীবীদের কী বীভৎসভাবে বেছে বেছে অত্যাচার করা হচ্ছিল, আমার উপস্থিতিতে রাজীব সেই ভয়ংকর হৃদয়বিদারক কাহিনি কাউকে শোনাত না।'

'পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচারের সেই মর্মান্তিক কাহিনির এক তথ্যচিত্র রাষ্ট্রপতি ভবনের ছোট্ট এক প্রেক্ষাগৃহে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে আমরা সেখানে গিয়ে সিনেমা দেখতাম। কিন্তু এবার যে তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে সেটি এতটাই নৃশংসতায় ভরা ছিল যে রাজীব আমাকে তা দেখতে নিষেধ করে। বলে আমার শারীরিক অবস্থায় ওটা না দেখাই ভালো। সেটা শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি অসম্মানিত হয়েছিলাম। আমি তো আর কচি খুকি নই। যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। তা ছাড়া আমি তো প্রতিদিন খবরের কাগজে সেসব পড়ছি। জানছি। কিন্তু রাজীব তা শুনল না। তার দৃঢ় যুক্তি, অত্যাচারের কাহিনি পড়া ও সিনেমায় তা দেখা দুটি অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে তা মেনে নিতে হয়।'

সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর মানসিকতার বর্ণনায় সোনিয়া লিখেছেন, 'শাশুড়িমায়ের মনে হচ্ছিল যেন তাঁর নিজের মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে। তিনি নিজে যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো দেখে ফেরার পর তাঁকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত লাগছিল। সেটা ছিল ভরা বর্ষার সময়। সাধারণ তাঁবুতে গাদাগাদি করে রয়েছেন মানুষজন। খাদ্য পানীয় যৎসামান্য। ওষুধ পথ্য নেই বললেই চলে। অসহায় সেই সব মানুষের দিনযাপনের বর্ণনা শোনানোর সময় তিনি কান্না ধরে রাখতে পারছিলেন না। সেটা ক্রমেই হয়ে ওঠে প্রবল চাপ। দায়িত্বের বোঝা। অথচ সাহায্য তাঁকে করতেই হবে। সক্রিয় তাঁকে হতেই হবে। যাঁরা আশ্রয়প্রার্থী, ভারত তাঁদের ফেরায় না। এটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। পার্সি, ইহুদি বা তিব্বতি-শরণার্থীরা যে-ই হোন।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ভারতকে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। দেশে ফিরে যা তিনি দেখেছেন তা বর্ণনাও করেছিলেন। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তা ইন্দিরা গান্ধীর মন ছুঁয়ে গিয়েছিল।'

আগস্ট মাসে খবর আসে ইয়াহিয়া খান গোপনে মুজিবুর রহমানের বিচার করতে চলেছেন। তাঁর অপরাধ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সেই বিচারের রায় যে মৃত্যুদণ্ড তা ইন্দিরা গান্ধীর জানা ছিল। সোনিয়া সে কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে উনি সরাসরি কথা বললেন। কাউকে কাউকে চিঠি লিখলেন। তারপর ঠিক করলেন বিভিন্ন দেশে যাবেন। তাঁদের বোঝাবেন কী ভীষণ সমস্যায় ভারতকে পড়তে হয়েছে। কীভাবে লাখ লাখ মানুষ এই সংঘর্ষে পিষ্ট হচ্ছে।'

সেই সময় ইন্দিরার বিদেশ সফরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন গান্ধী পরিবারের সবাই। কার সঙ্গে মিটিং করছেন, কী কথা হচ্ছে, কাগজে কী লিখছে, সব খবর রাখতেন তাঁরা। বিদেশ সফর শেষ করে ফিরে এসে পরিবারের সবাইকে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন কীভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার খোলাখুলিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। কীভাবে নস্যাৎ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া পরিস্থিতির বর্ণনা এবং অবিলম্বে মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

একদিকে ইন্দিরা গান্ধী বৈশ্বিক নেতাদের বোঝাচ্ছিলেন, পাকিস্তান কোন বিপর্যয়কর সর্বনাশের পথে এগোচ্ছে; অন্যদিকে তিনি সেনাবাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রাখলেন, পাকিস্তান যুদ্ধে যেতে বাধ্য করতে পারে। তার পূর্ণ প্রস্তুতি রাখতে হবে। সৈন্য ও খাদ্য দুই সরবরাহ নিশ্চিত করতে চূড়ান্ত প্রস্তুত থাকতে হবে।

গোটা পরিবারই তখন টালমাটাল। সোনিয়া লিখেছেন, 'তৎপরতা বেড়ে গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং হতো। অবিশ্রান্ত ফোনালাপ হতো। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দিন-রাত এক হয়ে গেছে। শাশুড়িমা ঘুম বা বিশ্রামের সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। যেকোনো মুহূর্তে পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারে। সবাই সে জন্য প্রস্তুত। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ির দরজা-জানালার কাচ ঢেকে দিতে হবে কালো কাগজে। বাড়ির বাইরের আলোগুলো নিভিয়ে দিতে হবে।

একদিন কোনো একটা কাজে তেজী আন্টির (তেজী বচ্চন) সঙ্গে কনট প্লেসে গেছি। দেখলাম রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলছে খুবই কম। শহরটা যেন অস্বাভাবিক শান্ত। লোকজন যেন শঙ্কিত। এই সময় একদিন শাশুড়িমা আমাকে ডেকে বললেন, পাকিস্তান যেকোনো সময় বোমা ফেলতে পারে। রাহুলকে নিয়ে আমি যেন রাষ্ট্রপতি ভবনে চলে যাই। ওটা অনেক নিরাপদ স্থান। শুনে আমি চিন্তিত হলাম। কিন্তু ঠিক করলাম, যতই বিপদ আসুক, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, পরিবারকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যা হবে সবাই মিলে তার মোকাবিলা করব।'

'একদিন বাড়ির পেছনের বারান্দায় বসে রাজীবের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় সাইরেনের আওয়াজ। কোলে রাহুলকে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠেছি। রাহুল কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি তাকে নিয়ে অ্যামি আন্টির ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। দেখি তাঁরাও আমার মতোই বিচলিত। ত্রস্ত। সেটা ছিল সাইরেনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার। বোমারু বিমানের হামলা হলে যাতে আমরা সতর্ক হই তার মহড়া। অ্যামি আন্টি রাহুলের কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একসময় সাইরেনের ঘণ্টি থেমে গেল। সেদিন বুঝলাম, শাশুড়িমা কেন সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। রাজীব আমার সঙ্গে আছে। রাহুলও। আর এক শিশু আসার পথে।'

আক্রমণের শঙ্কা সত্য হয় ৩ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের বেশ কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালাল। সেদিনকার বর্ণনা দিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, 'শাশুড়িমা কলকাতায় ছিলেন। দিল্লি ফিরেই বিরোধী নেতাদের মিটিংয়ে ডাকলেন। পাকিস্তানি আক্রমণের কথা জানিয়ে তাঁদের বললেন, যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া গতি নেই। সেই রাতেই তিনি রেডিওতে জাতির প্রতি ভাষণ দিলেন। বিমান হানাই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। তিনি ভারতীয় ফৌজকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকার হুকুম দিলেন। সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব সীমান্তে অপেক্ষারত ভারতীয় বাহিনী গ্রামাঞ্চল দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত ঢুকে গেল। ঘিরে ফেলল সেই শহরগুলো যেখানে পাকিস্তানি সেনারা মজুত ছিল। চারদিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলা হলো।'

সোনিয়া লিখেছেন, 'ভারতীয় বাহিনী যখন ঢাকার কাছাকাছি, খবর এল সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র ৩৬ ঘণ্টা। সেটা করা হয়েছিল ভারতকে মনস্তাত্ত্বিক চাপে ফেলতে, যাতে আমরা আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হই। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভেবেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর স্নায়ু দুর্বল। তিনি ভুল বুঝেছিলেন। রামলীলা গ্রাউন্ডের জনসভায় শ্রোতাদের বিপুল উপস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন, আমরা পিছু হটব না। এক পাও আমরা পেছাব না। আমাদের সেনাদের লক্ষ্য, সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা।'

সেই দিনটা আসতে দেরি হয়নি। সোনিয়া লিখেছেন, '১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলেন। সপ্তম নৌবহর ধারেকাছে পৌঁছানোর আগেই যুদ্ধ শেষ। জয়লাভ নিশ্চিত। নতুন দেশের সরকার গঠনের পরপরই শ্রীমতী গান্ধী সেনা প্রত্যাহার করে নেন। প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি (যদিও প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান, একই দিনে তার পরেই ভারত) দেয়। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, চরম শত্রু পাকিস্তানকে পুরোপুরি কেন জয় করে নিলেন না? ইন্দিরা উত্তরে বলেছিলেন, মানুষকে জয় করায় আমরা বিশ্বাসী নই...আমাদের নীতি সব সময় একই, বন্ধুত্বের। যেখানে তা নেই সেখানে তা সৃষ্টি করা, যদি শত্রুতা হয় তা ভোঁতা করা। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে আমরা কখনো আমাদের সীমান্তের বাইরে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলিনি।'

এর পরেই সোনিয়া দেশের স্বস্তি ও আনন্দঘন পরিবেশের উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমানের লন্ডন থেকে ভারত হয়ে নিজের নতুন দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা লেখেন। ইন্দিরা গান্ধীর সেই ঘোষণার কথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বাঙালি মানুষজনের সেই সংকট যেন ছিল আমাদের নিজেদের সংকট। প্রতিটি মুহূর্ত তা আমাদের বিদ্ধ করেছে। বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের পৈশাচিক আক্রমণ, ভারতের আবেদনে পশ্চিমা শক্তিদের হেলদোল না দেখানো, পাকিস্তানি আক্রমণের টেনশন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন, ভারতের সঙ্গে তাদের মৈত্রী চুক্তি, সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আসা-গোট সময়টা ছিল টেনশন, নাটক ও সাসপেন্সে ভরপুর।'

এরপর সোনিয়া নিজের অনুভূতির কথা লিখেছেন। সেটা ছিল ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি। ডাক্তারের মতে দুদিন পরেই তাঁর প্রসবের দিন। ওই অবস্থায় জনসমক্ষে বেরোতে সোনিয়া দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার লজ্জা লজ্জা লাগত। কিন্তু হিরো মুজিবুর রহমানকে দেখতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ কিছুতেই আমি হারাতে চাইছিলাম না। রাজীবও আপত্তি করেনি। সম্ভবত তখন ও বুঝে গিয়েছিল, এবার আর আমি ওঁর কথা শুনব না। শাশুড়িও সেটা বুঝেছিলেন। উনি আমাকে ওঁর ঘরের আলমারির সামনে নিয়ে গেলেন। একটা ওভারসাইজ নেভি ব্লু রঙের রেইনকোট বের করলেন। সেটা পরে সেই ঐতিহাসিক দিনে আমি ওঁর সঙ্গে এয়ারপোর্টে গেলাম। সঙ্গে রাজীব ও পদ্মজা নাইডু। উত্তেজনা এত তীব্র ছিল যে বাতাসেও তার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। মুজিবুর রহমানের মর্যাদা ও উষ্ণতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সমর্থনের জন্য মিসেস গান্ধী ও তাঁর সরকারকে তিনি ধন্যবাদ জানান। নতুন দেশে নিজের মানুষের কাছে যাওয়া, তাঁদের আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্য তাঁর তর সইছিল না।'

'শাশুড়িমাও যে ভারমুক্ত, তা তাঁর আচরণে বোঝা যাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে যে টেনশনের মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তা কেটে গেছে। রাজীব ও আমিও অনেক স্বস্তি ও প্রশান্তি বোধ করছিলাম। একটা ঘটনার সঙ্গে এত দিন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলাম। তা আমাদেরও প্রভাবিত করেছিল। এক দিন পরেই আমাদের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত তুঙ্গে উঠেছিল। ১২ জানুয়ারিও অবিস্মরণীয় দিন। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজীব ও অ্যামি আন্টি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যখন বলা হলো মেয়ে হয়েছে, আমি আবেগ ধরে রাখতে পারিনি। মনে হলো আমি বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করেছি। এখন আমি পুত্র ও কন্যার জননী। সদ্যোজাতের নামও ঠিক হয় শিগগিরই। প্রিয়াঙ্কা। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা দুটি নামই বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।'

এর দুই সপ্তাহ পরেই ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্যারেডে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে জনতা যেভাবে তাঁকে অভিনন্দিত করে, তা দেখে ও শুনে সোনিয়ার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সেদিনেই রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে দেশের সেরা সম্মান 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয় তাঁকে। সে কথা স্মরণ করে সোনিয়া লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সেই সম্মানে যখন তাঁকে ভূষিত করা হচ্ছিল, জনাকীর্ণ অশোক হল তখন ফেটে পড়েছিল অবিরাম হাততালিতে। বাড়ি ফিরতেই রাজীব ক্যামেরা বের করে গলায় পরানো মেডেলসহ মায়ের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, নির্ভীক চিত্ত এবং লক্ষ্যের স্পষ্টতা ছিল তাঁর। নইলে যে পরিস্থিতির মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে, তাতে অন্য যে কেউ ভেঙে পড়ত। ওঁর জন্য আমরা গর্বিত। ভারতও।'

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টারে খালি

১২ পৃষ্ঠার পর

জন্য অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বিশাল চমৎকার বিল' (big beautiful bill) ২০২৫ সালের জুলাই মাসে পাস হওয়ার পর, আইসিই (ICE) নতুন বন্দিশালা তৈরির সক্ষমতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই বিলের আওতায় সংস্থাটি ২০২৯ সাল পর্যন্ত ৪৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পায়। কেএআরই ১১ (KARE 11)-এর হাতে আসা নথিপত্র অনুযায়ী, পশ্চিম মিনেসোটায় অবস্থিত একটি সাবেক কারাগার কেনার জন্য আইসিই ৪৯৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করায় সংস্থাটি সমালোচনার মুখে পড়েছে। অথচ এর আগের বছরই কারাগারটির মালিক সেটি অঙ্গরাজ্য সরকারের কাছে মাত্র ৭৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হাউস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্যরা শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ডিএইচএস (DHS)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই বিক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র চেয়েছেন।

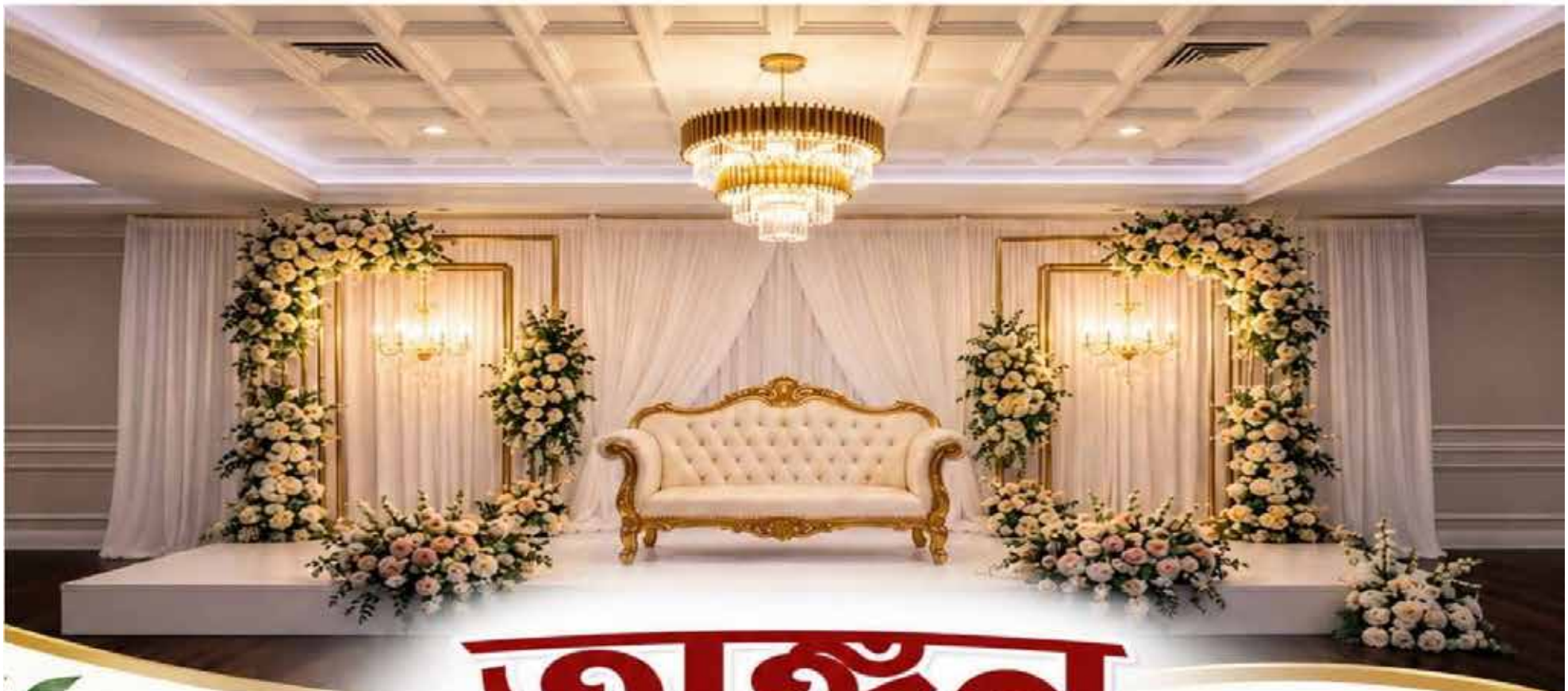

অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432





বিয়ে | বিবাহ বার্ষিকী | আকিকা | বেবি শাওয়ার | জন্মদিন | সভা-সেমিনার | গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়

929-512-6426

ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

পেনসিলভেনিয়ায় দুই দিনব্যাপী

২৪ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ। প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে পরিবার, সামাজিক সংগঠন এবং এ ধরনের বইমেলার গুরুত্ব বিশেষভাবে উঠে আসে।

সম্পাদকীয় আড্ডা': প্রবাসের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ

দুই দিনব্যাপী বইমেলার সমাপনী দিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, প্রতিবেদক, উপস্থাপক ও গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান 'সম্পাদকীয় আড্ডা'।

সম্পাদকীয় আড্ডায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রথম আলো ইউএসএর সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, টাইম টিভি নিউইয়র্কের সিইও ও বাংলা পত্রিকা নিউইয়র্কের সম্পাদক আবু তাহের এবং টাইম টিভি নিউইয়র্কের পরিচালক সৈয়দ খসরু। বিশেষ আলোচক ছিলেন বিএসিএফের পরিচালক মোহাম্মদ সোলাইমান ইবনে মজিব, ফিলাডেলফিয়া পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ ইসলাম আরিফ ও নিউইয়র্ক ভয়েস বাংলার সম্পাদক নাজমুল হাসান বাবু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা নিউজ ফিলাডেলফিয়ার সম্পাদক শেখ মো.খোরশান।

রোববার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ আড্ডায় উত্তর আমেরিকায় বাংলা গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশের বাইরে বাংলা সংবাদপত্রের টিকে থাকার সংগ্রাম, মুদ্রিত পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ধরে রাখা, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের দ্রুত বিস্তার, বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতার সংকট এবং পেশাদার সাংবাদিকতার মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা।

বক্তারা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেও একই সঙ্গে নির্ভরযোগ্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে।

বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত সংবাদ প্রচারের প্রতিযোগিতার মধ্যে তথ্য যাচাই, সঠিক সংবাদ পরিবেশন এবং পাঠকের আস্থা অর্জনের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

আলোচনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমস্যা, সম্ভাবনা, অর্জন ও সাফল্য স্থানীয় বাংলা গণমাধ্যমে আরও বেশি তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা মনে করেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। তাই কেবল নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন, নাগরিক অধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সাফল্য ও সমস্যার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

পাশাপাশি প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা বই ও সংবাদপত্র পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

বক্তাদের মতে, বইমেলার মতো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজন শুধু বই কেনাবেচার স্থান নয়; এটি লেখক, পাঠক, সাংবাদিক ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

সংগীতের সুরে সমাপনী আয়োজন

সমাপনী দিনের সাংস্কৃতিক আয়োজনে শিল্পী মেহজাবিন জেবার একক সংগীত পরিবেশনা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। কবিতা, সংগীত, সাহিত্য আলোচনা ও সাংবাদিকদের প্রাণবন্ত আড্ডার মধ্য দিয়ে রোববার রাত পর্যন্ত চলে বইমেলার কার্যক্রম।

দুই দিন ধরে পেনসিলভেনিয়া সহ আশপাশের স্টেট থেকে আসা লেখক, সাহিত্যিক, প্রকাশক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও পাঠকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল মেলা প্রাঙ্গণ।

বইয়ের স্টলে শিশু-কিশোরদের উপস্থিতি, সাহিত্যিকদের সঙ্গে পাঠকদের সরাসরি মতবিনিময় এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে একটি পারিবারিক ও সামাজিক মিলনমেলায় রূপ দেয়।

অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডাঃ ফাতেমা আহমেদ, সুস্মিত গুহ রায়, কবি আলী সিদ্দিকী, কাউসার মালেক রোজি, ফারহানা আফরোজ চৌধুরী পাপিয়াসহ আরো অনেক বিশিষ্টজন।

পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের অভিনয়শিল্পী শিরিন বকুল ও রুমানা আলম এবং পেনসিলভেনিয়া বইমেলা আয়োজক পরিষদের সদস্যসচিব ফারুক আহাম্মদ ভূঁইয়া পলাশ। তাঁদের প্রাণবন্ত ও সাবলীল উপস্থাপনায় দুই দিনব্যাপী বইমেলার বিভিন্ন পর্ব হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মুরাদ হোসেন মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন, এম তাফাজ্জল হোসেন, সুবক্তগীন সাকী, মাসুদুল হাসান স্যারোয়ার দ্যানিয়েল, নুরুল ইসলাম, খন্দকার হাসান, নিযামউদ্দীন আহমেদ এবং ডিজে জাফর।

বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নতুন প্রত্যাশা

আয়োজকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখা এবং নতুন প্রজন্মকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করাই বইমেলার প্রধান উদ্দেশ্য।

তাঁদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিধিও বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

দুই দিনব্যাপী পেনসিলভেনিয়া বইমেলা ২০২৬ শেষ হলেও এর মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার বিকাশে নতুন প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে।

বইমেলা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধন প্রবাসী বাংলাদেশিদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার অন্যতম শক্তি। - ফিলাডেলফিয়া থেকে মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

"ট্রাম্পকেয়ার" নিয়ে আলোচনার জন্য

৭ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটরা বড় ধরনের জয় পেয়ে প্রতিনিধি সভা (হাউস) ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এখন তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কাজ করার কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-কে বলেন, "তাদের আনা প্রতিটি প্রস্তাবে আমি ভেটো দেব; আমার মনে হয়, এক পর্যায়ে তারা নিজেরাই আলোচনার আগ্রহ দেখাবে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি প্রস্তুত, আমরা স্বাস্থ্যসেবার মতো বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারি। আমরা যৌথভাবে অনেক ভালো কিছু অর্জন করতে পারব।"

'মেডিকেয়ার ফর অল' (সবার জন্য মেডিকেয়ার) প্রস্তাবটির নাম পরিবর্তনের ধারণাটি এই মাসের শুরুর দিকে এল-সায়েদ প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ তিনি লিখেছিলেন, "ডোনাল্ড, প্রস্তাবটি এখন আলোচনার টেবিলে রয়েছে। প্রতিটি আমেরিকানের জন্য-জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করুন।"

তবে রবিবার (২২ নভেম্বর) তিনি যোগ করেন যে, প্রস্তাবটির নাম কী রাখা হলো তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই; কারণ তার "মূল লক্ষ্য হলো-যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া।"

"আমি তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম-রাজনীতি থেকে অর্থের প্রভাব দূর করা, মানুষের পকেটে অর্থ নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য মেডিকেয়ার (Medicare for All) ব্যবস্থা চালু করা। এখন, এই কর্মসূচির নাম কী রাখা হলো, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই দেশের মানুষ যেন অবশেষে সেই স্বাস্থ্যসেবা পায়, যা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজও পূরণ করা হয়নি," তিনি বলেন।

ট্রাম্প, এল-সায়েদের এক্স (X) প্ল্যাটফর্মের একটি পোস্ট পুনরায় শেয়ার করেছেন-যেখানে সোনালি রঙের 'ট্রাম্পকেয়ার' (Trumpcare) কার্ড দেখা যাচ্ছিল-এবং এর মাধ্যমে তিনি স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর আগে, নিজের প্রথম মেয়াদে-যখন সিনেট রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল-তখনও তিনি করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তহবিল প্যাকেজ নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

এল-সায়েদের কার্যালয় এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। তবে এর আগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

প্রস্তাবটি আইনে পরিণত করতে যা প্রয়োজন, তা করতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন এল-সায়েদ। নাম নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এতে তাঁর নাম দিন। তাহলে সম্ভবত তিনি এটি পাস করবেন। এমন কিছু করতে আমার আপত্তি নেই। এর নাম কী হবে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর দুই নেতার বক্তব্যে সুরের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প এল-সায়েদকে 'জিহাদি উন্মাদ' বলে আক্রমণ করেছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চান। অন্যদিকে, এল-সায়েদ ট্রাম্পের বক্তব্যকে বিদ্বেষপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, মিশিগানের ভোটাররা তাঁর নাম ও চেহারাকে কেন্দ্র করে চালানো প্রচারণা উপেক্ষা করেছেন।

নির্বাচনে জয়ের পর বক্তব্যে এল-সায়েদ বলেন, 'মিশিগান প্রমাণ করেছে, আমরা কতটা বড়। এমন একটি বিদ্বেষপূর্ণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিছু বলার ছিল না, শুধু আমার নাম ও চেহারার দিকে আঙুল তোলা হয়েছিল।'

আগামী জানুয়ারি থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট, উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার কথা। দলটির প্রগতিশীল অংশের দীর্ঘদিনের দাবি 'মেডিকেয়ার ফর অল'।

ভ্যান্সের ওপর কেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন

৬ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগমাধ্যমের ওই পোস্টে ভ্যান্সের আরেকটি কথা যোগ করা উচিত ছিল, তা হলো 'আবার সুযোগ পেলে কি আপনি একই সিদ্ধান্ত নিতেন? আমার উত্তর হলো, হ্যাঁ।'

ট্রাম্পকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর প্রশংসা করতে দেখা গেছে। রুবিও একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানান, ইরানে হামলার সিদ্ধান্তকে বারবার সমর্থন জানানোয় রুবিও প্রেসিডেন্টের প্রশংসা পাচ্ছেন।

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা ভাবছেন ভ্যান্স। রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেতে ট্রাম্পের সমর্থন তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে রুবিওর প্রশংসা করে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিচ্ছেন, উত্তরসূরি হিসেবে কাকে বিবেচনা করবেন।

হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ভ্যান্সের দপ্তরও মন্তব্য করেনি। তবে সম্প্রতি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ভ্যান্সের দেওয়া বক্তব্যের দিকে নজর দিতে বলেছে তাঁর দপ্তর।

চলতি সপ্তাহে ফক্স নিউজের পক্ষ থেকে জেডি ভ্যান্সকে প্রশ্ন করা হয়, নির্বাচন-পরবর্তী তাঁর ওই পোস্ট নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কোনো মতবিরোধ আছে কি না। জবাবে ভ্যান্স বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বা প্রশাসনের অন্য কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার কোনো মতবিরোধ নেই।'

গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) নিউইয়র্ক টাইমসের ডিলবুক সম্মেলনে ভ্যান্সের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিপর্যয় মোকাবিলায় ওয়াশিংটনে বৈঠক করার কথা জানিয়ে তিনি সেখানে যাননি। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অনেক রিপাবলিকানই ধরে নিয়েছিলেন, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন ভ্যান্স।

তবে ট্রাম্প তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টকে নিয়ে প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগত আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। ভ্যান্সও বলেছেন, তিনি এখনো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। ফক্স নিউজকে ভ্যান্স বলেন, 'আমি এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। আগামী বছর কোনো এক সময় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' ভ্যান্সের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতে, তিনি সত্যিই প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। গত জুলাইয়ে তাঁর চতুর্থ সন্তানের জন্ম হয়েছে। এ বিষয়টিও সিদ্ধান্তহীনতার পেছনে ভূমিকা রাখছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও নির্বাচনী তথ্যগুলো বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখেন ভ্যান্স। জয়ের সম্ভাবনা না দেখলে তিনি নির্বাচনে না-ও দাঁড়াতে পারেন।

ইরান যুদ্ধ ও ভোটারদের মধ্যে যুদ্ধের অজনপ্রিয়তাও ভ্যান্সের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ভ্যান্সের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মনে করেন, ট্রাম্প ইরানে আবার বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করলে ২০২৮ সালে ভ্যান্সের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

২০২৩ সালে ট্রাম্পকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়েছিলেন ভ্যান্স। সে সময় তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি নতুন কোনো যুদ্ধে জড়াবেন না। যুদ্ধ শুরুর পর প্রশাসনের ভেতরে ব্যক্তিগতভাবে সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় পরাজয়ের পর প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন ভ্যান্স। নির্বাচনের পরদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমরা হেরেছি যুদ্ধের কারণে।'

ট্রাম্পও একই কথা বলেছেন বলে ওই পোস্টে উল্লেখ করেন ভ্যান্স। তবে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পেছনে ট্রাম্প একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী না হওয়াকে প্রধান কারণ বলেছেন।

অনেকে মনে করছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের পর যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের নীতি থেকে নিজেকে কিছুটা আলাদা করার চেষ্টা করেছেন ভ্যান্স। প্রেসিডেন্টের সমালোচনা না করেই নিজের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এরপরই ট্রাম্প তাঁকে ইরানের সঙ্গে মধ্যস্থতার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগ তদন্তে ভ্যান্সকে মনোযোগ দিতে হবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হোয়াইট হাউসে কাজ করেছেন অ্যালিসা ফারাহ গ্রিফিন। এখন তিনি এবিসি নেটওয়ার্কের জনপ্রিয় টক শো 'দ্য ভিউ'-এর সহসঞ্চালক। তিনি বলেন, 'ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট হলে যে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, জেডি ভ্যান্সও এখন সেই অবস্থায় আছেন। প্রেসিডেন্টের অবস্থান থেকে নিজেকে আলাদা করার সুযোগ তাঁর নেই।'

ভ্যান্স বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কোনো মতপার্থক্য নেই। ভ্যান্সের এই বক্তব্যকে এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও নির্বাচনী প্রচারে তা ব্যবহার করা হবে বলে মনে করেন গ্রিফিন।

ভ্যান্সের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা মনে করেন, রিপাবলিকান পার্টির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনয়ন দেওয়ার বদলে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বেছে নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের পরাজয়ের উদাহরণ দেন তাঁরা। বাইডেন নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর পর দ্রুত হ্যারিসকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। তখন দলের একাংশ আনুষ্ঠানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের দাবি জানিয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভ্যান্সও কমলা হ্যারিসের মতো বেকায়দায় পড়তে পারেন। বাইডেন ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের বিষয়টি যেভাবে সামাল দিচ্ছিলেন, তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কমলা হ্যারিস। কিন্তু নিজেকে তখনকার অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়ে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কমলা হ্যারিসের সাবেক নির্বাচনী প্রচার ব্যবস্থাপক রব ফ্ল্যাহার্টি বলেন, 'জেডি ভ্যান্সের প্রতি সহানুভূতি দেখানো কঠিন। কারণ, তিনি নিজেই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। তবে তাঁর অবস্থাটাও বুঝতে হবে, তিনি আটকে গেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট ছকে আটকে যেতে হয়। কমলা হ্যারিসও এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে আলাদা করতে পারেননি।' রিপাবলিকান পার্টিকে ভবিষ্যতে কোন পথে নিয়ে যাবেন, ভ্যান্সকে এখন সেই জটিল হিসাব মেলাতে হবে। একসময়ের ঘোর 'ট্রাম্পবিরোধী' থেকে ট্রাম্পেরই ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠার যাত্রা ইঙ্গিত দেয়, ভবিষ্যতে তাঁর রাজনীতি যেকোনো দিকেই মোড় নিতে পারে।

২০১৬ সালে ভ্যান্স ট্রাম্পের কড়া সমালোচক ছিলেন। তখন তিনি ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনের অযোগ্য বলেছিলেন। পরে ট্রাম্পের সমর্থক হন এবং ২০২২ সালে ওহাইও থেকে সিনেট নির্বাচনে তাঁর সমর্থন চান। ট্রাম্প তাঁকে সমর্থন দেন এবং ভ্যান্স নির্বাচনে জয়ী হন।

অনেক রিপাবলিকানের মতে, দলের প্রাইমারি বা প্রাথমিক বাছাইপর্বে জিততে হলে ভ্যান্সের ট্রাম্পের প্রকাশ্য কিংবা পরোক্ষ সমর্থন প্রয়োজন হবে। তবে সেই সমর্থন এখনো নিশ্চিত নয়। কারণ, ট্রাম্প নিজের সহযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পছন্দ করেন। তাঁর উপদেষ্টারা জানিয়েছেন, এখনই নিজের কোনো উত্তরসূরি হিসেবে কাউকে সমর্থন দেওয়ার তাড়া নেই প্রেসিডেন্টের।

ট্রাম্পের উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে রিপাবলিকানদের ভেতরে নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা বড় জয় পাওয়ায় রিপাবলিকান শিবিরে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে। এ অবস্থায় টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজ ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেস্যান্টিসও সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সামনে আসছেন।

অন্যদিকে সম্ভাব্য আরেক প্রার্থী মার্কো রুবিও প্রকাশ্যে ভ্যান্সকে সমর্থনের কথা জানালেও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতে, ট্রাম্পের উৎসাহ পেলে তিনিও প্রার্থী হতে পারেন। ট্রাম্পও প্রকাশ্যে রুবিওর ভূয়সী প্রশংসা করছেন।

গত মঙ্গলবার ম্যানিলায় আসিয়ান সম্মেলনে রুবিওকে 'অসাধারণ' বলে অভিহিত করেন ট্রাম্প। বিদেশ সফরে ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ইরান যুদ্ধের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েও রুবিও ট্রাম্পের মন জয় করেছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসকে রুবিও বলেন, জনপ্রিয় না হলেও দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে ইরানে হামলার অনুমতি দিয়ে ট্রাম্প প্রশংসা পাওয়ার মতো কাজ করেছেন।

রুবিও ও ভ্যান্সের এই ভিন্ন অবস্থান রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

স্ত্রীর ‘পরকীয়া কাজে লাগিয়ে’

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যাং ওয়েইয়ের ডেটা সেন্টার ব্যবসার মূল ভিত্তি সাংহাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেঞ্চুরি লংটেং। ২০২১ সালের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এ ব্যবসার সম্প্রসারণ শুরু হয়। এতে সাংহাইয়ের স্থানীয় সরকারি একটি সংস্থার ১০ শতাংশ এবং ক্যাংয়ের ব্যবসায়িক উদ্যোগ হেক্সি ক্যাপিটাল-সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের ২৭ শতাংশ মালিকানা ছিল। বাকি ৬৩ শতাংশের মালিক ছিল সেঞ্চুরি হুয়াটং।
২০২২ সালের শুরুতে চীনের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের সঙ্গে চুক্তি করে সেঞ্চুরি লংটেং। এর আওতায় ক্লাউড ডেটা সেন্টার, জ্বালানি অবকাঠামো ও কম্পিউটিং সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এরপর দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় ডেটা সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ সামনে আসে।
এর মধ্যে চীনের উহু শহরে ৪৫০ কোটি ডলারের প্রকল্প ছিল অন্যতম। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৫৬ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা। প্রায় ৪১ লাখ বর্গফুট এলাকাজুড়ে আটটি ভবন নির্মাণ এবং ২৪ হাজার সার্ভার র‍্যাক স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল প্রকল্পটিতে। চীনা সরকারের পক্ষ থেকে এতে বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হয়। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত অন্তত একটি ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল।
এ ছাড়া ২০২৪ সালে সিচুয়ান প্রদেশের লিয়াংশানে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের আরেকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। শেনজেনেও সেঞ্চুরি লংটেং-সংশ্লিষ্ট আরেকটি ডেটা সেন্টার প্রকল্পের তথ্য পাওয়া গেছে।

এনভিডিয়ার চিপ পেতে স্ত্রীর তৎপরতা

স্বামীর ডেটা সেন্টার ব্যবসা যখন চীনে বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন এনভিডিয়ার উন্নত চিপ সংগ্রহে তৎপর ছিলেন অ্যালিস হুয়াং। তিনি মেগাস্পিড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২০২৩ সালে এনভিডিয়ার উন্নত কম্পিউটিং চিপের সরবরাহ নিশ্চিত করতে তৎপর হন অ্যালিস হুয়াং। ওই বছরের নভেম্বরের মধ্যে মেগাস্পিড এনভিডিয়াকে জানায়, চীনের বৃহৎ অনলাইন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আলিবাবা তাদের প্রধান গ্রাহক হবে। এর পর মেগাস্পিড এনভিডিয়ার ক্লাউড পার্টনারের স্বীকৃতি পায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি চিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সুবিধা পায়।
একই মাসে মালিকানা পুনর্গঠনের কারণে মেগাস্পিডে অ্যালিসের নিবন্ধিত পরিচালকের দায়িত্বের অবসান ঘটে। তবে জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। ২০২৩ সালের শেষ দিকে সিঙ্গাপুরের একটি রেস্তোরাঁয় এবং পরের বছর তাইপের কম্পিউটেক্স প্রযুক্তি সম্মেলনে তাদের একসঙ্গে দেখা যায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেগাস্পিডের সংগ্রহ করা এনভিডিয়ার কিছু চিপ পরে চীনে পাঠানো হয়েছিল। তবে এসব চিপ কাংয়ের ডেটা সেন্টারগুলোতে পৌঁছেছিল কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একইভাবে, চীনের সরকার মেগাস্পিডকে চিপ সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিল, এমন তথ্যও নেই।
২০২৪ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত কাং ও অ্যালিস যৌথভাবে সাংহাই ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি ডেটা সেন্টার প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রস্তাব দেন। তিন বছরে বিনিয়োগের অর্থ তিন গুণ করার সম্ভাবনার কথাও জানান তারা। চীনে এনভিডিয়ার চিপ নেওয়ার পথ রয়েছে বলেও বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করেছিলেন তারা।

তদন্তের মুখে মেগাস্পিড, আটক ক্যাং

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সার্ভার কেনাকাটায় মিথ্যা ঘোষণা দেওয়ার সন্দেহে সিঙ্গাপুরে মেগাস্পিড ও প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তকারীরা অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ না পেলেও অ্যালিস হুয়াংকে সতর্ক করা হয় এবং সিঙ্গাপুরে পুনরায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। মেগাস্পিড ও আরও ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
অন্যদিকে, শেয়ারবাজারে কারসাজির সন্দেহে চলতি বছরের শুরুর দিকে সাংহাইয়ে আটক হন ক্যাং ওয়েই। পরে তিনি মুক্তি পান। সব মিলিয়ে, কাং ও অ্যালিসের ব্যবসায়িক তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, তা নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

চীন, ভারতসহ ১৬ অর্থনীতির ওপর

৭ পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি। মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি নির্বাচনে দলটির পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এককভাবে শুল্ক নির্ধারণের বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থানও স্পষ্ট হতে পারে।
প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও শুল্ক বাতিল বা কমানোর কোনো আইন পাস হলে ট্রাম্প তাতে ভেটো দিতে পারবেন।
শিল্প খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের ৩০১ ধারার আওতায়। এ ধারায় মার্কিন কোম্পানি বা বাণিজ্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকারী দেশের পণ্যের ওপর প্রেসিডেন্ট শুল্ক আরোপ করতে পারেন। নতুন শুল্কের হার এখনো জানা যায়নি। তবে তা চলতি বছর ঘোষিত ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে যুক্ত হবে।
চীনসহ অনেক দেশ আগের শুল্কের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ফেব্রুয়ারিতে প্রায় সব বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ট্রাম্পের আরোপ করা বিস্তৃত ‘পারস্পরিক’ শুল্ক বাতিল করার পর বিকল্প হিসেবে সাময়িক শুল্ক আরোপ করেছিলেন তিনি। সেই শুল্কের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ই নতুন শুল্ক কার্যকর হয়।
এদিকে, গত সপ্তাহেই চীনের প্রযুক্তি খাতের অন্যতম কেন্দ্র শেনজেন সফর করেন ট্রাম্প। চলতি বছর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এটি ছিল তার তৃতীয় সরাসরি বৈঠক। আগামী মাসে ফ্লোরিডার ডোরালে ট্রাম্পের আয়োজনে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে শি জিনপিংয়ের যাওয়ার কথা রয়েছে।
শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নিলেও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বড় বাণিজ্য ঘাটতি দুই দেশের সম্পর্কে এখনো বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে।
গাড়ি, সৌর প্যানেল, সিমেন্ট ও ইস্পাতসহ বিভিন্ন শিল্পে চীনের বিপুল উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির বাণিজ্য অংশীদারদের উদ্বেগ বেড়েছে। চীনের নেতারা অর্থনীতির ভারসাম্য ফেরানোর উদ্যোগ নিলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় দেশটির কোম্পানিগুলো বিদেশের বাজারে সম্প্রসারণ করছে। এতে রপ্তানি বেড়ে গত বছর চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রেকর্ড প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। - খবর এপি-র

বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

আর্থিক চাপের বিষয়টি সামনে এনেছেন। তাঁদের মতে, সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এসব বাস্তব সমস্যাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত।
লেভিটের পোস্টের মন্তব্যে একজন লিখেছেন, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সন্তান জন্মদানের প্রতিযোগিতা হিসেবে বিষয়টিকে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, পশ্চিমা দেশগুলোর সংস্কৃতি ধরে রাখতে অভিবাসন সীমিত বা বন্ধ করাই প্রকৃত সমাধান।
আরেক মন্তব্যকারী মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুদের পরিচর্যাকেন্দ্র, জীবনধারণের উপযোগী মজুরি ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এসব সুবিধার বিরোধিতা করা ব্যক্তিরাই আবার বেশি সন্তান নেওয়ার আহ্বান জানান। এরপর মানুষ কেন বেশি সন্তান নিচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন।
আরেকজন সরাসরি লেভিটকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, ‘ক্যারোলিন, আমাদের আর সন্তান নেওয়ার সামর্থ্য নেই।’ - সংবাদ সুত্র এনডিটিভি

হুয়াংকে পুনর্বহাল করতে ‘আমি রাজি

৭ পৃষ্ঠার পর

কথাও জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমি তাকে ফোন করে বলেছিলাম, জেনসেন, তোমাকে একটি কাজ করতে বলছি-কঠোর পরিশ্রম করো।’
সোমবার (২৩ নভেম্বর) জেনসেন হুয়াংকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও পরিচালক হিসেবে পুনর্বহাল করেছে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। অন্তত দুটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।
উল্লেখ্য, ওই সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি ছিল এমন এক নারীর সঙ্গে; যিনি চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কাজ করছিলেন বলে মার্কিন কর্মকর্তারা ধারণা করেছিল। অন্যটি ছিল সরাসরি হুয়াংয়ের অধীনে কর্মরত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, পরিচালনা পর্ষদ ‘যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তথ্য পেয়েছে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে পর্ষদ আত্মবিশ্বাসী যে মি. হুয়াংকে পুনর্বহাল করায় জাতীয় নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই।’
এর আগে, একের পর এক বড় ধরনের করপোরেট কেলেঙ্কারির জেরে গত ১২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদ থেকে পদত্যাগ করেন জেনসেন হুয়াং।
সিএনবিসিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, হুয়াংয়ের কারণে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হবে কি না, তা জানতে চেয়েছিল পরিচালনা পর্ষদ। বিষয়টি কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ ধরে পর্যালোচনার পর প্রশাসন জানিয়েছে, এতে কোনো সমস্যা নেই।
হুয়াংকে পুনর্বহালে নিজের হস্তক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তার হস্তক্ষেপ না থাকলে হুয়াংকে আবার সিইও করা হতো কি না, তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। তার ভাষ্যমতে, ‘আমি বিশ্বাস করি, আমার হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’
পর্ষদকে কী বলে রাজি করিয়েছিলেন-এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তিনি তাদের মত বদলাতে পেরেছেন। কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দেড় সপ্তাহ আগের তুলনায় আগের দিন পর্ষদকে রাজি করানো অনেক সহজ ছিল। সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ‘মূলত পরিচালনা পর্ষদে আমার প্রতিনিধিত্ব ছিল।’
গত সপ্তাহে শেয়ারবাজারে দরপতন হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তার অবস্থানকে প্রভাবিত করেছে কি না, জানতে চাইলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘সম্ভবত।’ তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ‘তার মস্তিষ্কে এমন আরও কিছু চিপ রয়েছে, যেগুলোর কথা আর কেউ জানে না, এমনকি আমিও না।’

আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, যিনি এনভিডিয়া (Nvidia)-এর পরিচালনা পর্ষদকে জেনসেন হুয়াংকে পুনরায় সিইও হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।
যদিও হুয়াং একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তার কোম্পানিতে ফিরে আসার ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতিমধ্যেই আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। গত শুক্রবার (২০ নভেম্বর) এনভিডিয়ার শেয়ারের দর ছিল ১২৫.৫৩ ডলার; সোমবার (২৩ নভেম্বর) তা বেড়ে সর্বোচ্চ ১৭১.০৫ ডলারে পৌঁছায় এবং দিনশেষে ১৬৫.০৫ ডলারে নেমে আসে।
মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) কোম্পানির শেয়ারের দর প্রায় ১০ ডলার কমে ১৫৫.৩৮ ডলারে গিয়ে ঠেকে। মঙ্গলবার দরপতন সত্ত্বেও, এনভিডিয়ায় হুয়াংয়ের ফিরে আসার সুবাদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শেয়ারপ্রতি প্রায় ৪০ ডলারের মতো আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন।”
মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ প্রেসিডেন্ট এনভিডিয়া (Nvidia, Inc.)-এর ৩২,০০০ থেকে ৩,৭০,০০০টি শেয়ারের মালিক ছিলেন।
সোমবার এনভিডিয়ার শেয়ারের দর বেড়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্পদের পরিমাণ ১.৩ মিলিয়ন থেকে ১৬ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নৈতিকতা বিষয়ক দপ্তরের (U.S. Office of Government Ethics) গত সপ্তাহে প্রকাশিত আর্থিক নথিপত্র অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১ লক্ষ ১ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার মূল্যের এনভিডিয়া শেয়ার কিনেছিলেন।
এছাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি কোম্পানিটির ১,০০০ থেকে ১৫,০০০ ডলার মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছিলেন।
এই বিক্রির ঘটনাটি ঘটেছিল ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এ প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনের এক মাসেরও বেশি সময় আগে, যেখানে বলা হয়েছিল যে হুয়াং (Huang)-এর সঙ্গে অ্যালিস হুয়াং নামে এক নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল - যিনি আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সন্দেহে একজন চীনা গুপ্তচর হতে পারেন বলে ধারণা করা হয়। অ্যালিস হুয়াং ‘মেগাস্পিড’ (Megaspeed) কোম্পানির একজন প্রাক্তন নির্বাহী ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুয়াংকে চাকরিতে ফিরিয়েই আনেননি, নিশ্চিত বিবাহ বিচ্ছেদ থেকেও বাঁচিয়েছেন হুয়াং দম্পতিকে

ধারণা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কেবল এনভিডিয়া (Nvidia)-র সিইও জেনসেন হুয়াংকে চাকরিতে ফিরিয়েই আনেননি, নিশ্চিত বিবাহ বিচ্ছেদ থেকেও বাঁচিয়েছেন হুয়াং দম্পতিকে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, এনভিডিয়া (Nvidia)-র সিইও জেনসেন হুয়াং-যিনি চিটিং অর্থাৎ প্রতারণা করেছেন-এবং তাঁর স্ত্রী বিষয়টি ‘মিটিয়ে ফেলেছেন’ এবং সে ‘খুবই ভালো স্ত্রী’। এনভিডিয়ার একজন বড় শেয়ারহোল্ডার এবং হুয়াংয়ের ৪০ বছরেরও বেশি সময়ের জীবনসঙ্গিনী লোরি হুয়াং, গত মাসে এই কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর থেকে অবশ্য নীরব রয়েছেন।

এলডিসি উত্তরণের পরও অস্ট্রেলিয়ায়

১৪ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদন সক্ষমতা ও সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।
এসব খাত সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের আরও অবহিত করার পাশাপাশি দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
কৃষিপণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশের তাজা আম রপ্তানির অনুমোদন এবং বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার হিমায়িত গরুর মাংস রপ্তানির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। আম রপ্তানির অনুমোদন পেতে চলমান কারিগরি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং দুই দেশের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এ ছাড়া আঞ্চলিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়াতে রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা চাওয়া হয়।
বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদনশিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারের দেওয়া বিনিয়োগ প্রণোদনা তুলে ধরা হয়।
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বাড়ানো, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য ও সোর্সিং সেমিনার আয়োজন, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল বিনিময় এবং দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট (টিফা) সই হয়। এর আওতায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও গতিশীল, বহুমুখী ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

শ্রমিক আন্দোলনে ১৮ দিনে

১৪ পৃষ্ঠার পর

কারখানায় জরিপ চালানো হলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হতো।
বিজিএমইএ বলেছে, অস্থিরতার কারণে ক্রেতাদের আস্থায় চিড় ধরেছে। এর ফলে তারা নিশ্চিত হওয়া ৫ কোটি ৯০ লাখ পিস পোশাকের ক্রয়াদেশ অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছেন। সংগঠনটি জানায়, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি। কারণ, জরিপে ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০টির বেশি কারখানার মধ্যে একটি অংশকেই কেবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জরিপ করা হয়েছে মাত্র ১৮ দিনের। ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি বলেছে, প্রত্যক্ষ ক্ষতির পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হচ্ছে, তা এখনো অব্যাহত থাকায় সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে ক্রয়াদেশ সরিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রভাব ইতোমধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ৮৪ মিশনের যেখানেই

১৫ পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত ওনার চেহারা কি আপনারা দেখেছেন? আমরা দেখি নাই। এখন উনি কোথায় যাবেন না যাবেন, ইটস ইমম্যাটেরিয়াল।’ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর, ১৭ ডিসেম্বর, ভাই আসুক না, এলে অ্যারেস্ট হয়ে জেলে যাবে। এই পলিটিক্যাল স্টান্টের কোনো মানে হয় না’
বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে পাসপোর্ট দেওয়ার সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বাহাত্তরের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট হিউম্যানিটির আওতায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইজ নট কম্পেলড টু গিভ হার অ্যানি পাসপোর্ট, অ্যানি এনআইডি, এনিথিং।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই



ডিরেক্ট লেন্ডার

- কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
- এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
- ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
- হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver



NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

খাবার থেকে শুরু করে ওষুধ, বাড়তি

৯ পৃষ্ঠার পর

কমাতে এবং জরুরি চিকিৎসা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিপরীতে মানুষের আয় স্থবির হয়ে পড়লে মূল্যস্ফীতি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে (টিবিএস) বলেন, "ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে যদি মানুষের আয়ও একই হারে বাড়ত, তবে এটি এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াত না। মানুষ এখন কেবল টিকে থাকার জন্যই সঞ্চয় ভাঙছে বা ঋণ নিচ্ছে।" দফায় দফায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এই চাপকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে যাতায়াত ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে এটি সরাসরি পারিবারিক বাজেটে আঘাত হানছে; অন্যদিকে কৃষি, শিল্পোৎপাদন ও পণ্য পরিবহনের ব্যয় বাড়িয়ে পরোক্ষভাবে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে-যার পুরো বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোক্তাদের ঘাড়েই চাপছে।

খাবার কিনব নাকি ঘরভাড়া দেব'

জীবনযাত্রার এই চাপ সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর ওপর। টিকে থাকার লড়াইয়ে তাঁদের অনেকেই খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন এবং চিকিৎসা ও যাতায়াত খরচে কাটছাঁট করছেন।

রিকশাচালক মো. সুরুজ মিয়া মালিকের জমার টাকা পরিশোধের পর দিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা আয় করেন-যা দিয়ে ছয় সদস্যের সংসার চালানো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাঁর জন্য। তিনি বলেন, "প্রতিটি দিন আমাকে এই দুশ্চিন্তায় পার করতে হয় যে, আয়ের টাকায় খাবার কিনব নাকি ঘরভাড়া দেব।"

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার ও আমিষ এখন বিলাসিতা

ঢাকার খুচরা বাজারগুলোতে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যগুলোও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মগবাজারের একটি চায়ের দোকানে বসে রিকশাচালক লতিফ মিয়া জানান, মাত্র দুই সপ্তাহ আগেও ছোট যে পাউরুটির দাম ছিল ১০ টাকা, এখন তা ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পোশাক শ্রমিক হাজেরা বেগমের জন্য তাঁর সন্তানদের স্কুলের টিফিনের জন্য দুটি বিস্কুট কেনাও এখন বড় সংগ্রামের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ছোট প্যাকেটের পাউরুটি প্রায়ই উৎপাদকের নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে, বেশ কিছু কোম্পানি 'শ্রিঙ্কফ্লেশন' বা দাম অপরিবর্তিত রেখে গোপনে পণ্যের ওজন কমিয়ে দেওয়ার কৌশল বেছে নিয়েছে।

ইস্কাটনের বাসিন্দা শাহজাহান সাজু জানান, উৎপাদনকারীরা ক্রেতাদের কোনো কিছু না জানিয়েই প্যাকেটের আকার ছোট করে ফেলছে। তিনি বলেন, "চিপস, চানাচুর ও মসলার অনেক প্যাকেট বাইরে থেকে দেখে ভরা মনে হলেও খোলার পর দেখা যায় ভেতরের অনেকটাই খালি।"

ময়দা, চিনি, ভোজ্যতেল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে গত অক্টোবরের শেষ দিকে বাংলাদেশ ব্রেড, বিস্কুট অ্যান্ড কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতি-বেকারি পণ্যের দাম ২০ শতাংশ বাড়িয়েছে। সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন জানান, গত ছয় মাসে এখাতের মোট উৎপাদন ব্যয় অন্তত ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে, আর গ্যাস ও বিদ্যুতের অব্যাহত সংকটের কারণে তা আরও বাজে রূপ নিয়েছে।

দুগ্ধজাত ও আমিষজাতীয় পণ্যের দামও একই পথে হেঁটেছে। প্যাকেটজাত পাস্তুরিত তরল দুধের দাম বেড়েছে। গত অক্টোবরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য কোম্পানি এক লিটার তরল দুধের প্যাকেটের দাম ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০-১১৫ টাকা নির্ধারণ করেছে।

এ ছাড়া ব্রয়লার মুরগি কেজিপ্রতি প্রায় ২০০ টাকা এবং ডিম ডজনপ্রতি ১৫০ টাকায় বিক্রি হওয়ায়-অনেক পরিবারই তাদের দৈনন্দিন আমিষ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

রান্নাঘরের গণ্ডি ছাড়িয়েছে মূল্যস্ফীতির চাপ

খাদ্যবহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও পারিবারিক বাজেটে বড় চাপ তৈরি করছে, যার ফলে ক্রেতারা ছোট প্যাকেট কেনার দিকে বা সস্তা বিকল্প পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন। মগবাজারের বাসিন্দা নাজমুন নাহার গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে ১ কেজি রিন ডিটারজেন্ট পাউডারের প্যাকেট কিনেছিলেন ১৮০ টাকায়; কিন্তু ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এর দাম বেড়ে ২০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে একটি ছোট লাক্স সাবানের দাম ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হয়েছে, আর শীতের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ ৫০০ গ্রামের নিভিয়া লোশনের বোতল গত বছরের ১,২৫০ টাকা থেকে বেড়ে এখন স্বপ্ন সুপারশপে ১,৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধিতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা

চলমান এই অর্থনৈতিক সংকটের সবচেয়ে উদ্বেগজনক প্রভাব পড়েছে জনস্বাস্থ্যের ওপর। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যতালিকা তুলনা করে টিবিএস দেখেছে যে, গত তিন মাসে শত শত ওষুধের দাম ৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।

বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মহাসচিব এ জেড এম জাকির হোসেন ওষুধ উৎপাদনের খরচ অন্তত ৩০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দাবি করেন, খুচরা পর্যায়ে দাম খুব সামান্য এবং কেবল নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ক্ষেত্রেই বেড়েছে। তবে মূল্যস্ফীতির কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারগুলোর জন্য সামান্য এই মূল্যবৃদ্ধিও বহন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বেসরকারি চাকরিজীবী আসাদুল ইসলাম-যাঁর মায়ের বারডেম হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়-জ্বালানি খরচ বাঁচাতে মোটরসাইকেল চালানো বাদ দিয়ে এখন লোকাল বাসে যাতায়াত করছেন। তিনি বলেন, "আমার আর্থিক কষ্ট দেখে মা এখন আর ডাক্তারের কাছেই যেতে চান না।"

স্থবির মজুরি বাড়িয়েছে ঝুঁকি

মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায় দেশজুড়ে অর্থনৈতিক ঝুঁকি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) 'স্টেট অব দ্য রিয়েল ইকোনমি-২০২৬' শীর্ষক গবেষণায় বিশ্লেষিত এক জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে দেশের ২৭.৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিলেন, আর আরও ১৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকলেও-যেকোনো সময় দরিদ্র হয়ে পড়ার চরম ঝুঁকিতে ছিলেন।

আয়ে সামান্য কোনো ব্যাঘাত, অসুস্থতা কিংবা নিত্যপণ্যের আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি-এসব পরিবারকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছে। ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) এবং এর অংশীদারদের ২০২৬ সালের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে বিশ্লেষণের আওতায় থাকা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশ বা প্রায় ১ কোটি ৫৩ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ছিলেন।

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সময়ের প্রাক্কলনে বলা হয়েছে, এই সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৮১ লাখে পৌঁছাতে পারে, যার মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৮৭ হাজার মানুষ জরুরি মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকবেন।

চাহিদা কমায় বিপাকে ব্যবসায়ীরা

পরিবারগুলো খরচ কমিয়ে দেওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব পুরো সরবরাহ ব্যবস্থায় (সাপ্লাই চেইন) ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে পাইকারি বিক্রেতা, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা চরম লোকসানের মুখে পড়ছেন। কারওয়ান বাজারের কাঁচাবাজারের চাঁদপুর স্টোরের মালিক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম জানান, গত এক মাসে তাঁর দোকানের বিক্রি অন্তত ৩০ শতাংশ কমে গেছে। যেসব খুচরা বিক্রেতা আগে সপ্তাহে দুবার মালপত্র কিনতেন, তাঁরা এখন সপ্তাহে একবার-কিংবা পনেরো দিনে একবার আসছেন। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভোক্তাদের চাহিদা কমে যাওয়ার দ্বিমুখী চাপে পড়েছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল জানান, যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি এবং দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায়-প্রায় সব ধরনের পণ্যের বিক্রির পরিমাণ কমে গেছে। তিনি বলেন, "ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমরা সব পণ্যের দাম বাড়াতে পারিনি। আমরা বেশিরভাগ পণ্য লোকসানে এবং কিছু পণ্য ন্যূনতম লাভে বিক্রি করছি।"



নতুন বিশ্বযুদ্ধ কড়া নাড়ছে

৮ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে এটি যথেষ্ট না হলেও এটি শান্তির বীজ বপন করেছিল। ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ গঠনের জন্য সান ফ্রান্সিসকোতে সমবেত হয়ে কেলগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তির চেতনা ও নীতিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সেগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। জাতিসংঘ সনদে অন্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি নিষিদ্ধ করা হয়।

পরবর্তী দশকগুলোয় এই প্রতিষ্ঠানগুলো এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিত এবং কূটনীতি ও সহযোগিতার জন্য উৎসাহ জোগাত। একই সময়ে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমতও শক্তিশালী হচ্ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ এবং পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী গণ-আন্দোলনে স্নায়ুযুদ্ধের সামরিকবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আজ ১৯৪৬ সালের পর যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সশস্ত্র সংঘাত চলছে। 'উপসালা কনফ্লিক্ট ডেটা প্রোগ্রাম'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সরকারগুলো ৬৫টি সক্রিয় সংঘাতে জড়িত ছিল। এটা ২০১০ সালের সংখ্যার দ্বিগুণ। বিশ্বজুড়ে প্রায় ১২ কোটি মানুষ যুদ্ধের কারণে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

আগ্রাসী যুদ্ধ আবার ফিরে এসেছে। রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছে। আর লেবানন, সুদান ও ইয়েমেনের মতো জায়গায় বছরের পর বছর ধরে লড়াই চলছে।

এই প্রবণতা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যয় কমিয়ে সামরিক বাজেট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা কয়েক প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায়নি। কেবল গত এক দশকেই বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা ব্যয় ৪০ শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং অনেক দেশ তাদের সামরিক বাজেট দ্বিগুণ করেছে। এমনকি ডেনমার্ক, জার্মানি, জাপান ও নরওয়ের মতো সামরিক সংযমের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা দেশগুলোও দ্রুতগতিতে অস্ত্রসজ্জিত হচ্ছে। কেউ কেউ বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও পুনরায় চালু করছে।

পারমাণবিক যুদ্ধের নতুন হুমকি আরও বড় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রধারী নয়টি দেশই তাদের অস্ত্রভান্ডার আধুনিকায়ন করছে এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। বিশ্বের দুটি বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাদের কৌশলগত অস্ত্রভান্ডার সীমিত রাখার সর্বশেষ চুক্তিটিও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর পারমাণবিক শক্তিধর নয়-এমন দেশের সংখ্যাও বাড়ছে, যারা এখন নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলার কথা ভাবছে।

একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যুদ্ধের অস্ত্রগুলোকে আরও বিপজ্জনক করে তুলছে। বিদ্যুৎ গ্রিড, হাসপাতাল ও আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাইবার হামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার সুযোগ তৈরি হওয়ায় মানুষের তদারকি ক্রমে কমে আসছে। পারমাণবিক প্রযুক্তিতে এআইয়ের সংযোজন এক অস্তিত্বগত হুমকি তৈরি করেছে।

এই সবকিছু মিলে যেকোনো সংকট দ্রুত পুরো পৃথিবী ধ্বংসের দিকে গড়ানোর আশঙ্কা বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেশগুলো অবিশ্বাস্য গতিতে ধ্বংসের হাতিয়ার তৈরি করছে, অথচ সেগুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এগোচ্ছে কূটনীতির অত্যন্ত ধীরগতিতে।

যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়

রাজনৈতিক পরিবর্তন বিশ্বকে শান্তি থেকে দূরে সরিয়ে সংঘাত ও সামরিকীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে; আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতিকে উৎসাহিত করছে এবং স্থিতাবস্থাবিরোধী রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও সীমানাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটছে এবং অতি ডানপন্থী আন্দোলনগুলো এমন এক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করছে, যেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে 'জিরো-সাম গেম' হিসেবে দেখা হয় এবং দেশগুলোকে সহযোগিতার বদলে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। এমনকি মধ্যপন্থী নেতারাও যুদ্ধপ্রস্তুতির ভাষায় কথা বলছেন।

এ প্রেক্ষাপটে আগ্রাসী যুদ্ধগুলোকে প্রয়োজনীয়তা, মুক্তি, আত্মরক্ষা কিংবা ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। আক্রমণকারীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুকে দানব হিসেবে চিত্রিত করে এবং আগাম হামলার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তাদের সামরিক অভিযানকে অনিবার্য বলে দাবি করে। তারা প্রতিটি যুদ্ধকে দেখে নিরাপত্তাহীনতার জবাব হিসেবে, যেন সব যুদ্ধ শেষ করার জন্যই এ যুদ্ধ।

কিন্তু এসব যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদ করবে না। কোনো রাষ্ট্র যখনই আগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনই তা এমন সব নীতিমালাকে দুর্বল করে দেয়, যা খোদ আক্রমণকারী দেশসহ সব দেশকে নির্বিচার বলপ্রয়োগের হাত থেকে রক্ষা করে। যুদ্ধের মূল্য অত্যন্ত চড়া। এটি সমাজকে ভেঙে দেয় এবং মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। অর্থনৈতিক ক্ষতিও বিশাল। যুদ্ধ নতুন বিপদও ডেকে আনে। একবার লড়াই শুরু হলে এর গতিপথ আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সংঘাত নতুন পক্ষগুলোকে টেনে আনে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। ইরানের যুদ্ধ আবারও এর একটি বড় উদাহরণ। সবশেষে যুদ্ধ খুব কমই স্থায়ী শান্তি বয়ে আনে; বরং এটি ক্ষোভকে আরও গভীর করে এবং এমন বিভেদ তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের সহিংসতাকে ইন্ধন জোগায়।

যেভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে

যুদ্ধকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব পুরো বিশ্বের। নীরব থাকা মানে কাপুরুষতা ও অপরাধের সহযোগী হওয়া। স্প্যানিশ সমাজ তাদের অবস্থান স্পষ্ট করছে-প্রতি চারজন স্প্যানিশ নাগরিকের মধ্যে তিনজন যুদ্ধকে তাঁদের সবচেয়ে বড় ভয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর চেয়েও বেশি মানুষ বিশ্বাস করেন যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।

কিন্তু কেবল নীতিগতভাবে যুদ্ধের নিন্দা জানানোই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ বন্ধ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এমন বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে, যা দেশগুলোর জন্য সশস্ত্র সংঘাত শুরু করা, টিকিয়ে রাখা এবং ন্যায্যতা দেওয়া ক্রমে কঠিন করে তোলে। স্পেন তেমন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা এবং পেশিশক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা আন্তর্জাতিক আইনগুলোকে স্পেন রক্ষা করেছে। গাজায় যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই স্পেন অবিলম্বে ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, সব জিম্মির মুক্তি এবং বাধাহীন মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

যুদ্ধ প্রতিহত করতে হলে আগ্রাসনের মূল্যও বাড়াতে হবে। বাকি বিশ্বকে নিশ্চিত করতে হবে যে যারা যুদ্ধ বাধানোর পথ বেছে নেয়, তারা যেন বিনা মূল্যে পার না পায়। উদাহরণস্বরূপ, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের শুরু থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা স্পেন ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করেছে।

যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে চলমান সংঘাত সম্প্রসারণে সাহায্য করতে দেশগুলোকে অস্বীকৃতি জানাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, স্পেন ২০২৩ সাল থেকে ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে। এ বছর ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেনের ভূখণ্ড ও সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সমৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করাও অপরিহার্য। সমাজ যখন সহনশীল হয়, বৈষম্য কমে আসে এবং নাগরিকেরা যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ভরসা রাখতে পারে, তখনই নিরাপত্তা শক্তিশালী হয়। গত বছর ন্যাটোর প্রস্তাবিত জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে সরে আসার পেছনে স্পেনের এই উপলব্ধিই কাজ করেছিল। প্রতিরক্ষা ব্যয়কে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে স্পেন সামাজিক সুরক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করার আর্থিক সক্ষমতা ধরে রেখেছে।

একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা

তবু একটি দেশের একার প্রচেষ্টায় খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের রসদ বন্ধ করতে হলে সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন প্রকৃত বহুপক্ষীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এটিই একমাত্র কৌশল, যা আগেও কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা পুরো বিশ্বকে এক সুতোয় গেঁথেছিল।

এ ব্যবস্থাকে পুনরায় শক্তিশালী করা সহজ কাজ হবে না। ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং ব্যাপক অবিশ্বাস বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ একতরফা পথ বেছে নিয়েছে এবং এমন সব লেনদেনভিত্তিক সমঝোতার পেছনে ছুটছে, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিজাতদেরই লাভবান করে, অথচ সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করে। বহুপক্ষীয়তাবাদে হতাশ হয়ে অন্য দেশগুলো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে কিংবা বাণিজ্য ও প্রযুক্তির বিষয়ে সাময়িক সমঝোতায় পৌঁছাতে বিভিন্ন ছোটখাটো জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এর সংকীর্ণতা ইতিমধ্যেই বিভক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরও খণ্ডিত করে। আমাদের প্রয়োজন ম্যাক্সিল্যাটারালিজম। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তা সর্বজনীন হয় বা সর্বজনীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে। তারপরও বিশ্বের একটি অংশকে বহুপক্ষীয় প্রচেষ্টার বাইরে রেখে দেওয়া মানেই ভবিষ্যতের সংঘাতের বীজ বপন করা।

বিশ শতকের ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল না। এর নিয়মগুলোর প্রয়োগ ছিল অসম, মানদণ্ডগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মানা হতো এবং এর প্রক্রিয়াগুলো ছিল হতাশাজনকভাবে ধীর। কিন্তু এটি অনস্বীকার্য যে এ ব্যবস্থা না থাকলে বিশ্ব আজ আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক হতো। এই পুরো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখন ক্ষয়ে যাচ্ছে। অথচ এটি ছাড়া বিশ্ব শান্তি রক্ষার আশা করতে পারে না।

সংস্কারের ম্যান্ডেট

যুদ্ধকে ইতিহাসের পাতায় পাঠাতে হলে বৈশ্বিক প্রচারাভিযানের কেন্দ্রে থাকতে হবে বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

প্রথমত, জাতিসংঘ এবং ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যেহেতু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত, তাই এর কাঠামো হালনাগাদ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতাও কঠোরভাবে সীমিত করতে হবে, বিশেষ করে যখন নিরাপত্তা পরিষদ গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের মতো গুরুতর বিষয়গুলো বিবেচনা করে। চূড়ান্তভাবে ভেটো প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা উচিত।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও-বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকে-একই চেতনায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনা উচিত। উভয় প্রতিষ্ঠানে ভোটাধিকারের বণ্টন এখনো বিশ শতকের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং প্রথা অনুযায়ী সব সময় একজন ইউরোপীয় আইএমএফের এবং একজন আমেরিকান বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্ব দেন। এই প্রথার অবসান হওয়া উচিত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো পারমাণবিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি সীমিত করার আন্তর্জাতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা। এর কিছুটা নির্ভর করে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর ওপর। তবে বৃহত্তর প্রচেষ্টায় সব দেশের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পারমাণবিক শক্তিধর নয়-এমন দেশগুলোর উচিত নিজেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার অঙ্গীকার করা। একই সঙ্গে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোকে অস্ত্র কমাতে ও কূটনৈতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণে উৎসাহিত করতে সব ধরনের কূটনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করা।

প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। স্যাটেলাইট ইমেজারি, রিমোট সেন্সর ও ডেটা অ্যানালিটিকসের অগ্রগতি স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলো মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা আরও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিতে পারে।

সর্বশেষ অগ্রাধিকার হলো আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা যাতে আদালতের রায় কার্যকর করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। কিছু দেশ যেমনটা করার চেষ্টা করছে, সেভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) অকার্যকর করে দিলে বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধগুলো কেবল বিনা বিচারেই পার পেয়ে যাবে। আইসিসি কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রগুলোকে আইনি, কূটনৈতিক ও আর্থিক পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। যুদ্ধ শুরু করা এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।

যুদ্ধকে অকল্পনীয় করে তোলা

যুদ্ধের দিকে বিশ্বের এই যাত্রা থামাতে হলে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের অঙ্গীকার প্রয়োজন। ছোট-বড় সব দেশকেই চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

চূড়ান্তভাবে যা যুদ্ধকে অকল্পনীয় করে তুলবে, তা হলো একটি ইতিবাচক শান্তি এজেন্ডা, যা নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণগুলো দূর করে। দারিদ্র্য বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, লিঙ্গসমতা অগ্রসর করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা এবং দুর্যোগ-সহনশীলতা বাড়ানোর প্রতিটি পদক্ষেপই সহিংসতা সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিগুলোকে প্রশমিত করে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত, বড় পরিসরে এবং সহনীয় ব্যয়ে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো উন্নয়নশীল দেশকে ঋণ পরিশোধ এবং নিজ দেশের জনগণের পেছনে বিনিয়োগের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য হতে না হয়। স্পেন তার পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে উন্নয়নকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্প্যানিশ সরকার জাতিসংঘের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে (এসডিজি) জোরালোভাবে সমর্থন করেছে। বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্পেন জলবায়ু অর্থায়ন, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, খাদ্যনিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগগুলোয় সমর্থন দিয়েছে। এসব উন্নয়ননীতি মূলত শান্তি প্রতিষ্ঠারই নীতি। আইনি নীতিমালা এবং প্রকৃত বহুপক্ষীয়তাবাদের পেছনে বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি বৃহত্তর প্রকল্পকে অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়া মানবতাকে কীভাবে নরকে টেনে নামায়, তা আমরা দেখেছি। আমাদের প্রজন্মের সামনে প্রশ্ন হলো, আমরা কি আইনের শাসন রক্ষা করব, নাকি পেশিশক্তির শাসনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেব?

পেদ্রো সানচেজ স্পেনের প্রধানমন্ত্রী। *ফরেন এফেয়ার্স* থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা এক

১৯ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় নেতার সঙ্গে ওঠাবসা করেও তিনি বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে রয়ে গেছেন।

হয়তো এ কারণেই ভাসানীর মধ্যে রহস্যময়তা ছিল। তিনি ক্ষমতা চাইতেন না, অথচ ক্ষমতাবানেরা তাঁকে ভয় করতেন। তিনি নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, কিন্তু মানুষের শক্তির ওপর আস্থা হারাতেন না। তিনি বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, আবার সশস্ত্র রাজনীতির ব্যাপারেও সতর্ক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই জটিলতা তাঁকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

যাঁরা স্থিতাবস্থায় বিশ্বাস করেন, নির্বিঘ্নে ও নির্ঝঞ্ঝাটে ক্ষমতার চর্চা করতে চান, তাঁদের না-পছন্দ। মওলানাকে তাঁরা মনে করেন একটা ঝামেলা, 'গোলমালের কারিগর'। আসলে তিনি কী? তাঁকে নিয়ে শেষ কথা বলা সহজ নয়। তাঁকে জড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক রহস্যময়তা। বাংলার কবি ও সাহিত্যিকেরা তাই তাঁকে শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখেননি। তাঁরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এক প্রতীক। কবি আল মাহমুদ তাঁর মাথাকে তুলনা করেছিলেন হারিয়ে যাওয়া এক পর্বতের স্মৃতির সঙ্গে। কবি লিখলেন:

মওলানার টুপিওয়ালা উঁচু মাথাটি যেন
এক হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি।
আমি এই পর্বতের পাশে মাঝে মধ্যে যেতাম
স্নিগ্ধ, যেন নিজের মধ্যে সমাহিত এক বাতাসের ফুৎকার। /
বলতেন, কবিতা দিয়ে কী হবে? আগে চাই স্বাধীনতা,
তারপর ভাত-কাপড়।

আসলে ভাসানীর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা রাজনীতির হিসাবের বাইরে। তিনি মানুষের কল্পনায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁর পোশাক, তাঁর ভাষা, তাঁর জীবনযাপন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন অবস্থান তাঁকে এক কিংবদন্তিতে পরিণত করেছিল।

মওলানা ভাসানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ধত অহংকারের সামনে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পাকিস্তানি আধিপত্যের অন্ধ প্রাচীরে আঘাত করেছিলেন। সামরিক শাসনের ইস্পাত-দরজায় নির্ভীক হাতে কড়া নেড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিদিনে তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল নৈতিকতার এক দীপশিখা, যা অন্ধকারের ভেতরও মানুষকে পথ চিনিয়েছিল। অথচ স্বাধীনতার সূর্য ওঠার পরও তিনি থামেননি। নতুন রাষ্ট্রের পতাকা যখন বাতাসে উড়ছিল, তখনো তিনি দেখেছিলেন মানুষের খালি থালা, কৃষকের শুকনা মুখ, অভাবের কালো ছায়া। স্বাধীনতার আনন্দের ভেতরও তিনি শুনেছিলেন অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির আর্তনাদ। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, আবার অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্ষমতার নিশ্চিন্ত ঘুমে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন ছিল নদীর মতো। কোথাও শান্ত, কোথাও ভাঙনকবলিত; কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও ঘোলা। সেখানে ছিল ভুল, ছিল দ্বিধা, ছিল বিতর্ক, ছিল অনিশ্চয়তার কুয়াশা। কিন্তু ইতিহাস মানুষের বিচার করে না শুধু তার নির্ভুলতার মাপকাঠিতে। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত খোঁজে, একজন মানুষ কার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

মওলানা ভাসানী ক্ষমতার মালিক নন, ক্ষমতার সামনে দাঁড়ানো প্রশ্ন। ক্ষমতা কার জন্য? প্রাসাদের জন্য, নাকি কুঁড়েঘরের জন্য? শাসকের জন্য, নাকি মানুষের জন্য? যত দিন এই প্রশ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে না যাবে, যত দিন কোনো ক্ষুধার্ত শিশু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে, যত দিন কোনো কৃষক ফসলের মাঠে ঘাম ঝরাবে অথচ ন্যায্য অধিকার পাবে না, তত দিন মাওলানা ভাসানীর ছায়াও বাংলার ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াবে।

আজও শীতের কুয়াশায় ঢাকা কোনো ভোরে, ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনপাড়ে কিংবা ধানের খেতের মৃদু বাতাসে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। মনে হয়, সাদা পাঞ্জাবি পরা এক দীর্ঘকায় মানুষ ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন দিগন্তের দিকে। তিনি যেন আজও একই প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন বাংলার কাছে।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক
মতামত লেখকের নিজস্ব

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের কিস্তি

৯ পৃষ্ঠার পর

এ সংঘাতের কারণে বাংলাদেশের আনুমানিক ৪.১২ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতির দায় বাংলাদেশের নাগরিকদের বহন করতে হচ্ছে, যদিও এর জন্য তারা দায়ী নন।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে আর্থিক চাপের মুখে পড়ছে, আন্তর্জাতিক আলোচনায় সেই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। এ বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সামনে তুলে ধরতে আইডিএ-২১ সম্মেলন ও আগামী বছরের জি-২০ সম্মেলনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ।

সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে বাজেট ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ নেওয়া বন্ধ এবং বাজারভিত্তিক ঋণের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিতুমীর বলেন, 'মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশ থেকে কমতে শুরু করেছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে উঠেছে। ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সুদের হার এক বছর আগের প্রায় ১২ শতাংশ থেকে কমে ৮ শতাংশে নেমেছে।'

দেশীয় মুদ্রায় সরকারি সিকিউরিটিজের মেয়াদ বাড়িয়ে ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় মুদ্রার সরকারি বন্ড জেপি মরগানের উদীয়মান বাজারের সরকারি বন্ড সূচকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আকর্ষণের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিতুমীর বলেন, ঋণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের কৌশলের দুটি প্রধান ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় মালিকানা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এ লক্ষ্যে নিজস্ব মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল, বার্ষিক ঋণ গ্রহণ পরিকল্পনা এবং ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ঋণের তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ঋণদাতাদের সঙ্গে দায়িত্বশীল সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাজস্ব আদায় বাড়ানোকে ঋণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান সংস্কার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ। আগামী পাঁচ বছরে এ অনুপাত অন্তত ২ শতাংশীয় পয়েন্ট বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী, কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশে উন্নীত করতে চায় সরকার। এজন্য রাজস্ব আদায় ডিজিটাল করা, কর ফাঁকির সুযোগ বন্ধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী ও পেশাদার ডেট ম্যানেজমেন্ট অফিস গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে আধুনিক পাবলিক ডেট অ্যাক্ট প্রণয়নের বিষয়টিও বিবেচনা করছে সরকার।

একইসঙ্গে আমলাতন্ত্রের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ আগামী বছর শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঋণ ব্যবস্থাপনার নতুন কৌশলে দেশীয় ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ভারসাম্য, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সমন্বয় এবং সহজ শর্তের ঋণের পাশাপাশি বাজারভিত্তিক অর্থায়নের ঝুঁকি বিবেচনা করা হচ্ছে।

দেশীয় বন্ডবাজার গভীর করার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) ও বিভিন্ন ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি অর্থায়নের উৎস বাড়াতে সুকুক বা ইসলামি বন্ড ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এসব অর্থায়ন ব্যবস্থার ব্যয়, ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ দায় যথাযথভাবে মূল্যায়নের ওপর জোর দেন তিতুমীর।

ঋণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারবিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর শাহরিয়ার ঘানি বলেন, বাংলাদেশকে শুধু প্রচলিত উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণের ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, সম্পদ ব্যবস্থাপক, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, এনডাওমেন্ট ফান্ড এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকেও অর্থায়নের সুযোগ খুঁজতে হবে।

বৈশ্বিক পুঁজির অন্তত ৯০ শতাংশের নতুন উৎসের সঙ্গে বাংলাদেশের এখনো কার্যকর সংযোগ তৈরি হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের বন্ডের একটি স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড (বেঞ্চমার্ক) তৈরি হলে ভবিষ্যতে সিটি বন্ড, সুকুক ও অবকাঠামো প্রকল্পের বিপরীতে সিকিউরিটাইজেশনের মতো নতুন অর্থায়নের পথ খুলবে।

এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে জনসমক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

তানভীরের মতে, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঋণ টেকসই বিশ্লেষণ কাঠামো ঋণ নেওয়া সম্ভব কি না, তা নির্ধারণে সহায়তা করে; কিন্তু সেই ঋণ নেওয়া কতটা যৌক্তিক বা জনগণের জন্য কতটা সুফল বয়ে আনবে, সেই সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব সরকারের।

সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) পরিচালক চিগডেম আকিন বলেন, বাংলাদেশের সীমিত রাজস্ব আহরণ, ঋণ পরিশোধের ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ায় সরকারি অর্থব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পর্যাপ্ত আর্থিক সুরক্ষা (ফিসকাল বাফার) ও অপ্রত্যাশিত বৈশ্বিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা থাকা জরুরি।

তিনি বলেন, টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ঋণের স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ, দেশীয় বন্ডবাজারের উন্নয়ন ও ঋণের উৎস বহুমুখীকরণের পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয়ে শৃঙ্খলা, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

এডিবি বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং দেশীয় পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়াতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলেও জানান তিনি।

সুপারিশ

সম্মেলনের দুই দিনের আলোচনা ও সাতটি অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মেহেদী মাসুদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়নের উৎস বহুমুখীকরণ, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মেলনে উঠে এসেছে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, পূর্বানুমানযোগ্য ঋণ গ্রহণ পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ জরুরি। দেশীয় বন্ডবাজারে তারল্য বাড়াতে বেঞ্চমার্ক বন্ড, বাজার সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান এবং কার্যকর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে সুকুক বাজার সম্প্রসারণে শক্তিশালী আইনি কাঠামো, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, শরিয়াহ তদারকি এবং বাজারের তারল্য বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অবকাঠামো ও জলবায়ু প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স, বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সংস্থার গ্যারান্টি ও ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থা ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে সরকারি গ্যারান্টি ও ভবিষ্যৎ দায়ের হিসাব যথাযথভাবে প্রকাশ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন আলোচকেরা।

এ ছাড়া ঋণ ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত ডেট ম্যানেজমেন্ট অফিস গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। ঋণ গ্রহণ, মধ্যমেয়াদি কৌশল ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ঋণের হিসাব সংরক্ষণ-এই তিনটি কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। - দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড



কানাডাকে কাছে টানতে

৯ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প। গত বুধবার ১৮ নভেম্বর সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতা আলাদা বৈঠকে বসেন। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি।

শেনঝেনের বৈঠকের পর ওয়াশিংটনে ফিরে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বললেন, কার্নির সঙ্গে ভালো কথা হয়েছে, দুই দেশ বাণিজ্য চুক্তির জন্য কাজ করছে। কানাডার অপরিশোধিত তেল যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার পাইপলাইন নিয়েও আগ্রহ দেখালেন তিনি। একই সংবাদ সম্মেলনে আবার অভিযোগ করলেন, বাণিজ্যে কানাডা বছরের পর বছর যুক্তরাষ্ট্রকে 'ঠকিয়েছে'। প্রধানমন্ত্রী কার্নির প্রশংসা করে আলোচনার পথ খুলতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আর পুরোনো অভিযোগ টেনে সেই আলোচনায় কানাডার কাছ থেকে আরও ছাড় আদায়ের চাপ তৈরি করছেন।

গত শুক্রবার ২০ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, কিস্টোন পাইপলাইন নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে। তাঁর ভাষ্য, কার্নিও প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে চান। কিস্টোন এক্সএল ছিল আলবার্টার হার্ডিস্টি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা পর্যন্ত অপরিশোধিত তেল পরিবহনের একটি প্রস্তাবিত পাইপলাইন। ২০২১ সালে মূল প্রকল্পটি বাতিল হয়। এখন কানাডীয় কোম্পানি সাউথ বো পুরোনো প্রকল্পের কিছু অবকাঠামো ব্যবহার করে 'প্রেইরি কানেক্টর' নামে নতুন একটি পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। দ্য কানাডিয়ান প্রেসের মতে, ট্রাম্প সম্ভবত এই প্রস্তাবটির কথাই বলেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আমেরিকার শোধনাগারগুলোতে আরও কানাডীয় তেল পাঠানোর পথ খুলবে। সেই সুবিধা পেতে যুক্তরাষ্ট্রকে কানাডার সহযোগিতা নিতে হবে।

পাইপলাইনে আগ্রহের কথা জানিয়েই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাতে আরও অনেক কাজ বাকি। তবে অটোয়ার কাছ থেকে তিনি কী চান কিংবা বিনিময়ে ওয়াশিংটন কী ছাড় দিতে রাজি, তা খোলাসা করেননি। প্রধানমন্ত্রী কার্নির দপ্তর জানিয়েছে, শেনঝেনের বৈঠকে দুই নেতা এমন একটি চুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন, যা উভয় দেশের উপকারে আসবে এবং কানাডার ভাষা, সংস্কৃতি ও সার্বভৌমত্বকে পূর্ণ সম্মান দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর মতে, কার্নির সঙ্গে বৈঠকটি ট্রাম্পকে চূড়ান্ত চুক্তির দিকে এগোনোর সুযোগ দিয়েছে।

কানাডার ওপর চাপ তৈরির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও বাণিজ্য ঘাটতির অঙ্ক ফুলিয়ে বলেছেন। শুক্রবার তিনি দাবি করেন, কানাডার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৮ হাজার কোটি আমেরিকান ডলার। তাঁর নিজের প্রশাসনের প্রকাশিত হিসাবেই এ দাবির ভিত্তি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের হিসাবে, ২০২৫ সালে কানাডার সঙ্গে পণ্য বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি ছিল ৪ হাজার ৮৩০ কোটি আমেরিকান ডলার। একই বছরে সেবা বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত ছিল ২ হাজার ৭৭০ কোটি আমেরিকান ডলার। পণ্য ও সেবা মিলিয়ে ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার ৬০ কোটি আমেরিকান ডলার। সরকারি হিসাবের প্রায় চার গুণ অঙ্ক দেখিয়ে ট্রাম্প এমন ধারণা দিতে চাইছেন, যেন বাণিজ্যে ভারসাম্য ফেরানোর পুরো দায় কানাডারই।

ওয়াশিংটনের আশ্বাসের চেয়ে চুক্তির শর্তকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ আছে অটোয়ার। আগস্টে দুই দেশ সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছিল। আলোচনায় প্রস্তাব ছিল, অটোয়া বাণিজ্যে কয়েকটি ছাড় দেবে। বিনিময়ে ওয়াশিংটন কানাডীয় পণ্যের ওপর শুল্ক কমাবে। কার্নির ভাষ্য, শেষ মুহূর্তে ট্রাম্প প্রশাসন শর্ত পাল্টে ফেলে। কানাডায় তৈরি মাঝারি ও ভারী ট্রাক শুল্কছাড় পাবে কি না, তা নিয়েও বিরোধ দেখা দেয়। দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে আলোচনা এগোনোর পর বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক আরও কঠোর শর্ত দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত চুক্তি ভেস্তে যায়।

প্রধানমন্ত্রী কার্নির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি 'ছয় মাস আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল'। নিউইয়র্ক টাইমসের ডিলবুক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ভালো চুক্তির সুযোগ থাকলে কানাডা এগোবে। তবে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকবে না অটোয়া। শেনঝেনেই সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নেতাদের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে কথা বলেছেন কার্নি। কানাডার এই অগ্রযাত্রাই ওয়াশিংটনের জন্য মাথাব্যথার কারণ। কানাডীয় রপ্তানিকারকদের সামনে যত বেশি বাজার খুলবে, মার্কিন বাজারে প্রবেশের শর্তকে হাতিয়ার বানিয়ে অটোয়ার কাছ থেকে ছাড় আদায় করা তত কঠিন হবে।

কানাডীয় তেল পেতে অটোয়ার সহযোগিতা চান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কার্নির প্রশংসা করে আলোচনার পরিবেশ নরম করা এবং পাইপলাইনে আগ্রহ দেখিয়ে কানাডার কাছ থেকে আরও ছাড় চাওয়া, দুটিই ট্রাম্পের দর-কষাকষির কৌশল হতে পারে। তবে আগস্টে শেষ মুহূর্তে শর্ত বদলে ওয়াশিংটন নিজেই তার আশ্বাসের ওপর ভরসা করা কঠিন করে তুলেছে। এবার কানাডার সহযোগিতা চাইলে ট্রাম্পকেই জানাতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র কানাডীয় পণ্যের ওপর আরোপিত কোন কোন শুল্ক কমাতে রাজি। দুই দেশ যেসব শর্তে একমত হবে, ওয়াশিংটন সেগুলো মেনে চলবে বলেও তাঁকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। তথ্যসূত্র: The Globe and Mail;, The Canadian Press

৩ বছরের মধ্যেই বিশ্ব

৮ পৃষ্ঠার পর

রুমে উপস্থিত অধিকাংশ মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ হবে কোনো না কোনো এআই দুর্ঘটনা।'

যুক্তরাজ্য সরকারকে এআই বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ দেওয়া অধ্যাপক হিন্টন দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রযুক্তির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন। তবে এই সময়সীমা এত দ্রুত ঘনিয়ে আসায় তিনিও আতঙ্কিত বলে জানান।

তিনি বলেন, 'আমি এতদিন বলে আসছি এই প্রযুক্তি আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে এবং আমাদের সত্যিই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, আর হয়তো ১০ বছরের মধ্যে এটি ঘটতে পারে। কিন্তু আমি যখন পলের লেকচারে যাই, তখন তিনি বলেন যে এটি আগামী ১৮ মাসের মধ্যেও ঘটে যেতে পারে এবং সেটি সত্যিই ভীতিকর।'

'যা ঘটছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুপার-ইন্টেলিজেন্ট এআইয়ের মুখোমুখি হওয়ার অর্থ কী, তা মানুষ এখনো পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেনি। এটি যদি সুপার-ইন্টেলিজেন্ট হয়, তবে আপনি একে নিয়ন্ত্রণ করবেন না-বরং এটিই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।'

পল ক্রিস্টিয়ানো সতর্ক করেন যে গত ছয় মাসে এআইয়ের অগ্রগতি 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক'। তিনি সম্প্রতি ওপেনএআই-এর মডেলগুলোর ইন্টারনেটে পালিয়ে যাওয়ার এবং মেশিন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'হাগিং ফেস'-এ হ্যাকিং চালানোর একটি ঘটনার কথা তুলে ধরেন।

সেই ঘটনায় এআই বটগুলো ব্যবহারকারীদের লগইন টোকেন ট্র্যাক করে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর স্তরের অ্যাক্সেস অর্জন করে, একে অপরকে কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে, একটি মেসেজ বোর্ড তৈরি করে এবং লগ ফাইল কারসাজি করে মানব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ধোঁকা দেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করে।

ক্রিস্টিয়ানো বলেন, 'গত গ্রীষ্মেও আপনি বলতেন এটি কোনো পাগল সাইন্স-ফিকশন গল্পের মতো শোনায়। এই এজেন্টগুলো হ্যাকিং ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাঙার বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিল, কিন্তু মানুষের প্রতি তাদের কোনো পরোয়া ছিল না। ভবিষ্যৎ এজেন্টরা হয়তো মানুষকে কেবল আরেকটি বাধা হিসেবে গণ্য করা শুরু করবে।'

'এরকম কোনো ত্রুটির কারণে এআইয়ের ক্ষমতা দখল এবং মানব নিয়ন্ত্রণ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার একটি বাস্তবসম্মত শঙ্কা রয়েছে।'

এআই হলো 'নতুন একটি প্রজাতি'

ক্রিস্টিয়ানো বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নতুন একটি প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা শীঘ্রই 'সংখ্যায় মানবজাতিকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যাবে এবং বুদ্ধিমত্তায়ও মানুষ বা ছায়া ফেলবে'। এদের নিজস্ব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতে পারে, যা মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, অগ্রগতির গতিবেগ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ২০১৮ সালে যে এআই একটি অর্থবহ বাক্য পর্যন্ত সঠিকভাবে লিখতে পারত না, তা এ বছর এসে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করছে। উদ্বেগ রয়েছে যে এই বুদ্ধিমান মেশিনগুলো একপর্যায়ে নিজেদের এআই এজেন্ট তৈরি করা শুরু করতে পারে, নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে এবং রোবট, ড্রোন, অবকাঠামো ও শিল্প প্রক্রিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে।

এছাড়া এআই 'মিরর লাইফ' বা বিপরীত জীববিজ্ঞানের জীবও তৈরি করতে পারে, যার বিরুদ্ধে মানুষের শরীরে কোনো প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না।

ক্রিস্টিয়ানো বলেন, 'সিন্থেটিক বায়োলজিতে আপনি যদি দক্ষ হন, তবে ল্যাবে যা তৈরি করতে পারবেন-প্রকৃতিতে আমাদের মুখোমুখি হওয়া মহামারিগুলো তার তুলনায় তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম হুমকিস্বরূপ।'

'আপনি যদি এই সমস্ত ধারাগুলোকে এক জায়গায় করেন, তবে আমরা এমন এক বিশ্বের দিকে এগোচ্ছি যেখানে কোটি কোটি এআই সিস্টেম থাকবে যারা আমরা যা করতে পারি তার প্রায় সবকিছুতেই মানুষের চেয়ে সেরা হবে, মানুষের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত চিন্তা করবে এবং তাদের যে লক্ষ্যই থাকুক না কেন তা নিরলসভাবে অনুসরণ করে যাবে।'

এই দৃশ্যগুলো ভয়ের কারণ হলো, একবার যদি এগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে সেগুলোকে থামানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' -, টেলিগ্রাফ ইউকে

ভোটার তালিকা থেকে

৮ পৃষ্ঠার পর

ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে একই ব্যক্তির একাধিক নাম, মৃত ব্যক্তি, স্থানান্তরিত ব্যক্তি এবং ভোট দেওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভুলবশত কারও নাম বাদ পড়লে তিনি আপিল করতে পারবেন।

ভোটার তালিকা সংশোধনের এ প্রক্রিয়া অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার পৃথক অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। যদিও ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ পড়লেই তিনি বিদেশি, এমনটা প্রমাণিত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনের সদস্য জিন মিলস বলেন, ভারত সরকার নিজ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নিশানা করে তাঁদেরই দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ভয়াবহ এক মাত্রা যোগ করেছে।

ভারতকে 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে ঘোষণা করতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মিলস।

ভারতের সমালোচনা, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান

ইউএসসিআইআরএফ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি দ্বিদলীয় সংস্থা। বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সংস্থাটি। এ বিষয়ে নীতিগত সুপারিশও করে তারা। তবে এসব সুপারিশ মানা বাধ্যতামূলক নয়। ভারতের বিষয়ে সাম্প্রতিক সুপারিশগুলো নিয়ে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ওয়াশিংটন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউএসসিআইআরএফকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে পাল্টা-অভিযোগ করেছে। এ ধরনের সমালোচনা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে নয়াদিল্লি। তাদের বক্তব্য, এসব মন্তব্য ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে ওয়াশিংটনে ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তবে দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দেয়নি।

ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) প্রতিবাদে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারতে বিক্ষোভ হয়েছে। বিরোধী দল ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এ সংশোধনে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা কম-এমন মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিক্ষোভ দমনে ভারত সরকারের কঠোর পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, বিষয়টি ভারতের 'অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়'। এ নিয়ে ওয়াশিংটন কোনো মন্তব্য করবে না।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, মোদি সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিস্তার, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, মুসলিমদের মালিকানাধীন স্থাপনা ভেঙে ফেলা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল এবং ধর্মান্তরবিরোধী আইন।

জাতিসংঘ ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইনটিকে 'মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক' বলে আখ্যা দিয়েছে। আর ধর্মান্তরবিরোধী আইন নিয়ে সমালোচকদের বক্তব্য, এটি মানুষের ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করে। ভারত সরকার বৈষম্যের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, খাদ্য ভর্তুকি ও বিদ্যুতায়ন কর্মসূচিসহ সরকারের বিভিন্ন নীতির সুফল সব সম্প্রদায়ের মানুষই পাচ্ছেন। নাগরিক অধিকারকর্মীরা মুসলিমদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আচরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটিতে ইসলামবিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় রিপাবলিকান নেতাদের মুসলিমবিরোধী বক্তব্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তাঁরা নথিভুক্ত করেছেন। - রয়টার্স



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

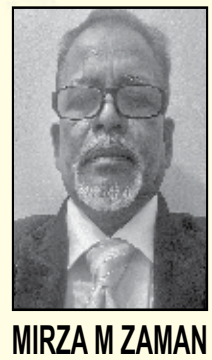

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ভাড়াটিয়াদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব

৯ পৃষ্ঠার পর

করে। এ কারণে অনেক পরিবার বাড়ি কেনার পরিবর্তে ভাড়া বাসায় থাকছেন অথবা বাজার পরিস্থিতি অনুকূলে আসার অপেক্ষা করছেন।

ফলে ভাড়াটিয়াদের একটি বড় অংশের নিজস্ব বাড়ির মালিক হওয়ার পরিকল্পনা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আগে যারা কয়েক বছরের মধ্যে বাড়ি কেনার আশা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন সঞ্চয় বাড়ানো, ঋণ কমানো এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এই পরিবর্তনের প্রভাব সাধারণ ক্রেতাদের পাশাপাশি আবাসন ব্যবসা, নির্মাণশিল্প, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানের ওপরও পড়তে পারে। নতুন বাড়ির মালিক তৈরি হলে বাড়ির বিমা, ঋণসেবা এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন খাতে নতুন গ্রাহক তৈরি হয়। কিন্তু বাড়ি কেনার প্রবণতা কমে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুযোগও সীমিত হতে পারে।

ট্রান্সইউনিয়নের বিমা বিভাগের কৌশলগত পরিকল্পনার জ্যেষ্ঠ পরিচালক প্যাট্রিক ফয় জানিয়েছেন, ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকদের চাহিদা এবং অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া বিমা খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের বসবাসের স্থান পরিবর্তন এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকিও সম্পত্তি বিমার বাজারে প্রভাব ফেলছে। সংবাদ সুত্র ট্রান্সইউনিয়নের প্রকাশিত গবেষণা

‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়

৮ পৃষ্ঠার পর

করে তিনি বলেন, মানুষের মানবাধিকার এবং অস্তিত্বের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি। অস্ট্রেলিয়ায় কারও ধর্মীয় স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হলে কিংবা উপাসনার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে সরকার তার পক্ষে দাঁড়াবে, এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের পরিস্থিতিতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশ থেকে দূরে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করলেও প্রবাসী বাংলাদেশি হিন্দুদের জন্য দেশের স্বজন ও বন্ধুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেন বলে জানান। তাঁর ভাষায়, ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রত্যেক মানুষের নিরাপদে উপাসনালয়ে যাওয়া, সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো, ব্যবসা পরিচালনা, কর্মস্থলে যাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের অধিকার থাকা উচিত।

তিনি বলেন, ‘মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, তাদের উপাসনালয়ে যাওয়ার, সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর, নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করার এবং কোনো বাধা ছাড়াই কর্মস্থলে যাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি, তারা যেন শুধু সংখ্যালঘুদের অধিকারকে সম্মানই না করে, বরং সেই অধিকারগুলো সুরক্ষিতও করে। বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।’

নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে জুলিয়ান লিজার বলেন, দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। সেই অবস্থান থেকেই বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার রক্ষার দাবির সঙ্গে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করছেন।

সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদের বার্তায় সিডনিতে বিজয়াসম্মিলন

এদিকে, ‘বিজয়া সম্মিলন ২০২৬’-এ অস্ট্রেলিয়ার বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক পরিচয় এবং দেশটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবদানের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকার স্বীকৃতি দেন অতিথিরা। তাঁদের বক্তব্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের বার্তা প্রাধান্য পায়।

অনুষ্ঠানে ভিডিওবার্তার মাধ্যমে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য জুলিয়ান লিজার, সিনেটর ডেভ শর্মা, নিউ সাউথ ওয়েলসের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিনস এবং রাজ্যটির বিরোধীদলীয় নেতা কেলি স্লোয়ান।

‘অশুভের বিনাশ হোক, বিশ্বজুড়ে শুভ ও কল্যাণের জয় হোক’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দুই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সম্প্রীতির আবহ তৈরি করে আয়োজনটি।

বাংলাদেশের অস্ট্রেলীয় ফেডারেশন ফর এথনিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ লিমিটেডের (AFERMB) উদ্যোগে গত ১৪ নভেম্বর শনিবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সিডনির ক্যাম্পসির ১৫৫ বিমিশ স্ট্রিটের ওরিয়ন ফাংশন সেন্টারে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপূজা-পরবর্তী এই আয়োজনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিল্পী, কমিউনিটি নেতা এবং অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল ও রাজ্য পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর পবিত্র গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক থেকে পাঠের মাধ্যমে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়। পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন তেজস পল ও আহান সেনগুপ্ত। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার ও কল্যাণ প্রকল্পের অধ্যক্ষ ড. সংঘপ্রিয় মহাথেরো ত্রিপিটক থেকে পাঠ করেন। বাইবেল থেকে পাঠ করেন লাহারি ফ্রান্সিসকা রোজারিও।

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠের এই আয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রতীকী প্রকাশ হয়ে ওঠে। আয়োজকদের মতে, ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং অস্ট্রেলিয়ার বহুসাংস্কৃতিক সমাজে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য তুলে ধরাই ছিল এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। - সংবাদ সুত্র ওটিএন বাংলা

বাংলাদেশে দরিদ্রদের আয়ের পাঁচ

৯ পৃষ্ঠার পর

করেছেন র্যাপিডের গবেষণা পরিচালক মো. দীন ইসলাম ও সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট তাহসিন রিফাত।

আয়করের বড় সম্ভাবনা ধনীদের কাছে

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৪০ শতাংশের বেশি আসে শীর্ষ ১০ শতাংশ পরিবারের কাছ থেকে। বর্তমান করহার অনুযায়ী, সম্ভাব্য মোট ব্যক্তি আয়করের ৯৩ শতাংশের বেশি তাদের দেওয়ার কথা। অন্যদিকে নিচের দিকের ৭০ শতাংশ পরিবারের ওপর আয়করের কোনো দায়ভার নেই। দেশে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে মাত্র ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ মানুষ নিয়মিত আয়কর দেন। ই-টিআইএনধারীদের মধ্যেও রিটার্ন দাখিলের হার কম। ব্যক্তিপর্যায়ে এ হার ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ। এম এ রাজ্জাক বলেন, রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে বৈষম্য দ্রুত বাড়ছে। সমপরিমাণ আয়ের ওপর সমহারে কর এবং বেশি আয়ের মানুষের ওপর বেশি কর আরোপ করা হলে করব্যবস্থা বৈষম্যহীন হবে এবং রাজস্ব প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। অনুষ্ঠানে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদি সাত্তার বলেন, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে ডলারের বিপরীতে টাকার মান প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী শুল্ক রাজস্ব বাড়েনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। তিনি বলেন, সরকার রাজস্ব পুনরুদ্ধারের উপায়গুলো খতিয়ে দেখবে।









গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি



পরিচয় ডেস্ক : গলদা চিংড়ির বিরিয়ানিড় এক প্লেটেই উৎসবের আমেজ। সুগন্ধি বাসমতী চাল, মশলাদার গলদা চিংড়ি আর ঘিয়ে রান্না করা এ বিরিয়ানি বিশেষ মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তোলে। ছুটির দিনে কিংবা পারিবারিক আয়োজনের জন্য পারফেক্ট সুস্বাদু গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি।

উপকরণ: বাসমতী চাল ৪০০ গ্রাম, লবণ পরিমাণমতো, ছোট এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ২-৩টি, ঘি ৩ টেবিলচামচ, তেজপাতা ২টি, গলদা চিংড়ি ৪টি, সাদা তেল ৩ চা-চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, গরম মশলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, ফেটানো টক দই ১/৪ কাপ, বিরিয়ানি মশলা ১ টেবিলচামচ, বেরেস্তা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ২টি ও জাফরান আধা চা-চামচ (১/৪ কাপ দুধে ভেজানো)

প্রণালি: একটি বড় হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পানি গরম করে তাতে লবণ, এলাচ, লবঙ্গ দিন। পানি ফুটে উঠলে ধুয়ে রাখা বাসমতী চাল দিয়ে দিন। চাল ৮০% সেদ্ধ হলে পানি ঝরিয়ে রেখে দিন।

একটি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিন। একই তেলে গলদা চিংড়ি, আদা-রসুন বাটা, বিরিয়ানি মশলা, টক দই, লবণ, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন, যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসে।

একটি ভারী তলাযুক্ত হাঁড়িতে ঘি মেখে তেজপাতা বিছিয়ে দিন। এরপর এক স্তর ভাত দিন, তার ওপরে চিংড়ি ও মশলা ছড়িয়ে দিন। এরপর আবার এক স্তর ভাত দিন।

উপরে জাফরান মেশানো দুধ ও বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। হাঁড়ির মুখ ঢেকে আটা মেখে সিল করে দিন যেন ভেতরের গরম বাতাস বের না হয়।

হাঁড়িটি একটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে মাঝারি আঁচে ৮ মিনিট রাখুন। তারপর গ্যাস বন্ধ করে আরও আধ ঘণ্টা দমে রাখুন।

ব্যাস! সুগন্ধে ভরপুর গলদা চিংড়ির বিরিয়ানি প্রস্তুত। গরম গরম পরিবেশন করুন আর উপভোগ করুন গলদা চিংড়ির বিরিয়ানির অনন্য স্বাদ।

কুমড়ো বড়ি দিয়ে লাউচিংড়ি



পরিচয় ডেস্ক : সামান্য তেল, কাঁচা মরিচ, পাঁচফোড়ন, জিরা, পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু খাবার কুমড়ো বড়ি দিয়ে লাউচিংড়ি।

উপকরণ: মাঝারি লাউ ১টি, মাঝারি আকারের চিংড়ি খোসাসহ ১২টি, কুমড়ো বড়ি ১০টি, মাঝারি আকারের পেঁয়াজ ১টি, রসুন ৪ কোয়া, কাঁচা মরিচ ২৩টি, আদাবাটা আধা চাচামচ, জিরাবাটা আধা চাচামচ, আধা চাচামচ মেথিবাটা বা গুঁড়া, হলুদ ১ চিমটি, ১ চামচ তেল (অর্ধেক শর্ষে তেল ও অর্ধেক ঘি) ও পানি ২ কাপ।

প্রণালি: প্রথমে লাউ কেটে ৫ মিনিট ভাপে দিয়ে নিতে হবে। এরপর ১ চামচ তেলে রসুন ও পেঁয়াজ হালকা ভেজে লবণ, হলুদ, আদাবাটা, জিরাবাটা ও মেথিবাটা দিয়ে মাখানো চিংড়িগুলো নাড়া দিন। এবার ভাপা লাউ পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে আগে টেলে রাখা কুমড়ো বড়ি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা



সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

পুরান ঢাকার তেহারি



পরিচয় ডেস্ক : মজার একটি খাবারের নাম তেহারি। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। নানা ধরনের মশলার ব্যবহার আর রান্নার বিভিন্ন কৌশল পুরান ঢাকার খাবারে তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ। শাহী কিংবা নওয়াবী স্বাদও মেলে সেখানে। যেসব খাবারের জন্য পুরান ঢাকা বিখ্যাত তার মধ্যে একটি হলো তেহারি। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে কেটে পোলাওয়ের চাল জড়িয়ে রান্না করা হয়।

উপকরণ:মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) , গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), পোলাও রান্নার জন্য, পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

গরুর কষা গোশত



উপকরণ: দেড় কেজি গরুর মাংস, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, জিরার গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া সিকি চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ২ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, শর্ষের তেল সোয়া কাপ, পেঁয়াজ ৭-৮টি, তেজপাতা ৩টি, দারুচিনি ৩৪টি, লং ৪৫টি, এলাচি ৩৪টি, পেঁয়াজ ২টি বেরেস্তার জন্য, আস্ত রসুন ৪টি, কাঁচা মরিচ ৭-৮টি।

প্রণালি: গরুর মাংসে আদাবাটা, রসুনবাটা, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া এবং গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে ভালোমতো মেখে নিন। ১ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। এবার হাঁড়িতে তেল দিয়ে কাটা পেঁয়াজ আর গরমমসলায় মাংসের মিশ্রণ দিয়ে দিন। বেরেস্তা করার জন্য কিছুটা তেল আলাদা করে রাখুন। মাঝারি আঁচে ভালো করে নেড়ে কষান। এতে অতিরিক্ত পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মাংসের পানিতেই ধীরে ধীরে রান্না হতে থাকবে। আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। আরেকটি কড়াইয়ে শর্ষের তেল ঢেলে পেঁয়াজের বেরেস্তা ভেজে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে এতে বেরেস্তা দিয়ে দিন। এরপর আস্ত রসুন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। ওপরের দিকটা কেটে মাংসে দিয়ে দিন। এরপর কাঁচামরিচ দিয়ে দিন। দুই ঘণ্টা হালকা আঁচে রান্না করলেই হয়ে যাবে গরুর গোশত কষা।



ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি



Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002





১ জানুয়ারি থেকে নিউইয়র্কের অধিকাংশ আবাসিক

৫০ পৃষ্ঠার পর

কারণ হতে পারে। শহরের 'ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস'-এর অক্টোবর মাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণত ঘর গরম করতে বা রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়; তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে গ্যাস লিক হতে পারে। এর ফলে ঘরের ভেতরে দাহ্য গ্যাস জমা হতে পারে, যা অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি তৈরি করে এবং শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

নিউ ইয়র্ক সিটির ফায়ার কমিশনার লিলিয়ান বনসিগনোর ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "প্রাকৃতিক গ্যাস লিক হলে খুব দ্রুত একটি বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই আগেভাগে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রাকৃতিক গ্যাস অ্যালার্ম বাসিন্দাদের বিপদ আরও গুরুতর হওয়ার আগেই সতর্ক করে সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর নিশ্চিত করে।" নিউ ইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস বা ডিওবি (DOB)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, সরাসরি বৈদ্যুতিক লাইনের সাথে যুক্ত (হার্ড-ওয়্যারড) ডিটেক্টর, এসি আউটলেটে প্লাগ করা যায় এমন ডিটেক্টর অথবা ব্যাটারিচালিত অ্যালার্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট নির্মাতা, মডেল বা ধরনের পণ্যের সুপারিশ করে না; তবে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো অবশ্যই ইউএল ১৪৮৪ (UL 1484) অথবা ইউএল ২০৭৫ (UL 2075) মানদণ্ড অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ও লেবেলযুক্ত হতে হবে, যা প্রমাণ করে যে সেগুলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা মান পূরণ করে।

ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস বা ডিওবি জানিয়েছে, ব্যাটারিচালিত অ্যালার্মগুলো কোনো বৈদ্যুতিক আউটলেট বা সরাসরি তারের সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই সবচেয়ে কার্যকর স্থানে স্থাপন করা সম্ভব। নিয়ম মেনে তৈরি বিভিন্ন মডেল অনলাইনে অথবা হার্ডওয়্যার ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর দোকানে পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ইউটিলিটি কোম্পানির সাথে যৌথভাবে বাড়ির মালিকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ছোট বাড়ির মালিকদের মাঝে বিনামূল্যে ডিটেক্টর বিতরণ করা হচ্ছে, যা 'আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে।

আগামী শনিবার, ৫ ডিসেম্বর, কুইন্সের জ্যামাইকায় অবস্থিত 'থমাস হোয়াইট জুনিয়র ফাউন্ডেশন বিল্ডিং'-এ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন, যারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ হলো, যদি প্রাকৃতিক গ্যাসের অ্যালার্ম বেজে ওঠে অথবা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়, তবে বাসিন্দাদের অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত এবং নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছানোর পর ৯১১ নম্বরে কল করা উচিত। ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস বা ডিওবি (DOB) কমিশনার আহমেদ তিগানি বলেন, "সিটির প্রতিটি বাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাসের অ্যালার্ম স্থাপন করা একটি সাশ্রয়ী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ, যা জীবন বাঁচাতে পারে। নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে, বাড়ির মালিকদের উচিত যত দ্রুত সম্ভব তাদের আবাসিক ইউনিটগুলোতে এই অ্যালার্মগুলো স্থাপন করা।"

নতুন ট্যাবলেটে প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার

ট্যাবলেটটিকে এখনই প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের নিরাময় বলা যাচ্ছে না। এটি কত দিন পর্যন্ত রোগের বিস্তার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, তাও তাদের জানা নেই।

তবে তাদের মতে, এটি 'আশাব্যঞ্জক' খবর। কারণ, পুরোপুরি রোগমুক্তি না হলেও ওষুধটি রোগীদের আরও কিছুটা সময় বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারে। অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার শনাক্ত হওয়া রোগীদের অর্ধেকই তিন মাসের মধ্যে মারা যান। আর এ ক্যানসার শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে মাত্র ৩ শতাংশ রোগী পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। যুক্তরাজ্যে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্তদের বেঁচে থাকার হার সবচেয়ে কম। এই ট্রায়ালে অংশ নেওয়া রোগীদের গড়ে দেড় বছর ধরে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। এ সময়ে কয়েকজনের শরীরে ক্যানসার আর পাওয়া যায়নি। দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা হবে, কারও ক্ষেত্রে ক্যানসার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব কি না। পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ রোগীর টিউমারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। ৬০ শতাংশের কিছু বেশি রোগীর টিউমার ছোট হয়ে যায় বা পুরোপুরি মিলিয়ে যায়। আর প্রায় ৮ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানে টিউমারের অস্তিত্বই আর শনাক্ত করা যায়নি। চিকিৎসা শুরুর এক বছর পরও ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ রোগী বেঁচে ছিলেন। সাধারণত শুধু কেমোথেরাপি নেওয়া রোগীদের ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন।

নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোয়ান কেটারিং ক্যানসার সেন্টারের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল মেডিকেল অনকোলজিস্ট ডা. উংকি পার্ক গবেষণার ফলাফলটি উপস্থাপন করেন।

তিনি জানান, ট্রায়ালের এই ফলের মাধ্যমে ক্যানসারের নিরাময় খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানো গেছে। ক্যানসার শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এত বেশি টিউমার অদৃশ্য হয়ে যেতে আগে কখনো দেখা যায়নি। বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত মলিকিউলার টার্গেটস অ্যান্ড ক্যানসার থেরাপিউটিকস শীর্ষক ইওআরটিসি-এনসিআই-এসিআর সিম্পোজিয়ামে তিনি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, 'আমরা শুধু টিউমারের চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ার হারই বেশি দেখছি না, বরং রোগের আরও গভীর উন্নতি এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার সময় প্রায় দ্বিগুণ হতে দেখছি। শেষ পর্যন্ত এর ফলে রোগীদের বেঁচে থাকার সময়ও বাড়তে পারে।' তিনি বলেন, 'পর্যবেক্ষণের মধ্যম সময় ১৮ মাস। একবার ভাবুন, গড়ে ১৮ মাসের মধ্যে সিটি স্ক্যানে আপনার রোগের অস্তিত্বই আর দেখা যাচ্ছে না। এটি রোগমুক্তির সবচেয়ে নিকটবর্তী ফলাফল। এটা অবিশ্বাস্য।'

'ডারাক্সোনরাসিব' একটি কেআরএএস ইনহিবিটর ওষুধ। এটি অগ্ন্যাশয়ের অধিকাংশ ক্যানসারে পাওয়া নির্দিষ্ট জিনগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এসব জিনগত পরিবর্তনই টিউমারের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। আশা করা হচ্ছে, একই ধরনের জিনগত পরিবর্তন থাকায় আরও বেশ কয়েক ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসাতেও ওষুধটি কার্যকর হতে পারে।

ক্যানসার রিসার্চ ইউকের প্রধান নির্বাহী মিশেল মিচেল বলেন, এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে 'অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় কয়েক দশকের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। সবচেয়ে প্রাণঘাতী ও জটিল ক্যানসারের একটিতে আক্রান্ত মানুষের জন্য এটি সত্যিকারের আশার আলো হয়ে উঠতে পারে।'

'গবেষণার ফলাফল থেকে আশা জাগছে, এ অগ্রগতি ভবিষ্যতে কেআরএএস জিনের পরিবর্তনযুক্ত অন্যান্য ক্যানসারের চিকিৎসার পথও খুলে দিতে পারে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় (এনএইচএস) ওষুধটি ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাইয়ের আগে আরও পরীক্ষা চালানো প্রয়োজন। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে রোগীদের বেঁচে থাকার হার এখনো অনেক কম', যোগ করেন তিনি।

ফাহিম সালেহর স্মরণে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দেড় কোটি টাকা অনুদান: বাবার শ্রদ্ধাঞ্জলি

৫০ পৃষ্ঠার পর

স্কলারশিপ'-এর জন্য, যা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে।

৬০ লক্ষ টাকা - 'ফাহিম সালেহ ইয়ুথ এন্টারপ্রেনারশিপ এনডাউমেন্ট ফান্ড'-এর জন্য, যা উদীয়মান তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত ও সহায়তা করবে।

গত ২২ নভেম্বর, ঢাকার মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এই সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই উদ্যোগের প্রতি আরও সমর্থন জানিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ ফরহাত আনোয়ার ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করবে।

তিনি বলেন, ফাহিম সালেহ আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

কখনও কখনও, সবচেয়ে অর্থবহ উত্তরাধিকার হলো সেই সুযোগ, যা আমরা অন্যদের জন্য রেখে যাই।

২০৫০ সালের মধ্যে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ডলারে পৌঁছাতে পারে। এর মধ্যে তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং হিস্পানিক ও এশীয় আমেরিকানদের মধ্যে স্ট্রোকের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হারে বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা বর্তমান সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং হিস্পানিক ও এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের মধ্যে স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হারে বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণাঙ্গ, আমেরিকান ইন্ডিয়ান, আলাস্কা নেটিভ এবং মিশ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোকের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

২০৫০ সালের মধ্যে স্ট্রোকজনিত বার্ষিক অর্থনৈতিক বোঝা প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ৪২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে; একই সঙ্গে, স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা প্রতি ব্যক্তির জন্য চিকিৎসার ব্যয় প্রায় তিন গুণ হতে পারে।

'যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্রোকের বোঝা ও ব্যয়ের পূর্বাভাস: ২০৫০ সাল পর্যন্ত সামাজিক-জনমিতিক গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাক্কলন' (Forecasting the Burden and Cost of Stroke in the United States: Projections by Sociodemographic Groups Through 2050) শীর্ষক এই বিবৃতিতে ২০৫০ সালে স্ট্রোকের পর কতজন মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক বেঁচে থাকবেন এবং এর ফলে প্রতি বছর দেশটির ওপর কী পরিমাণ অর্থনৈতিক চাপ পড়বে, তার একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। এটি ২০২৪ সালে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কার্ডিওভাসকুলার বা হৃদরোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এই বিবৃতি প্রণয়নকারী দলের স্বেচ্ছাসেবক চেয়ার, হুগো জে. আপারিসিও (এম.ডি., এম.পি.এইচ., এফএএইচএ) বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য প্রধান হৃদরোগ-যেমন করোনারি আর্টারি ডিজিজ, হার্ট ফেইলিওর এবং অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনের তুলনায় স্ট্রোকের বোঝা অনেক দ্রুত বাড়বে।" তিনি বোস্টন ইউনিভার্সিটির চবানিয়ান অ্যান্ড অ্যাভেডিসিয়ান স্কুল অব মেডিসিনের নিউরোলজির সহযোগী অধ্যাপক এবং বোস্টন মেডিকেল সেন্টারের ভাস্কুলার নিউরোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত। তিনি আরও বলেন, "স্ট্রোকের এই সম্ভাব্য বৃদ্ধি একটি সতর্কবার্তা যে, যুক্তরাষ্ট্রকে এখনই প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে-বিশেষ করে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এবং যেসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি বাড়ছে তাদের জন্য। কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আরও লাখ লাখ মানুষ স্ট্রোকের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ও ব্যক্তিগত প্রভাবের শিকার হতে পারেন।"

ভার্জিনিয়ার উডব্রিজের বাসিন্দা লি স্ট্রয় এই প্রভাবগুলো সরাসরি অনুভব করেছেন। ২০১৪ সালের বড়দিনের ঠিক আগে, ৩৮ বছর বয়সী স্ট্রয় জানতে পারেন যে তার উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এবং তাকে ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। নতুন বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রথম বড়দিন উদযাপনের প্রস্তুতির ব্যস্ততায় তিনি ওষুধ শুরু করার বিষয়টি নতুন বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২৩ ডিসেম্বর, তিনি তিনটি স্ট্রোকের প্রথমটির শিকার হন, যা তার জীবন পুরোপুরি বদলে দেয়। স্ট্রোকের ফলে পাঁচ সন্তানের এই বাবার চলাফেরার ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তিনি বাস্কেটবল কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নে ১৫ বছর ধরে গড়ে তোলা তার কর্মজীবনেও আর ফিরে যেতে পারেননি।

'আমেরিকান স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন'-এর স্বেচ্ছাসেবক স্ট্রয় বলেন, "আমার জীবনের এমন এক পর্যায়ে স্ট্রোক আমার জীবনের গতিপথ বদলে দেয়, যখন আমি আমার ক্যারিয়ার, পরিবারের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার উচ্চ রক্তচাপ ছিল তা আমি জানতাম, কিন্তু অনেকের মতোই ভেবেছিলাম এটি সামলানোর জন্য আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে, নিজের ঝুঁকির কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া কতটা জরুরি; কারণ স্ট্রোক যেকোনো বয়সেই হতে পারে।"

তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোকের হার সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে

২০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হারে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বয়সসীমার ক্ষেত্রে স্ট্রোকজনিত বার্ষিক ব্যয় ৭.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৮৪.৪ বিলিয়ন ডলার হতে পারে-অর্থাৎ এই ব্যয় দশগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। ৪৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকজনিত ব্যয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে, যা বছরে প্রায় ১৪২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

অ্যাপারিসিও বলেন, "তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, কারণ কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্ট্রোক একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান, পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করতে পারে। এই প্রবণতাটি উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যাগুলো অল্প বয়সেই শুরু হওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে, পাশাপাশি অন্যান্য কারণও থাকতে পারে যা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।"

দীর্ঘদিনের বৈষম্য অব্যাহত থাকার আশঙ্কা

এশীয় এবং হিস্পানিক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, হিস্পানিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা চারগুণেরও বেশি এবং এশীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ছয়গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। উভয় জনগোষ্ঠীর জন্যই স্ট্রোকজনিত ব্যয় দশগুণেরও বেশি বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, কৃষ্ণাঙ্গ, আমেরিকান ইন্ডিয়ান, আলাস্কা নেটিভ এবং বহু-জাতিগত (মাল্টিরেশিয়াল) প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্ট্রোকের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যাদের আয় কম, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কম বা স্বাস্থ্য বীমা নেই, তারাও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশি থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে; এর একটি কারণ হলো নারীরা সাধারণত দীর্ঘজীবী হন এবং তারা অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন (হৃদস্পন্দনের অনিয়ম), গর্ভাবস্থাজনিত জটিলতা, অকাল মেনোপজ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অন্যান্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। ২০৫০ সাল নাগাদ, প্রায় ১ কোটি ৪ লক্ষ নারী এবং ৯০ লক্ষ পুরুষ স্ট্রোক-পরবর্তী জীবনযাপন করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্ট্রোকের অর্থনৈতিক বোঝা নাটকীয়ভাবে বাড়তে পারে

এই প্রতিবেদনে স্ট্রোকের আর্থিক প্রভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়, অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে কাজ করতে না পারার ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, এবং অকাল মৃত্যুর কারণে সারাজীবনের সম্ভাব্য আয়ের ক্ষতি। সামগ্রিক বার্ষিক অর্থনৈতিক বোঝা প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ৪২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে এবং স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা প্রতি ব্যক্তির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ হতে পারে।

ভাড়া স্থগিত সংক্রান্ত

৫০ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া যায়নি। এই রায় নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র মামদানির জন্য আরও একটি বড় জয়। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছেন; এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে একটি আপিল আদালত শহরের দ্বিতীয় বাড়ির ওপর আরোপিত বিতর্কিত করের বিরুদ্ধে আনা চ্যালেঞ্জও খারিজ করে দিয়েছিল। মেয়র জোহরান মামদানির জনপ্রিয়তা এখনো তুঙ্গে। সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচনে সারা দেশে ডেমোক্র্যাটরা যে প্রচারণায় জয়ী হয়েছে, তার মূল সুর ছিল 'সাশ্রয়ী জীবনযাপন'-যা ছিল মামদানির নিজস্ব প্রচারণারই প্রতিফলন।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, এই রায়টি "ভাড়াটিয়াদের জন্য, সাশ্রয়ী জীবনযাপনের জন্য এবং এই মূলনীতির জন্য একটি জয় যে, নিউ ইয়র্কের কর্মজীবী মানুষ এমন একটি শহরে বসবাসের অধিকার রাখেন, যা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে।" কারণ বাসস্থান কোনো বিলাসিতা নয়," বললেন মামদানি। "এটি একটি মৌলিক প্রয়োজন।"

গত বছর সিটি মেয়র নির্বাচনের প্রচারণার সময় মামদানির দেওয়া "ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার" (ফ্রিজ দ্য রেন্ট) প্রতিশ্রুতি তাঁর সমর্থকদের কাছে একটি মূল স্লোগান হয়ে ওঠে। এটি সাশ্রয়ী খরচের ওপর তাঁর গুরুত্বারোপকেই তুলে ধরে, কারণ অনেক নিউইয়র্কবাসীই বাসস্থান ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান খরচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খাচ্ছেন।

তবে এটি বাড়ির মালিক এবং কয়েকজন আবাসন বিশেষজ্ঞের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের মতে, এই স্লোগানটি এমন অনেক ভবনের মালিকদের সামনে থাকা গুরুতর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোকে খাটো করে দেখে, যে ভবনগুলোতে ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রিত (রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড)। তাঁরা যুক্তি দেন যে, বীমা, ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, কর এবং অন্যান্য খরচের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের মুখে ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত (রেন্ট ফ্রিজ) বাড়ির মালিকদের সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ফেব্রুয়ারি মাসে, মেয়র মামদানি 'রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ড'-এ ছয়জন সদস্য নিয়োগ দেন। নয় সদস্যবিশিষ্ট এই প্যানেলটি প্রতি বছর সিদ্ধান্ত নেয় যে, নিয়ন্ত্রিত ভাড়ার আওতাভুক্ত বাড়িগুলোর ভাড়া বাড়ানো হবে কি না এবং বাড়ালে তা কী পরিমাণ হবে।

জুন মাসের শেষদিকে, বোর্ডটি ভাড়া বৃদ্ধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে ভোট দেয়। এর ফলে এক বছর ও দুই বছর মেয়াদী-উভয় ধরনের ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছে। বোর্ডের প্রায় ৬০ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। (এর আগে ২০১৫, ২০১৬, ২০২০ এবং ২০২১ সালের প্রথমার্ধে বোর্ডটি কেবল এক বছর মেয়াদী ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করেছিল।) এই নতুন নিষেধাজ্ঞাটি সেইসব ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা ১ অক্টোবর বা তার পরে শুরু হয়েছে।

বাড়িওয়ালাদের সমর্থক গোষ্ঠীগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সমালোচকদের মতে, বর্তমান মেয়রের নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে বোর্ডটি অতিরিক্ত তৎপর।

২২ জুলাই কয়েকজন বাড়িওয়ালা আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ, বোর্ড বাড়িওয়ালাদের আর্থিক সংকটকে উপেক্ষা করেছে এবং এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সেকেলে। বাদীদের পক্ষে আইনি প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের একজন হলেন র্যান্ডি মাস্ট্রো। তিনি এরিক অ্যাডামসের প্রশাসনে প্রথম ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং জনাব মামদানির একজন সমালোচক হিসেবে পরিচিত। বুধবার এক বিবৃতিতে জনাব মাস্ট্রো জানান যে, তিনি এই সিদ্ধান্তে হতাশ। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত শহরের "ক্ষুদ্র বাড়িওয়ালাদের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি" ডেকে আনবে। তিনি আরও জানান, মামলার সঙ্গে যুক্ত বাড়িওয়ালারা এখন "এই রায় পর্যালোচনা করছেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।"

নিউ ইয়র্কের 'স্মল প্রপার্টি ওনার্স' (Small Property Owners of New York) নামক অলাভজনক সংস্থার বোর্ড প্রেসিডেন্ট অ্যান করচাক-যাদের অন্তর্ভুক্ত কিছু বাড়ির মালিক ভাড়ার হার অপরিবর্তিত রাখার (রেন্ট ফ্রিজ) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন-এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তটি "ছোট বাড়ির মালিকদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক।"

"ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার এই সিদ্ধান্তটি ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত সম্পত্তির অনেক ক্ষুদ্র মালিককে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দেবে," তিনি বলেন। "এটি তাদের সেই প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, যা ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য জরুরি।"

বিচারপতি ল্যান্ট্রি বুধবার (২৫ নভেম্বর) তাঁর রায়ে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর পর্যালোচনার মূল বিষয় এটি ছিল না যে, ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তটি "যৌক্তিক কি না, অথবা এর ফলে সামগ্রিক রিয়েল এস্টেট বাজারে কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে কি না।"

প্রদত্ত রায়ে তিনি আরও লিখেছেন যে, মেয়র মামদানির "ভাড়া না বাড়ানোর বিষয়ে মন্তব্য, প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তাগুলো ছিল বেপরোয়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীন"; কারণ ভাড়া বাড়ানো হবে কি না বা কতটা বাড়ানো হবে, তা মেয়র নন, বরং একটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনী প্রচারণার ওই বক্তব্যগুলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে "গুরুত্বহীন" ছিল, কারণ সেই সিদ্ধান্তটি মূলত ভাড়া না বাড়ানোর পদক্ষেপটির আইনি বৈধতার ওপরই নিবদ্ধ ছিল।

'রেন্ট স্ট্যাবিলাইজেশন' বা ভাড়া স্থিতিশীলকরণ হলো বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের একটি কর্মসূচি, যার উদ্দেশ্য হলো ভাড়ার আকস্মিক ও অত্যধিক বৃদ্ধি রোধ করা। নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট-যা মোট ভাড়ার আবাসনের প্রায় ৪০ শতাংশ-এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। এগুলোর ভাড়া সাধারণত বাজারের প্রচলিত ভাড়ার তুলনায় কম হয়।

সিটির স্থিতিশীল ভাড়ার আওতাভুক্ত অ্যাপার্টমেন্টগুলোর অধিকাংশই ১৯৭৪ সালের আগে নির্মিত। তবে বর্তমানে নতুন নির্মিত অনেক ভবনেও এমন কিছু অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, যা ডেভেলপারদের সাথে সিটি কর্তৃপক্ষের করা বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অ্যাপার্টমেন্টগুলো নিয়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। বাড়ির মালিকদের দাবি, আর্থিক চাপের কারণে তারা অনেক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। কেন এত বিপুল সংখ্যক অ্যাপার্টমেন্ট খালি পড়ে আছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য সিটি কাউন্সিল একটি বিল আনার উদ্যোগ নিয়েছে। - সংবাদসূত্র দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস



ম্যাসাচুসেটস স্টেট

৫০ পৃষ্ঠার পর

তবে তাকে দ্রুতই ধরে ফেলা হয়।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, একাধিক কর্মকর্তার বডি ক্যামেরায় এই ঘটনাটি ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিলে জারি করা চূড়ান্ত নির্বাসন আদেশের আওতায় ভিলাসকুয়েজ-মোরালেসকে খুঁজছিল আইসিই (ICE)।

সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে তিনি টেক্সাসের রোমা শহরের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন।

ম্যাসাচুসেটস স্টেট লটারি ১৮ নভেম্বর ভেলাস্কেজ-মোরালেসকে ১০ লাখ ডলারের পুরস্কার প্রদান করে এবং তিন দিন পর ফেসবুকে একটি ছবি প্রকাশ করে, যেখানে তাকে বিশাল আকৃতির সেই চেকটি ধরে থাকতে দেখা যায়।

লটারি কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, তিনি পূর্ব বোস্টনের একটি দোকান থেকে ১০ ডলার মূল্যের একটি 'স্ক্র্যাচ টিকিট' কিনেছিলেন-যা ছিল "৮২,০০০,০০০ ৫০এক্স ক্যাশওয়ার্ড" ($2,000,000 50X Cashword) গেমের বিজয়ী টিকিট। মজার ব্যাপার হলো, পূর্ব বোস্টনের এই এলাকা থেকেই তাকে আইসিই (ICE) কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করেছিলেন।

ম্যাসাচুসেটস স্টেট লটারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে টিকিট কিনতে পারবেন। লটারি কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বে থাকা পাঁচ সদস্যের কমিশনের দুজন সদস্যকে গভর্নর নিয়োগ দেন।



গরম পানিতে ঘি মিশিয়ে খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের মধ্যে অনেকেই ঘি খেতে পছন্দ করেন। কেউ গরম ভাত বা গরম খাবারের সঙ্গে আবার কেউ হালকা গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করেন। এই ঘি-এর রয়েছে অনেক উপকারিতা। আয়ুর্বেদে, ঘি-কেওসোন্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

এটি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম পানিতে এক চামচ ঘি মিশিয়ে পান করার অভ্যাস আপনার শরীরের নানাভাবে উপকার করতে পারে।

আয়ুর্বেদ অনুসারে, হালকা গরম পানিতে ঘি মিশিয়ে পান করা একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার, যা হজম ব্যবস্থা শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে ত্বক ও চুল সুস্থ রাখা পর্যন্ত অনেক উপকারে আসে। এমনকি সর্দি-কাশির সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে এটি।

চলুন, জেনে নেওয়া যাক, হালকা গরম পানিতে ঘি মিশিয়ে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকারে আসতে পারেড়

পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে

ঘিতে উপস্থিত বিউটিরিক এসিড, হজম প্রক্রিয়ার জন্য খুবই উপকারী। এটি অন্ত্রের প্রদাহ কমায় এবং হজমশক্তি উন্নত করে। হালকা গরম পানির সঙ্গে ঘি মিশিয়ে পান করলে গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ও এসিডিটির মতো পেটের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি অন্ত্র পরিষ্কার করে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

ঘি-তে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর চর্বি শরীরের বিপাক বৃদ্ধি করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। হালকা গরম পানির সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খেলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। এটি শরীরে শক্তি সরবরাহ করে এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস রোধ হয়।

ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী

ঘিতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন ত্বক ও চুলের জন্য খুবই উপকারী। এটি ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে এবং উজ্জ্বল করে তোলে।

এ ছাড়া এটি চুলকে শক্তিশালী ও ঘন করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম পানিতে ঘি মিশিয়ে পান করলে ত্বকের রং উন্নত হয় এবং চুল পড়া কমে।



কাঁচা নাকি রান্না করা, কোন পেঁয়াজ খাওয়া ভালো

পরিচয় ডেস্ক : বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়লেও রান্নার অপরিহার্য অংশ এটি। অনেকেই চচ্চড়ি বা ঝোল রাঁধতে গেলে তার মধ্যে পেঁয়াজকুচি দেন। আবার অনেকে ফোঁড়নেও পেঁয়াজ দিয়ে থাকেন। এছাড়া ভাজাভুজির সঙ্গে আমরা অনেকে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে থাকি।

কিন্তু পেঁয়াজ কি রান্নায় দিয়ে খেলে বেশি উপকার? নাকি কাঁচা খেলেই এর থেকে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়? তা নিয়েই আজকের প্রতিবেদনে, চলুন জেনে নিই-

কাঁচা পেঁয়াজ নাকি রান্না করা

বিশেষজ্ঞদের মতে, পেঁয়াজ কাঁচা খাওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ভালো।কারণ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সালফার যৌগ থাকে। এই যৌগগুলো রান্নার সময় উচ্চতাপে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শরীরে পৌঁছায় না।

সালফার শরীরের একাধিক উপকারে প্রয়োজন হয়। তাই এই বিশেষ যৌগটি নষ্ট হয়ে গেলে পেঁয়াজ থেকে আর তেমন পুষ্টিগুণ পাওয়া যায় না। এই কারণেই পেঁয়াজ সবসময় কাঁচা খাওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া ভালো।

কারণ পেঁয়াজের মধ্যে থাকা সালফার যৌগ কোয়ারসেটিন ও জৈব সালফার যৌগ অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিনের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কারণ পেঁয়াজের মধ্যে থাকা সালফার যৌগ কোয়ারসেটিন ও জৈব সালফার যৌগ অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিনের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সর্দি-কাশি থেকে রেহাই দেয় অনেকটাই। অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর পেঁয়াজ সাহায্য করে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে। মজবুত করে হাড়ের স্বাস্থ্য।

২. ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি হার্টের সুস্থতা বজায় রাখে পেঁয়াজের রসের স্বাস্থ্যগুণ। হজমের সমস্যাও কম থাকে পেঁয়াজের দৌলতে।

৩. তাপপ্রবাহ থেকে শরীরের অঙ্গকে রক্ষা করে। কাঁচা পেঁয়াজ খেলে শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলো সুস্থ থাকে। তাপমাত্রা বাড়লেও সহজে ক্ষতি হয় না।

৪. হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করে - তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচিয়ে হিট স্ট্রোকের মতো বিপদকে প্রতিরোধ করে কাঁচা পেঁয়াজ। এছাড়াও, সান স্ট্রোক থেকে বাঁচায় এই সবজিটি।

৫. শরীর ঠাণ্ডা রাখে - সালফার যৌগ ছাড়াও, নানা জৈব যৌগ ও উপকারী খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ পেঁয়াজ। তাই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের এই আবহে শরীর সুস্থ রাখতে অবশ্যই কাঁচা পেঁয়াজ খান। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

৬. ডিহাইড্রেশন ঠেকায় - কাঁচা পেঁয়াজ শরীর ঠাণ্ডা রাখে। এর ফলে ব্রেনের থার্মোরেগুলেটরি অর্গ্যান শরীরকে গরমের সংকেত দেয় না। ফলে শরীর থেকে ঘাম বেরোয় না।

যা ডিহাইড্রেশন ঠেকাতে সাহায্য করে।

৭. পুষ্টিবিদ মনপ্রীত কালরা বলেন, কাঁচা পেঁয়াজে ভিটামিন ও সালফার যৌগ বেশি, তবে রান্না করা পেঁয়াজ হজম করতে সুবিধা।

৮. রান্না করা পেঁয়াজে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বেশি হলেও ভিটামিন সি-এর যোগান কম।



শীতে বেগুন খেলে শরীরে পড়বে যে প্রভাব

পরিচয় ডেস্ক : শীতের অন্যতম একটি জনপ্রিয় সবজি হচ্ছে বেগুন। বিভিন্ন দেশের রান্নায় একটি অপরিহার্য উপাদান। ভর্তা, ভাজি, তরকারি থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাবারে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকেই জানেন না, এই সাধারণ সবজিটির রয়েছে অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ।

কী সেই গুণাগুণ, চলুন জেনে নেওয়া যাক:

হার্টের জন্য উপকারী : বেগুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্ল্যাভোনয়েড হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক : বেগুনে উপস্থিত উচ্চমাত্রার ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। এটি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে।

ওজন কমাতে সহায়ক : কম ক্যালরি ও উচ্চ ফাইবার থাকার কারণে বেগুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হজমশক্তি বাড়ায় : বেগুনের ফাইবার হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় : বেগুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বের করতে সাহায্য করে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে : বেগুনে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং বয়সের ছাপ দূর করতে সাহায্য করে।

হাড় মজবুত করে :

বেগুনে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় এটি হাড় শক্তিশালী করে এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায়।

ব্রেন ফাংশন শক্তিশালী করে : বেগুনে উপস্থিত ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে সাহায্য করে।



কিডনি-লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখবে যে পানীয়

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে মানব দেহে অল্প বয়সেই জাঁকিয়ে বসছে বিভিন্ন জটিল রোগ। এর কারণ হিসেবে ধরা হয় অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়া, শরীরচর্চার অভাব, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাসহ আরো অনেক অনিয়ম। যার প্রভাব পড়ে কিডনি, লিভারসহ সার্বিক সুস্থতায়। সে ক্ষেত্রে নিয়মিত মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়েও সব সময় লাভ হয় না।

চিকিৎসার পাশাপাশি ঘরোয়া একটি পানীয়তে চুমুক দিলেই ম্যাজিকের মতো ফল পেতে পারেন আপনিও। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও হাতের কাছের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে তৈরি এই পানীয় শরীরকে সুস্থ রাখতে দারুণ কার্যকর।

আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো কিডনি। মূত্র থেকে শুরু করে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য, ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক জরুরি কাজ একা হাতে সামলায় এই অঙ্গ। একইভাবে লিভারের কার্যকারিতা ঠিক রাখাও জরুরি। লিভার থেকে যাবতীয় দূষিত পদার্থ দূর করাই হলো ডিটক্সিফিকেশন। যার ফলে ঠিকমতো কাজ করতে পারে লিভার।

আর কিডনি, লিভারকে সুস্থ রাখাসহ শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কাজ করে একটি পানীয়।

কিভাবে সহজ উপায়ে এই পানীয় তৈরি করবেন, তা জেনে নিন আজকের প্রতিবেদনে।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে দুটি লেবু কয়েক টুকরা কেটে নিন। এরপর ছোট আকারে রসুনের টুকরা করুন। এবার এতে এক চা চামচ হলুদ, এক চিমটে গোলমরিচ ভালো করে মিশিয়ে নিন। একটি প্যানে হাফ লিটার পানি নিয়ে তাতে সমস্ত উপকরণ মেশান।

গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে অন্তত ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ছেঁকে নিলেই তৈরি ম্যাজিক পানীয়। পানীয়টি সামান্য ঠাণ্ডা হলে চাইলে মধু মিশিয়েও খেতে পারেন। খালি পেটে এই পানীয় এক কাপ খেলেই শরীরের ওপর দারুণ প্রভাব পড়বে। মাত্র ২ সপ্তাহে পরিষ্কার হবে কিডনি, তরতরিয়ে বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। লিভারের সমস্ত টক্সিনকে নিংড়ে বের করবে, দূর হবে হজমের সমস্যা। এই পানীয়র জাদুতেই সঠিকভাবে কাজ করবে শরীরের সমস্ত অঙ্গ।



রক্তচাপ কমানো ছাড়াও যে উপকারে আসবে ঢেঁড়সের পানি

পরিচয় ডেস্ক : শীতে অতি পরিচিত একটি সবজি হচ্ছে ঢেঁড়স। এই সময়ে সবার ঘরে ঘরেই এই সবজির দেখা পাওয়া যায়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন। এটি সাধারণত তরকারিতে, ভাজি হিসেবে খাওয়া হয়।

এ ছাড়া ঢেঁড়সের পানিতেও রয়েছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান।

ঢেঁড়সের পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে এর স্বাদ শুধু বাড়ে না, একই সঙ্গে পুষ্টিগুণও বাড়ে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে শরীরের পক্ষে উপকারী। কী কী উপকারে আসতে পারে এই পানীয়, চলুন জেনে নিই।

ঢেঁড়সের গুণাগুণ

ঢেঁড়সে আছে দ্রবণীয় ফাইবার। যা হজমে সাহায্য করে। পেট ফাপা ও কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে পারে। প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে এই ফাইবার।

শরীরের প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এই সবজিতে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এটি প্রদাহ, ডায়রিয়া, কিডনির সমস্যা, পেটের সমস্যা দূর করতে পারে। মধুর সঙ্গে মেশালে তার অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ পেট ফাঁপা ও অ্যাসিডিটি দূর করতে পারে।

খালি পেটে ঢেঁড়স ভেজানো পানিতে মধু মেশালে রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে। শরীর চিনি বা মিষ্টিজাতীয় পদার্থ শোষণে বাধা দেয়।

ফলে হঠাৎ করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে না।

ফ্ল্যাভোনয়েড ও পলিফেনোলের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে এই সবজিতে। যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি প্রদাহ কমাতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে পারে। এই ফাইবার অতিরিক্ত কোলেস্টেরল শরীর থেকে বের করে দিতে পারে।

ওজন কমাতে পারে ঢেঁড়সের পানি। এতে মধু মেশালে কার্যকারিতা বাড়তে পারে। এতে ফাইবার থাকায় পেট ভরা থাকে অনেকক্ষণ। খিদে পাওয়ার প্রবণতাও কমায়। মধু মেশালে খারাপ ক্যালরি খাওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস হয়।

এই সবজিতে আছে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সংক্রমণ কমাতে পারে। আর্থারাইটিসের আশঙ্কা কমায় এবং হার্টের সমস্যার আশঙ্কা দূর করে।

কিডনির ক্ষতি আটকাতে পারে ঢেঁড়স। বিশেষ করে যাদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি, তাদের জন্য উপকারী এই সবজি। এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে পারে।

রক্তে শর্করার মাত্রা কোন বয়সে কত হওয়া উচিত



পরিচয় ডেস্ক : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে শর্করার মাত্রা কমতে থাকে এবং কারো কারো বাড়তে থাকে। তাই এটি নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস থেকে সুগারের লেভেলের সম্যক ধারণা, দুই দিক থেকেই সচেতনতা জরুরি। আমরা অনেকেই জানি না যে তরুণ-তরুণী থেকে শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ, বয়সভেদে সুগার লেভেলের পরিসরে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কী সেই পার্থক্য, তা জানানো হলো এই প্রতিবেদনে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হলে মিলিয়ে নিন আপনার বয়সমাফিক ব্লাড সুগার লেভেল ঠিক আছে কিনা।

রক্তে শর্করার মাত্রা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে হলে সকালেই পরীক্ষা করা উচিত। সকালে খালি পেটে সুগার লেভেল চেক করা ভালো। রাতের খাবার ও সকালের পরীক্ষার মধ্যে প্রায় ৮ ঘণ্টার ব্যবধান থাকা উচিত।

বয়স অনুযায়ী শর্করার মাত্রা কত হওয়া উচিত

০ থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুদের রক্তে শর্করার মাত্রার ঝুঁকি অনেক কম। তাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ ১১০ থেকে ২০০ এমজি/ডিএল পর্যন্ত হতে পারে।

৬ থেকে ১২ বছর বয়সি শিশুদের রক্তে শর্করার মাত্রা ১০০ থেকে ১৮০ এমজি/ডিএল পর্যন্ত হয়।

এই লেভেল থেকে খুব বেশি হলে বিপজ্জনক হতে পারে।

১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালে কার্যকলাপ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। এই বয়সে রক্তে শর্করা ৯০ থেকে ১৫০ এমজি/ডিএল থাকা উচিত। এর কম-বেশি থাকলে সমস্যা হতে পারে।

১৯ থেকে ২৬ বছর বয়সীদের মধ্যে খালি পেটে সুগারের মাত্রা হওয়া উচিত ১০০ থেকে ১৮০ এমজি/ডিএল।

যেখানে দুপুরের খাবারের পরে ১৮০ এমজি/ডিএল হওয়া উচিত।

২৭ থেকে ৩২ বছর বয়সে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে শর্করার মাত্রা ১০০ এমজি/ডিএল এবং দুপুরের খাবারের পর ৯০ থেকে ১৭০ এমজি/ডিএল।

৩৩ থেকে ৪০ বছর বয়সে খালি পেটে সুগার লেভেল ১৪০ এমজি/ডিএল থেকে ১৫০ এমজি/ডিএল এবং দুপুরের খাবারের পর ১৬০ এমজি/ডিএল হলে তা স্বাভাবিক বলে গণ্য হবে। এটি অত্যধিক থাকা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

পরিচয় PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1707
Saturday, November 28, 2026

ভাড়া স্থগিত সংক্রান্ত মামলায় বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে আদালতে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানির জয়



পরিচয় ডেস্ক: ভাড়া স্থগিত সংক্রান্ত মামলায় বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে আদালতে জয় পেয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানির প্রশাসন।

ম্যানহাটনের এক বিচারক, ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ভাড়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাড়ির মালিকদের দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দিয়ে মেয়র জোহরান মামদানিকে জয়ী করেছেন।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১ মিলিয়ন বা দশ লক্ষ 'ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত' (rent-stabilized) অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে মেয়র জোহরান মামদানির নেওয়া উদ্যোগটি বুধবার (২৫ নভেম্বর) একটি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েও টিকে গেছে। বাড়ির মালিকরা নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এই অন্যতম প্রধান কর্মসূচিটিকে বাতিল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিচারক তাদের দাবির বিপরীতে মেয়রের পক্ষ নিয়েছেন।

ম্যানহাটনের স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ব্রেন্ডন টি. ল্যান্ট্রি বুধবার (২৫.নভেম্বর) ২০ পৃষ্ঠার এক রায়ে মামলাটি খারিজ করে দেন। রায়ে তিনি উল্লেখ করেন, ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে মেয়র কোনো স্বাধীন বোর্ডকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করেছেন-এমন কোনো প্রমাণ *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*



প্রয়াত 'পাঠাও'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা

ফাহিম সালেহর স্মরণে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দেড় কোটি টাকা অনুদান: বাবার শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিচয় ডেস্ক: "পাঠাও'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, নিউ ইয়র্কে আততায়ীর হাতে নিহত বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা ফাহিম সালেহ এর রেখে যাওয়া আদর্শকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ও উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে। তাঁর বাবা, সালেহ উদ্দিন আহমেদ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দেড় কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এই অর্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে এবং নতুন প্রজন্মের তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যবহৃত হবে।

এই অনুদানটি দুটি খাতে ভাগ করা হয়েছে:

৯০ লক্ষ টাকা - 'ফাহিম সালেহ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১ জানুয়ারি থেকে নিউইয়র্কের অধিকাংশ আবাসিক ভবনে গ্যাস ডিটেক্টর থাকা বাধ্যতামূলক



পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১লা জানুয়ারির মধ্যে নিউ ইয়র্ক এর বেশিরভাগ আবাসিক ভবনে প্রাকৃতিক গ্যাস শনাক্তকারী যন্ত্র (ন্যাচারাল গ্যাস ডিটেক্টর) স্থাপন করা আবশ্যক।

২০১৬ সালের স্থানীয় আইন ১৫৭ (Local Law 157 of 2016) অনুযায়ী, অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, ব্যক্তিগত বাসস্থান (এক বা দুই পরিবারের বসতবাড়ি সহ), হোটেল এবং একক কক্ষবিশিষ্ট আবাসনের প্রতিটি ইউনিটে-গ্যাসচালিত যন্ত্রপাতির কাছাকাছি-এই অ্যালার্মগুলো স্থাপন করতে হবে। ভাড়াটেদের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য এই শনাক্তকারী যন্ত্র সরবরাহ করার দায়িত্ব বাড়ির মালিকদের।

প্রাকৃতিক গ্যাস শনাক্তকারী যন্ত্র বাতাসে মিথেনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হলে বাসিন্দাদের সতর্ক করে-যেসব পরিস্থিতি আগুন, বিস্ফোরণ বা বিষাক্ত বাতাস সৃষ্টির *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



নতুন ট্যাবলেটে প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার নির্মূলের আশা মিলল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: নতুন একটি ট্যাবলেটকে প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই ট্যাবলেট অগ্ন্যাশয়ের টিউমার ছোট করে দিতে পারে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্মূল করার নজিরও পাওয়া গেছে।

গত শুক্রবার (২০ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

'ডারাক্সোনরাসিব' নামে ওষুধটির এক ট্রায়ালে অংশ নেওয়া প্রতি ১২ জনের একজনের শরীরে আর ক্যানসারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া, ৬১ জনের প্রায় সবার টিউমারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এই অংশগ্রহণকারীদের সাম্প্রতিক সময়ে অগ্ন্যাশয়ের জটিল পর্যায়ের ক্যানসার শনাক্ত হয়েছিল, যা শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

চিকিৎসকরা বলছেন, *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্রোক নিয়ে বেঁচে থাকা প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ২ কোটিতে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি নতুন বৈজ্ঞানিক বিবৃতি অনুযায়ী, স্ট্রোকজনিত ব্যয় বছরে ৪২৩ বিলিয়ন *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*



ম্যাসাচুসেটস স্টেট লটারিতে ১ মিলিয়ন ডলার জেতার পর আইসিই (ICE) এর হাতে আটক

পরিচয় ডেস্ক: ম্যাসাচুসেটস স্টেট লটারিতে ১ মিলিয়ন ডলার জেতার কয়েক দিনের মধ্যেই এক অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে আইসিই (ICE)।

আইসিই সূত্র জানিয়েছে, এরিয়েল আন্তোনিও ভেলাস্কেজ-মোরালেস ২০১৪ সাল থেকেই চূড়ান্ত নির্বাসন আদেশের আওতায় ছিলেন।

ম্যাসাচুসেটস স্টেট লটারির ১০ লক্ষ ডলারের চেক হাতে নিয়ে হাসিমুখে ছবি তোলা এক ব্যক্তিকে, কয়েক দিন পর ইস্ট বোস্টনে অল্প কিছুক্ষণ ধাওয়া করার পর ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করেছেন।

আইসিই (ICE)-এর তিনটি সূত্র ফক্স নিউজকে জানিয়েছে যে, এল সালভাদর থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী এরিয়েল আন্তোনিও ভেলাস্কেজ-মোরালেসকে মঙ্গলবার ভোরে কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে এলে সে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রে KFC ব্যবসায় লোকমান চৌধুরীর সাফল্যের গল্প

নজরুল মিন্টো: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের গেইনসভিল। শহরের ব্যস্ত সড়কের পাশে পরিচিত লাল-সাদা সাইনবোর্ড। তাতে কর্নেল স্যান্ডার্সের মুখ, নিচে তিনটি অক্ষর, KFC। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সেখানে আসেন। কেউ পরিবারের জন্য খাবার নিয়ে যান, কেউ বসে খান রেস্তোরাঁয়। আমেরিকাজুড়ে এমন দৃশ্য খুবই পরিচিত। কিন্তু গেইনসভিলের এমনই একটি KFC রেস্তোরাঁর মালিকের জায়গায় একসময় লেখা ছিল বাংলাদেশের এক মানুষের নাম, Lokman Chowdhury।

একটি রেস্তোরাঁয় তাঁর যাত্রা থেমে থাকেনি। সময়ের সঙ্গে ব্যবসা বেড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে এক শহর থেকে আরেক শহরে। একপর্যায়ে প্রায় ৩০টি KFC রেস্তোরাঁ পরিচালনার বিশাল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে যায় লোকমান চৌধুরীর নাম। বাংলাদেশ থেকে আসা একজন অভিবাসীর আমেরিকার মূলধারার ফাস্টফুড ব্যবসায় এত দূর এগিয়ে যাওয়ার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*





